ই, কাজাকোভিচ্

তারা

(১৯৪৭এ ষ্টালিন পারিতোষিক-প্রাপ্ত উপন্যাস)

অনুবাদ—শ্রীঅরুণা হালদার

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা - ১২

প্রথম সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৬০

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু
দি প্রিন্টিং হাউস,
১২৪বি, বিবেকানন্দ রোড,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক
ব্লকম্যান (প্রসেস)

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ফোটোটাইপ সিণ্ডিকেট

দু' টাকা

এই ছোট্ট উপন্যাসখানি রুশ যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা—যুদ্ধের গল্প, না প্রেমের গল্প ? তা পাঠকেরা বিচার করবেন। যুদ্ধের অনেক নাম ও শব্দ আন্তর্জাতিক, সেগুলো সাধারণত অনুবাদ করা যুক্তিযুক্ত মনে হয়নি, তবে বুঝবার সুবিধা হলে তাও সময়ে সময়ে অনুবাদ করে দিয়েছি। প্রেসে প্রুফ্ দেখবার কালে আমি কলকাতায় উপস্থিত না থাকাতে নামের বানানে এক-আধটুকু অসঙ্গতি থাকবার সম্ভাবনা। অবশ্য তাতে পাঠকের বুঝ্তে অসুবিধা হবে না। এসব ত্রুটি পাঠক ক্ষমা করবেন।

পাটনা,
২০শে মে, ১৯৫৩। অরুণা হালদার

স্কাউট দলটি সামনের অরণ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল ; আর সে অরণ্যও তাদের গ্রাস ক'রে ফেলল যেন।

জার্মান ট্যাংক, বিমানবহর এবং জার্মান দস্যুরা ধ্বংস করেছিল শহরগুলি, কিন্তু থেমে গিয়েছিল এই বিস্তীর্ণ যুদ্ধবিধ্বস্ত বনাকীর্ণ পথগুলিতে এসে। তাই এখনও পথগুলি অব্যাহত। খাদ্য আর গোলা-বারুদের গাড়ি বনভূমির এক প্রান্তে এসে আটকে গেল। বনের ছায়ায় ঘেরা গ্রামগুলির প্রান্তে ব'সে গেল শুশ্রূষাকারী গাড়ি। কামান বাহিনীর ফুরোল জ্বালানী আর কামানগুলি ছড়িয়ে গেল ইতঃস্তত: বিক্ষিপ্ত নাম-হীন স্রোতোধারার আশে পাশে। এক-একটি ঘণ্টা শেষ হয় আর পদাতিক বাহিনীর সাথে তাদের দূরত্ব ভয়াবহ ভাবে বেড়ে যায়। কিন্তু তবুও পদাতিক বাহিনী নিজে নিজেই চলতে থাকে, থামে না। তাদের খাবার মাথা পিছু কমতে শুরু করে, তবুও তারা চলে ; —প্রতিটি গুলি তাদের খরচা করতে হয় ভেবে ভেবে, তবুও তারা চলে এগিয়ে। গতি তাদের প্রতিহত, নিরাশ্বাস হ'য়ে ওঠে ; জার্মানরা এই সুযোগ নেয়—রণ-বিমুক্ত হ'য়ে পশ্চিম দিকে ছুট দেয়। না, শত্রু পলাতক।

হাঁ, শত্রু পালালই বটে। কিন্তু তাদের সঙ্গে সূত্র হারাল ব'লেই পদাতিক বাহিনী তো আর বসে থাকতে পারে না। নিজের অস্তিত্ব চিহ্নকে সত্যই বিলীন ক'রে দেবে নাকি তারা তাই ব'লে? যাই হ'ক, পদাতিক বাহিনী শত্রু-কবল-মুক্ত অঞ্চল অধিকার ক'রেই বসে। কিন্তু স্কাউট দল যখন শত্রু সম্পর্ক হারিয়ে ফেলে তখন তাদের চেয়ে অধিক

দুর্ভাগ্য বহন করে আর কে? তারা পথভ্রান্তের মত কোনও মতে পথ মাড়িয়ে চলে, যেন সত্যিই তাদের জীবন-যাত্রাটাই নিরর্থক হয়ে উঠেছে।

ডিভিসন কম্যাণ্ডার কর্ণেল সেবিচেংকোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এমনতর একটি স্কাউট দলের। তিনি যাচ্ছিলেন জিপে। আস্তে আস্তে তিনি অবতরণ করলেন গাড়ি থেকে, কাদামাখা রাস্তার মাঝে এসে দাঁড়ালেন কোমরে দুটি হাত দিয়ে। তাঁর মুখে ঠাট্টার হাসি।

ডিভিসন কম্যাণ্ডারের দর্শন মাত্রই স্কাউট দল চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"এই যে, সন্ধানী ঈগল পাখীরা, শত্রুর পাত্তা পাচ্ছ না বুঝি? গেল কোথা ওরা, কি কচ্ছে, তার খবর রাখ না?"

চিনলেন তিনি লেঃ ট্রাবকিনকে,--ওদের তিনি দলপতি। অবশ্য কর্ণেল সেবিচেংকো দেখলই চিনতে পারেন তাঁর সমস্ত অফিসারকে—আশ্চর্য্যের কিছু নেই। তিনি একটি তিরস্কারের ভাবেই মাথাটা নাড়লেন।

"আরে ট্রাবকিন—তুমিও শেষে"—পরিহাস ছলেই বলে চলেন তিনি। -"এ যুদ্ধটা খুব মজাদার ব্যাপার, না? গ্রামে গ্রামে দুধ খেয়ে বেড়ানো আর মেয়েদের পিছু নেওয়া—এই তো কাজের মধ্যে! তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা বোধ করি জার্মানী পৌঁছে যাব, আর দেখতে হবেনা তাদের। বেশ! অতি চমৎকার, না?" অপ্রত্যাশিত খুশির সুরেই তিনি প্রশ্ন করেন।

লেঃ কর্ণেল গ্যালিয়েব—ডিভিসনের চীফ অব স্টাফ তিনি,—এতক্ষণ গাড়ির ভিতরে বসে কর্ণেলের কথা শুনেই চলেছিলেন ক্লান্তির হাসি মুখে ফুটিয়ে রেখে। তিনিও হঠাৎ কর্ণেলের মেজাজ বদলাতে দেখে সচকিত হ'লেন। ব্যাপারখানা কি? এই তো এক মিনিট আগেও সেবিচেংকো

তাঁকে তাঁর শ্লথতার জন্ত ধমকে ঠাণ্ডা ক'রে দিচ্ছিলেন, আর তিনিও তা মেনে নিচ্ছিলেন একেবারে চুপটি ক'রে। হলো কি তবে হঠাৎ!

আসলে এই পেট্রল দলটার দেখা পাওয়াই কর্ণেলের মেজাজ বদলানোর কারণ। ১৯১৫ সালে এই পদাতিক স্কাউট-বাহিনীতেই তাঁর নিজের সৈনিক-জীবনের হাতে-খড়ি। এই দলেই তাঁর অগ্নিদীক্ষা, আর এ হ'তেই তিনি সেণ্ট জর্জ ক্রস পুরস্কার লাভ করেন। স্কাউটদের প্রতি তাঁর একটু দুর্বলতা ছিল। তাদের সেই পাতার আবরণে আত্মগোপন সজ্জা, আর রোদে-পোড়া মুখ দেখে তিনি উল্লসিত না হ'য়ে পারেননি। এরা তখন চলছিল একের পর একে রাস্তা ধরে—যে-কোনও মুহূর্তে পারত পাশের স্তব্ধ বনচ্ছায়ায় মিশে যেতে, সন্ধ্যার অন্ধকারেই হ'ক কিম্বা শুকনো ডাঙ্গায়ই হ'ক।

কিন্তু ডিভিসন কম্যাণ্ডারের তিরস্কার পূর্ণ উক্তিটাও কঠোর সত্য। স্কাউট হারাবে তার শত্রুর সন্ধান! ঠিক নিয়মমত বলতে গেলে বলতে হয় —স্কাউটের কাজই তা হলে শেষ হ'য়ে গেল, আর তা বড় লজ্জার কথা, বলতে গেলে প্রায় একটা কলঙ্কই!

কর্ণেলের কথার মধ্যে প্রকাশ পেল তাঁর বাহিনীর জন্য তাঁর ঐকান্তিক উদ্বেগ। তিনি ভয় করছিলেন শত্রুর সাথে সাক্ষাৎকারের—সত্যই ভয়ের কথা সেটা। তাঁর সেনাদলে তখন সত্যিই জিনিসপত্রের অভাব, আর পশ্চাৎ-আগমনকারী সরবরাহ-বাহিনী তখন বহু দূরে পড়ে গেছে। তবুও এ সত্বেও তিনি অন্তর্হিত শত্রুর সঙ্গে অবশেষে সামনা-সামনি লড়তে চেয়েছিলেন—জানতে চেয়েছিলেন প্রতিপক্ষের অবস্থা, আর নিজের ক্ষমতাও। কিন্তু কতকটা সময়ও তিনি চাইছিলেন—নিজের লোকজন জিনিসপত্তর একটু সামলিয়ে নেবার জন্য। অবশ্য এ কথা তিনি নিজের কাছেও স্বীকার পেতেন না যে, তাঁর এ ইচ্ছা সমস্ত দেশের এগিয়ে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছার বিরোধী কিছু। তবুও তিনি

চাইছিলেন একটু যুদ্ধ-বিরতির অবকাশ। যুদ্ধের এ পর্বের গোপন তথ্যটি হ'ল এই।

স্কাউটেরা দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই চুপ ক'রে; পায় পায় নড়াচড়ার আভাস সামান্ত দেখা যায়। গভীর বিব্রত অবস্থা।

"এই যে, এরাই তো তোমার চোখ আর কান! কি বল হে?" ডিভিসনাল কম্যাণ্ডার তীক্ষ্ণ বক্রোক্তি ক'রেন তাঁর চীফ অফ স্টাফের দিকে তাকিয়ে। তারপর তিনি গাড়িতে ওঠেন। গাড়িও চলতে শুরু করল।

স্কাউটেরা সেখানে কয় মুহূর্ত দাঁড়াল। তারপর ওদের লেফ্‌টনেন্ট চলা শুরু করার সাথে সাথে ওরাও অনুসরণ করল তাঁকে!

ট্রাবকিনের তীক্ষ্ণ কানে সামান্যতম খসখসানির শব্দও ধরা পড়ে! সে ভাবছে তার দলটির কথা। তার কম্যাণ্ডারের মত তারও ভয় যে— কোনো ক্ষণে অদৃশ্য শত্রুর সম্মুখে পড়বে। সেও তা চায়, কারণ তাই তার কর্তব্য। শত্রুর দেখা না পাওয়া মানে স্কাউটের পক্ষে আলস্য-ভরা জীবন-যাপন। সে জীবন স্কাউটের পক্ষে খুবই খারাপ। এতে করে তারা হ'য়ে ওঠে অসতর্ক আর কর্মবিমুখ। কিন্তু ট্রাবকিনের ভয়ও ছিল। কারণ তার দলের আঠারোটি লোক—যাদের নিয়ে সে কাজ শুরু করে —আজ কমতে কমতে এসে ঠেকেছে মাত্র এগারোটিতে। অবশ্য একথা সত্য যে, তখনও তার দলের মধ্যে আছে প্রখ্যাত আনিকনফ্, নির্ভীক মারচেংকো, বেপরোয়া মামোচকিন, এবং বহুদর্শী অভিজ্ঞ স্কাউট ব্রাসবানিকফ্ আর বাইকফ্। অবশিষ্টরা বেশীর ভাগই রাইফেলধারী যোদ্ধা, যুদ্ধের সময় এদের পাঠানো হয়েছে স্থানীয় কেন্দ্র থেকে। এতদিন তারা স্কাউট হওয়াটাকে বাঞ্ছনীয় মনে করে এসেছে—ছোট ছোট দলে বিভক্ত হ'য়ে ঘুরেছে—ভোগ করেছে এক অপূর্ব স্বাধীনতা— সাধারণ পদাতিক সৈন্যরা যা ভাবতেও পারেনা। তাদের সম্মান প্রচুর।

এতে তাদের গর্ব হবারই কথা। দেখে মনে হয় তারা আগুনে ঝাঁপ দিতেও পারে; কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাদের সত্যকার শক্তির পরিচয় দেওয়া তখনও বাকীই রয়েছে।

এবার ট্রাবকিন বুঝল তার গতি কেন মন্থর হল। সত্যিই বিঁধেছে তার গায়ে ডিভিসন কম্যাণ্ডারের শক্ত তিরস্কার। তাছাড়া, স্কাউটের প্রতি সেবিচেংকোর মোহটুকুর ব্যক্তিগত কারণও তার অজানা নয়। কর্ণেলের হরিতাভ চোখের দৃষ্টি খেঁকশিয়ালের দৃষ্টির মত সুতীক্ষ্ণ। সে দৃষ্টি গত যুদ্ধের বাছাই-করা স্কাউট করপোরাল সেবিচেংকোর পুরানো দৃষ্টি। তাদের দুজনার মাঝেকার বয়সের বিরাট ফাঁকটা অতিক্রম ক'রেও সে দৃষ্টি তাকে যেন নাড়া দিয়ে জাগাল: আচ্ছা হে ছোকরা, ওই পুরানো ঘুঘুর সঙ্গে কতটা পাল্লা দিতে পার দেখি একবার!

ইতিমধ্যে দলটি এসে পড়েছে পশ্চিম ইউক্রেনিয়ার একটি গ্রামের এলাকায়। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঘরবাড়ি, তার আশেপাশে মাঠ ও ফলের বাগান। তিন-মানুষ-সমান উঁচু প্রকাণ্ড এক ক্রুশের ওপর ঝুলন্ত যীশু মূর্তি তাদের দিকে চোখ নামিয়ে তাকিয়ে। পথঘাট শূন্যই; তবে উঠানে কুকুরের ডাক আর বাতায়নের পর্দার অতি স্বল্প আন্দোলন দেখে মনে হল বাসিন্দারা ইতিপূর্ব্বেই দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ভয় পেয়ে গিয়েছিল—আর এখন অতি সতর্কভাবে এইবার তাদের গ্রামের রাস্তায় আগত এই সৈন্য দলটিকে পর্যবেক্ষণ করছে।

একটা খাড়াইয়ের ওপর একটি নির্জন কুটিরের দিকে ট্রাবকিন তার দলশুদ্ধ এগিয়ে গেল। এক বৃদ্ধা এসে দ্বার খুলে দিলেন; তিনি তাঁর প্রকাণ্ড কুকুরটাকে ধরে ভিতরে নিয়ে গেলেন। সৈন্যরা তাঁর অনুসরণ করল। বৃদ্ধার চোখ দুটি কোটরগত—তার ওপর ঝুঁকে পড়েছে ঘন ধূসর ভুরু।

"সব খবর ভাল ত?"—ট্রাবকিন বলেন—"আমরা ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করব বলে এলাম।"

স্কাউটেরা বৃদ্ধার সঙ্গে এলো। একটি পরিষ্কার ঘর—মেজে রং করা অজস্র দেবমূর্তি। একটা জিনিস তাদের চোখে না পড়ে পারল না যে, এ দেবমূর্তিগুলো রাশিয়ার মতন একেবারেই নয়। মূর্তির পাশে কোনও কারুকার্যখচিত ধাতুর ফ্রেমও ছিলনা। আর সাধুসন্তদের মুখগুলোও অতি অদ্ভুত বিভ্রান্তিকর অবশ্য বৃদ্ধাকে ঠিক ইউক্রেনের দিদিমাদের মতই দেখতে, যেমনটি দেখা যায় আশেপাশে কিয়েফ কিম্বা চেরনিগফে। পরনে তাঁর তেমনি অজস্র হাতে-বোনা পেটিকোট, হাত দুটি শিরা-সংকুল। শুধু তার চোখ দুটির দৃষ্টি ভিন্ন ধরনের—অতি তীক্ষ্ণ সেই দৃষ্টি ঠিক সহৃদয় নয়—দিদিমায়ের মত।

যতই যা'ই হ'ক, তার সেই কঠিন বিরোধীভাবাপন্ন নৈঃশব্দের মধ্য দিয়েও দেখা দিল আতিথেয়তা। সৈন্যরা পেল টাটকা রুটি, সরে-ভরা দুধ, কুমড়োর আচার আর পুরো এক পাত্রভরা আলু। কিন্তু যে ভাবে কঠিন হয়ে সে দিল খাবারটা, তাতে ক'রে সৈন্যদলের গলায় খাবার প্রায় আটকে যাবার মত হল।

একজন স্কাউট তো চাপা গলায় গজরে উঠল—"বাবা, এ যে দেখি ডাকাতে মা। কপালে এই জুটলো শেষে।"

তা, কথাটার অর্ধেকটা অন্ততঃ সত্য বইকি। বৃদ্ধার ছোট ছেলেটি সত্যিই বনবাসী দস্যুদলে যোগ দিয়েছিল, আর বড়টি যোগ দিয়েছিল প্রতিরোধ বাহিনীর সৈন্যদলে। তাই একদিকে যখন দস্যুজননী চুপ ক'রে রইলেন কঠোর বিরোধিতায় নৈঃশব্দে, অপরদিকে সেই সৈনিক-জননী মুক্তহস্তে অতিথি-বৎসলা হলেন সৈন্যদলের প্রতি। অবশেষে সৈন্য-দের শুয়োরের ভাজা মাংস আর এক জগ্ পানীয় ক্রাশ পরিবেশন ক'রে সৈনিকজননী একেবারেই ক্ষান্ত হলেন—আর তার স্থান গ্রহণ করলেন

ডাকাতের মা। তাঁদের পাশে আধখানা ঘর-জোড়া বিষণ্ণ গাম্ভীর্য নিয়ে তিনি পাকাপাকি ভাবে ব'সে রইলেন।

সার্জেনট্ আনিকানফ্—শান্ত চেহারা, চওড়া মুখ আর ছোট ছোট চোখের তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি,—এই তাঁর বৈশিষ্ট্য। তিনি জিজ্ঞাসাই করে ফেললেন শেষে—"কি ব্যাপার দিদিমা, কথা বলছ না যে? তোমার কি জিভটাই উড়ে গেছে নাকি যুদ্ধে? এসো, দুচারটে কথাও বল।"

সার্জেনট মামোচকিন দেহ ঝুঁকে পড়া পাতলা; অস্থির মত চেহারা নিয়ে আরও একটু ঝুঁকে প'ড়ে বলল ঠাট্টার সুরে—"এই দেখ—মেয়ে-হ্যাংলা লোকের নমুনা বুড়ী পেলেও কথা কইতে ছাড়েনা।"

ট্রাবকিনই কেবল মগ্ন তার জটিল চিন্তায়। সে আস্তে আস্তে উঠে বাইরে গিয়ে গাড়িবারান্দায় দাঁড়ায়। সমস্ত গ্রাম যেন ঘুমে ঢুলছে। একটা ঢালু মত জায়গায় ঘোড়াগুলো ঘাস খাচ্ছে। চারদিকেই নিঃশব্দ; এ নিঃশব্দ সেই জাতের যা দু-দুটো যুযুধান শক্তিশালী সৈন্যদলের অতি দ্রুত গতায়াতের পরই নেমে আসে কোনো অঞ্চলে।

ট্রাবকিনকে বেরিয়ে যেতে দেখে বলল আনিকানফ্—"লেফ্টেনেণ্ট চিন্তায় পড়েছেন দেখছি। কর্ণেল কি বললেন মনে আছে? 'যুদ্ধটা বেশ মজারই ব্যাপার, গ্রামে গ্রামে দুধ খেয়ে বেড়ানো আর মেয়ের পেছু নেওয়া'।"

মামোচকিন চ'টে গেল: "ডিভিসন কম্যাণ্ডার যা বলেছেন তা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার, তোমার কি দরকারটা সে নিয়ে মাথা ঘামানোর? দুধ না চাই তো তা খেতে যাও কেন? বালতি ভরা জল ত আছেই, খাও গিয়ে যাও না কেন তা'ই। তোমার মাথা গরম করার এতে কি আছে? যার গরম করার কথা সে হলো লেফ্টনেণ্ট। জবাবদিহি করার থাকে তিনি তা করবেন। তুমি বুঝি তার আইমা? নিজেকে কতখানি পায়ার লোক ভাবছ বলতো? হাতে পেলে একবার পাঁচ মিনিটে

কাপড় ছাড়িয়ে ঠাণ্ডা ক'রে রাতের খাবার-বানানোর মাছের সঙ্গে মিলিয়ে দিতাম তোমায়, তা জানো ?"

আনিকানফ্ বেশ মজা ক'রেই হাসতে থাকে।—"জানি বইকি ভাই। কাপড় ছাড়ানো তো তোমাদেরই হাতে—আর ডিনারটাও বেশ ভালমত খেতে জানো—। তা কর্ণেল তো ঐ কথাই বলছিলেন।"

"তবে আর কি ?"—মামোচকিন, আনিকানফের ঠাণ্ডা মেজাজে সব সময়ই চটত, এখনও চটল। "খাবেনা তো কি করবে শুনি ? একজন বুদ্ধিওয়ালা স্কাউটের মাথা ঠিক রাখতে আমি বলি জেনারেলের চেয়ে ভাল খাবার দরকার। ভাল খেলে লোকের বুদ্ধি বাড়ে, সাহস হয়—না তো কি ?"

হাসতে হাসতে শোনে সবাই—ব্রাসবনিকফ—লাল গাল আর শনের মত তার চুল ; গোলমুখো, চঞ্চল বাইকফ ; সতের বছরের ইউরা গোলাব, ছিপছিপে লম্বা সুদর্শন ফিওকতিস্তফ্, আরও অন্যরা। সবাই মজা পায় ; একদিকে মামোচকিনের দক্ষিণী চালের ফেটে পড়া উচ্ছ্বাস, আর অন্যদিকে আনিকানফের শান্ত পরিমিত কথা। কেবল বাকী থাকে মারচেংকো—রং ময়লা, চওড়া তার কাঁধ, দাঁত যেন বেরিয়েই আছে হাসিতে। সে-ই শুধু যেয়ে দাঁড়ায় তাঁতের কাছে বৃদ্ধা মহিলার পাশটিতে। অভিনিবেশসহকারে সে দেখে বৃদ্ধার ছোট দুটি মাংসহীন হাত, আর বলে ওঠে শহুরে লোকের মত বিস্ময়ে—এসব যারা দেখেনি।

—"আরে এযে একেবারে একটা কারখানাই বসিয়ে দিয়েছ।"

এতো আকছারই চলে। লেগেই আছে মামোচকিন আর আনিকানফের তর্ক। তর্কের বিষয়গুলোও জানা :—কার্চ হেরিংএর স্বাদ ইকুর্টস্ক হেরিংএর চাইতে ভাল কিনা, সোবিয়েত আর জার্মান টমিগানের গুণপণার তুলনামূলক সমালোচনা, নয় ত হিটলার পাগল

না বলমাল, দ্বিতীয় ফ্রন্ট কবে যা কোথায় শুরু হচ্ছে। সমস্ত তর্কের ক্ষেত্রেই মামোচকিন উঠবে তেড়ে আর আনিকানফ তার ছোট ছোট চোখ দুটিকে মিটমিটিয়ে তুলবে চালাকির ভংগীতে। সে নিঃশব্দ ভংগীই তার প্রতিপক্ষকে ক্ষেপিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট—নিজে সে থাকবে নিজের কোটে কঠিন ভাবে অচল। কিন্তু চুপ ক'রে থাকলে কি হবে, এই পক্ষের সেই চুপ ক'রে থাকাটাই প্রতিপক্ষকে আরও তাতিয়ে তোলে।

মামোচকিন একেই অস্থির, ঝগড়াটে, তাতে আবার স্নায়বিক দুর্বলতায় ভোগে। সে তো আনিকানফের স্থৈর্যে আর রসিকতায় একেবারে উন্মাদ হ'য়ে ওঠে প্রায়। আবার এই উন্মত্ততায় মিশ্রিত আছে একটু খানি গুপ্ত ঈর্ষার ভাবও। আনিকানফ ইতিমধ্যেই একটা উপাধি পেয়ে গিয়েছে,—আর সে নিজে পেয়েছে মাত্র একটা পদক। কম্যাণ্ডার আনিকানফের সাথে কথা বলেন সমকক্ষের মত, আর তার সঙ্গে ব্যবহার করেন আরও পাঁচটা সাধারণের মতনই। এ সব মামোচকিনকে টপ করে বিচলিত করে বইকি। সে অবশ্য একটা কথা ভেবে সান্ত্বনা পায় যে, আনিকানফ কম্যুনিস্ট পার্টির মেম্বার আর তাইতেই তার প্রতি এ বিশিষ্ট আচরণ। কিন্তু এ সত্ত্বেও মনে মনে নিজের কাছে স্বীকার না ক'রেই পারেনা যে, ওই স্কাউটের ঠাণ্ডা মাথা আর বীরত্ব অনন্যসাধারণ। মামোচকিনের দুঃসাহসিক হটকারিতার অনেকটাই লোক দেখানো, সমস্তক্ষণ তার প্রয়োজন হয় একটা আত্মগৌরব জাহির ক'রে নিজেকে তপ্ত রাখার প্রয়াস; সে নিজেও তো তা জানে। গর্বটা তার—সে যা নয় তার চেয়েও বেশি; এই বলে, আর এর জন্যই সে ভাল স্কাউট ব'লে নামও কিনেছে। অনেক বড় বড় অভিযানে সেও যোগ দিয়েছে; কিন্তু তার প্রায় প্রত্যেকটিতে আনিকানফের নৈপুণ্যই তারার মতই জলজলে হয়ে আছে।

এসব কাজের মাঝে মাঝে অবসর মত মামোচকিন চুরি ক'রে বাজি মাৎ করে বইকি। তরুণ স্কাউটগুলি, বিশেষ যারা নতুন আসে আর ওসব কাজ বেশি দেখেনি যারা, মামোচকিনের তাই ভক্ত হ'য়ে ওঠে। সে পরে বেড়ায় ঢোলা প্যান্ট, তার বাদামী রংএর জুতোর চামড়া খুবই দামী,তার সার্টের কলার সব সময় খোলা, দেখা যায় এক গোছা কালো চুল লুটিয়ে পড়েছে তার কপালে, মাথাটা ঢাকা ভেড়ার চামড়ার তৈরী কসাক টুপিতে, টুপির ওপরটায় উজ্জ্বল সবুজ রং। কোথায় সে, আর কোথায় সাদাসিদে আনিকানফ্—হলই বা সে দেখতে বড়সড় আর হ'ক না কেন তার কাঁধটা খুব চওড়া মত!

যুদ্ধের আগে তারা যে যা কাজ করত তার ছাপ আছে বইকি তাদের প্রত্যেকের কাজে আর ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যে। আনিকানফ্ ছিল সাইবেরিয়ার যৌথ খামারের চাষী, তাই তার প্রকৃতি শত অনুত্তেজিত অথচ প্রত্যয়ে দৃঢ়। ধাতুবিদ মারচেংকো অনেক বিষয় জানে শোনে—যে কাজই সে করবে তার আগের ভাবনাটি পর্যন্ত তার মাপ করা। আর মামোচকিন ঠিক সমুদ্রতীরবর্তী নাবিক যেমন হয় তেমনই অসমসাহসিক। কিন্তু সে অতীত যেন আজ বহুদিন-বিস্মৃত বহুদূরের কথা। আজ তারা নিজেদের সম্পূর্ণ ভাবে ডুবিয়ে দিয়েছে এই যুদ্ধের কাজের মধ্যে—জানেও না যে এ যুদ্ধ কতদিনে শেষ হওয়া সম্ভব। আজ যুদ্ধই তাদের প্রাত্যহিক জীবনের কর্ম আর পল্টনই তাদের পরিবার।

আঃ, 'পরিবার'! তা অদ্ভুত পরিবার বটে। এ পরিবারের সব কটি প্রাণী খুব বেশিদিন একসাথে থেকে জীবনের রস আস্বাদ করতে পায় না। কেউ যায় হাসপাতালে; কেউ যায় আরও দূরে যেখান হ'তে সে আর ফেরে না। তবে পরিবারেরও স্বকীয় বিশিষ্ট ইতিহাস আছে, তা সংক্ষিপ্ত হলে কি হয়, গৌরবে উজ্জ্বল। আর সে ইতিহাসও এগিয়ে আসে ধাপে ধাপে, এক পর্যায় থেকে পরবর্তী আরেক পর্যায়ে। কারুর

কারুর মনে আছে যখন আনিকানফ্ প্রথম এল পল্টনে। তারও সময় লেগেছিল—দীর্ঘকাল পরে সে পেট্রল দলে স্থান পেল। কোনো পুরোবর্তী সেনানায়ক তাকে সঙ্গে নিতে চাইত না, এমন দিনও গেছে। একথা সত্য যে, সাইবেরীয় কৃষকের গায়ের শক্তিই ছিল তার একটা মস্ত সম্পদ। দুটো লোককে সে বগলদাবায় পুরে দরকার হলে ঠাণ্ডা ক'রে দিতে পারত অনায়াসে। কিন্তু তার নিজের চেহারাটা এমনই প্রকাণ্ড আর ভারী যে স্কাউটদের ভয়ই ছিল তাকে নিয়ে। সে যদি মরে বা আহত হয় তাকে বয়ে নিয়ে যাবার কি হবে, এ ছিল তাদের এক ভাবনা। বৃথাই আনিকানফ্ বলত, শপথ ক'রেই বলত, যে, যদি আহত হয় তবে সে বুকে হেঁটে যে ক'রে পারবে যাবে—আর মরেই যদি যায় তবে তাকে যেন সেখানেই ফেলে আসা হয়। সে'ই যদি মরে তবে তখন তাকে নিয়ে জার্মানগুলো আর কি করবে? আর, এই সম্প্রতি মাত্র বলতে গেলে, এসব নূতন ঘটল। লেফ্টনেণ্ট স্কভরটস্ব আহত হলেন, তাঁর স্থানাভিষিক্ত হল লেঃ ট্রাবকিন; আর তখনই না অবস্থা গেল পালটে।

ট্রাবকিন প্রথম দিনের অভিযানেই নিলেন আনিকানফকে তাঁর সঙ্গে। হবি তো হ, সেই দিনই ওই বিশালকায় অসুর এমন পরিচ্ছন্নভাবে একটা জার্মানকে সাবাড় করল যে তা দেখে অন্য স্কাউটরা তো তাদের ট্র্যাকে যে যার চুপ মেরে গেল। এমন তৎপরতা আর চুপচাপ কাজ সারার সঙ্গে তুলনা চলে শুধু কোনো প্রকাণ্ড বিড়ালের শিকার ধরার। অন্য লোক তো দূরের কথা, ট্রাবকিনই কি বিশ্বাস করতে পারলেন যে আনিকানফের বর্ষাতির গহ্বরে একটা আস্ত রুদ্ধশ্বাস জার্মান একটা "জীভ", যার আশায় গোটা ডিভিসনটা গত একমাস স্বপ্ন দেখেছে বললেই চলে।

আরেকবার আনিকানফ্ গেল সার্জেণ্ট মারচেংকোর সঙ্গে আর ধ'রে নিয়ে এক জার্মান ক্যাপটেনকে। মারচেংকোর পা'টা আহত,

সেই অবস্থায় আনিকানস্ক তাকে এবং জার্মানটাকে দুজনকেই ধ'রে এনেছে। সে ধীরে ধীরে দুজনকেই জড়িয়ে ধরে তুলে নেয়—সহকর্মীকেও আর শত্রুকেও। তার ভয়, দু'জনার জন্যই সমান -পাছে দুজনার একজনারও আঘাত লাগে।

সারারাত ধরে যে কথা চলত তার বিষয়বস্তু ছিল ঐ—স্কাউটরা বাইরে খোঁজ করতে যেয়ে কি করেছে সে কাহিনী। নতুন আগন্তুকেরা এসব শুনত, পেত অনুপ্রেরণা, গর্বিত বোধ করত নিজেরাও যদি এরূপ অপূর্ব সুযোগ পেয়ে যায় তা ভেবে। কিন্তু এখন এই সময়টায় কিছুই কাজকর্ম না থাকায় শত্রুর সাড়াশব্দ না পেয়ে স্কাউটরাও শ্লথ হ'য়ে উঠছিল।

বেশ মনের মত ক'রে পেটটি পুরে খেয়ে মামোচকিন পেছু হেলে বসল, ধরাল একটা সিগারেট। বললেও যে, খানিকটা ভড্কা হাতে পেলে সে চাইকি রাতটা এখানে এ গ্রামে কাটিয়ে দিতে পারে।

"তা যা বলেছ, তাড়াতো তেমন কিছুরি নেই"—মারচেংকো বলে ওঠে অস্পষ্ট ভাবে। "এখন তো পাকড়ানো যাবে না কিছু—জার্মানগুলো বেশ মজা লুটছে—ভারী রকমের।"

আর ঠিক এই সময়টিতেই কিনা দোর খুলে ভেতরে এলেন ট্রাবকিন।

"ঘোড়াগুলো কার দিদিমা?"—খোলা ঘোড়াগুলোর দিকে তাকিয়ে তিনি জিগ্‌গেস করলেন।

এর মধ্যে একটিমাত্র চাঁদ-কপালে ঘুড়ীই ছিলো ঐ বৃদ্ধার, আর বাকীগুলি তার প্রতিবেশীদের। মিনিট কুড়ি বাদে ডেকে আনা হল সেই প্রতিবেশীদের বৃদ্ধার ঘরেই। ট্রাবকিন একটা রসিদ লিখলেন তাড়াতাড়ি আর বললেন—'তা তোমরা যদি ভাল মনে কর তো একটা ছেলেকে আমাদের সঙ্গে দাওনা, সে-ই না হয় ফিরিয়ে আনবে ঘোড়াগুলোকে।"

চাষারা খুশিই হলো। প্রত্যেকেই বুঝেছিল যে সোবিয়েত সৈন্যদল তাড়াতাড়ি এসে পড়তে পারে বলেই হিটলারের সৈন্যরা গ্রাম পোড়াতে পারেনি—সঞ্চিত শস্য নষ্ট করতে পায়নি। একথা তারা জানত তাই ট্রাবকিনের কথায় আপত্তি করল না, বরং সঙ্গে সঙ্গেই একটি ছোকরা পশুপালককে সৈন্যদলের সাথে যেতে বলে দিল। ভেড়ার চামড়ার কোট পরা ষোল বছরের এই ছোকরাটি, এই হঠাৎ-পাওয়া দায়িত্বে সে গর্ব ও ভয় বোধ করতে লাগল একই সঙ্গে। সে ঘোড়াগুলোকে খুলে আনলো—সাজ পরালো, ভাল ক'রে তাদের জল খাইয়ে জানালো,—সব প্রস্তুত।

আরও কয়েক মিনিট বাদে বারোজন ঘোড়সওয়ার পশ্চিম দিকে কদমে পা বাড়ালো। আনিকানফ্ এল ট্রাবকিনের পাশটিতে; ছোকরাটির দিকে চেয়ে ঘাড় নেড়ে সে বলল ধীরে ধীরে—"কমরেড লেফ্টনেন্ট, নিলেন তো এসব, কিন্তু ঘাড়ে কোপ পড়বে না তো শেষে?"

"হ্যাঁ তাতো পড়'তেই পারে"—ট্রাবকিন একটু চিন্তা করে বলেন,—"কিন্তু আমরা হয়ত জার্মানদের ধরে ফেলতে পারব।"

অর্থপূর্ণ হাস্তে তারা দুজনাই দুজনার দিকে তাকাল।

ঘোড়াটাকে লাগাম কষে চালাতে চালাতে ট্রাবকিন প্রাচীন অরণ্যানীর স্তব্ধ বিভূতি দেখতে দেখতে চলেছেন। ঘোড়া ছুটেছে যেন পক্ষীরাজ। তীক্ষ্ণ বাতাস এসে লাগছে তাঁদের মুখে। পশ্চিমে সূর্যাস্তের রক্তাভা যেন জ্ব'লে উঠল। আর ঘোড়সওয়াররা চল্‌ল এগিয়ে যেন সে আলোর অভিযানেই তারা পাল্লা দিয়ে ছুটেছে।

২

ডিভিসনের হেডকোয়ার্টার। রাত্রিটার জন্য তারা তাঁবু ফেলেছে প্রকাণ্ড এক বনে। সৈন্যরা অস্থিরতার মধ্যেই ঘুমে লুটিয়ে পড়েছে। আগুন জ্বালা হয়নি, কারণ জার্মান বিমান ক্রমাগত মাথার ওপর গোঁ গোঁ শব্দ করে চক্রাকারে ফিরছে—তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে পথচারী সৈন্যদল কোথায় ঘাঁটি পাতে। পথকৃৎ স্যাপার দল এসেছে প্রথমেই। সারা বিকালটি কাজ ক'রে তারা বানিয়েছে একটি দিব্যি সবুজ শহর—সোজা সোজা রাস্তা কাটা, পরিষ্কার দেখা যায় নিশানের খোঁটাগুলো, আর আশ্রয় স্থলগুলো সব পাইনের শাখা প্রশাখায় আবৃত। উঃ, কত এমন শহরই না বানিয়েছে স্যাপার দল—এই যুদ্ধের ক'টি বছরে।

লেফ্‌টেনণ্ট বুগরকফের হাতে এক দল স্যাপার। তিনি অপেক্ষা ক'রে আছেন চীফ অফ স্টাফের সঙ্গে কথা কইবার জন্য। কিন্তু লেঃ কঃ গ্যালিয়েফের চোখ যেন কেউ আঠা দিয়ে জুড়ে দিয়েছে নক্সাতে; ডিভিসনের অবস্থান চিহ্নিত হয়েছে সবুজ অংশটির মধ্যে। কিন্তু আশ্চর্য বইকি সবটাই—শত্রুর অবস্থান নির্দেশক নীল পেন্সিলের দাগটিই যে কোথাও নেই। আর, ভগবান জানেন তার পিছনকার সরবরাহ দলই বা কতদূরে। এই সীমাহীন বনভূমিতে বিপজ্জনক ভাবে ঘেরাও হয়ে গিয়েছে সৈন্যদল—এইরূপই যেন মনে হয়।

যে বনে রাতের মত সৈন্যদল আশ্রয় নিয়েছে তার আকৃতি অনেকটাই একটা প্রশ্ন চিহ্নের মত। সেটা যেন লেঃ কঃ গ্যালিয়েফেরই জিজ্ঞাসা কম্যাণ্ডারের কৌতুক ভরা কণ্ঠে :—আরে ব্যাপারখানা কি? এতো উত্তর পশ্চিম ফ্রণ্ট নয়—যেখানে তুমি যুদ্ধের আধেক সময় পিঠ

ফিরিয়ে ব'সে রইলে আর জার্মান কামান গোলা ছাড়তে লাগল খানিকক্ষণ পরপর। বাপরে! এবারকার যুদ্ধ যে 'সচল যুদ্ধ'।

গ্যালিয়েফ্ কবে শেষবার ঘুমুতে পেয়েছিলেন তাও ভুলে গেছেন। তাঁর সর্বাঙ্গ একটা ককেসীয় ক্লোকে ঢাকা। অবশেষে তিনি চোখ তুললেন—বুগরকফও তাঁর চোখে পড়লেন।

'কি ব্যাপার!'

বুগরকফ তাঁর নিজের দলের লোকের হাতে তৈরী ঘরে এসে বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন, মনে হল।

"কমরেড লেঃ কর্ণেল, আমি একবার জানতে এলাম যে কালকের শিবির কোথায় পড়বে।" উত্তর দিলেন বুগরকফ্—"তাহ'লে ভোরেই আমি এক দল লোক পাঠাতে পারি সেখানে।"

বেচারীর বড়ই ইচ্ছে যে, আরও একটা দিন অন্ততঃ ডিভিসন ওখানে থেকে যাক। এই গাছের শাখায় ছায়া-ঢাকা নতুন তৈরী শহরটি— তবুও আর কিছুক্ষণ লোকে বাস করবে তাতে। আর বাসন্তী বাতাসের শূন্যতার মধ্যে সে শহরটিকে ছেড়ে দিয়ে যাবার পূর্বে কেউ যদি একটি-বারও বুগরকফকে প্রশংসা করে—এ ভাবে অপূর্ব সুন্দর এই আশ্রয়টি তৈরী করার জন্য! বুগরকফের বংশের নামডাক আছে ভালো ছুতোরের কাজ আর পাথর খোদাইএর কাজের জন্য। সেই হাতযশ তারও আছে সে চায় এই প্রশংসাটুকু!

লেঃ কর্ণেল বললেন, "কই দেখি তো নক্সা একবার।" তারপর ম্যাপটায় একটি ছোট্ট পতাকা চিহ্ন দিলেন, যেখানে তাঁরা আছেন সেখানের থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে একটি বনের প্রান্তে পড়ল সে চিহ্ন। বুগরকফ একটি শ্বাস মোচন ক'রে দ্বারাভিমুখে গেলেন। ঠিক তেমনই সময় দ্বারপ্রান্তে লম্বমান বর্ষাতিটা একদিকে হটিয়ে প্রবেশ করলেন ক্যাপটেন

খারাপ্‌কিন ; পূর্তকার্য পরিদর্শনের ভার তাঁর হাতে। লেঃ কঃ তাঁকে শুষ্ক স্বরে অভিবাদন জানালেন।

"ডিভিসন কম্যাণ্ডার আমাদের এই ব্যাপারটা একেবারেই সমর্থন করেননি। আজই লেঃ ট্রাবকিন ও তাঁর লোকজনের সাথে আমাদের দেখা হলো। তাদের যা চেহারা হয়েছে দেখে লজ্জা করে। যেমন নোংরা তেমনি বিশ্রী, দাঁড়ি গোঁফ পর্যন্ত কামায়নি। কিন্তু ভাবছেন কি বলুন তো ?"

লেঃ কঃ এক মুহূর্ত চুপ করেই রইলেন। তারপর হঠাৎ মরিয়া হ'য়েই চেঁচিয়ে উঠলেন : "ক্যাপটেন, আপনি কি এবার বলবেন দয়া করে—শত্রু কোথায় আছে ?"

লেঃ বুগরকফ কুটির থেকে সবে পড়লেন। তিনি গেলেন একটি স্যাপার দলের কাছে - কোথায় যেতে হবে তার হদিশ দিতে হবে ত ! পথে যেতে যেতে তাঁর মনে হল—একবার ট্রাবকিনের কাছে যেয়ে তাঁকে যা স্বকর্ণে শুনলেন সেসব শুনিয়ে আসা যাক। সাদাসিধে সহৃদয় লোক—তাই তিনি ভাবলেন, "ইতিমধ্যে ট্রাবকিন ও তার দলের লোকেরা ছিমছাম হ'য়ে নিক। না হ'লে ঐ দোষটাই তার মহৎ দোষ হয়ে দাঁড়াতে পারে।"

বুগরকফ ট্রাবকিনকে পছন্দ করতেন। তিনি ও ট্রাবকিন এসেছেন একই জায়গা থেকে, ভলগা অঞ্চলের লোক তাঁরা। এখন ট্রাবকিন একটা হোমরা-চোমরা স্কাউট, তাহলেও তাঁর স্বভাব এখনও তেমনই আগের মত শিষ্ট ও শান্ত। একথা সত্য যে তাঁদের পরস্পরের সাক্ষাত হয়েছে কম। দু জনারই অজস্র কাজ আর সময়ও অল্প। কিন্তু তবুও ভলোডিয়া ট্রাবকিন তাঁর বন্ধুই ; মরণের ছায়ার অত কাছ ঘেঁসে আর কেউ চলেনা তাঁর মত। আর সেই ট্রাবকিন এত কাছে পাশ দিয়ে চলেছেন, যত কাজ থাকুক না কেন, একবার ট্রাবকিনের সঙ্গে দেখা

করার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করা যায় না নিজেকে।—ভাবলেন বুগরকফ।

কিন্তু বুগরকফের সঙ্গে ট্রাবকিনের তখনই দেখা হল না। বারাশ্‌কিনের কুটিরে তিনি ঢুঁ মারলেন। বুগরকফের ডাকাডাকিতে বেজায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিলেন বারাশ্‌কিন শুধু কড়ারকমে শাপশাপান্ত করে।

"শয়তানই জানে তার ডেরা—মিছামিছি আমার কষ্ট বাড়ানো—"

ক্যাপ্টেন বারাশ্‌কিনকে চিনত সকলেই—তাঁর ঐ বদখত ভাষা আর আলসেমির জন্য। তিনিও জানতেন হেডকোয়ার্টারের কাজ তাঁর শেষ হয়েছে—এবার যে কোনও দিন তাঁকে অন্যত্র পাঠানো হবে। আর সেজন্য তিনি একরকম সর্ব কর্মই প্রায় পরিত্যাগ করে বসেছিলেন। যখন যুদ্ধের আক্রমণ চলত তিনি কোনও রকমে একটা অস্পষ্ট আভাসে জেনে রাখতেন তাঁর সৈন্যদলের অবস্থান কোথায় আর তারা কি করছে সেই খবরটুকু। তিনি তখন হেডকোয়ার্টারের ট্রাকে চড়ে বেড়াতে বেরুতেন, নবাগতা রেডিও-অপারেটার কাটিয়ার সঙ্গে প্রেমচর্চার সুযোগ খুঁজতেন—আহা, বেশ মেয়েটি! সুন্দর চুল, সুন্দর চোখ, স্বপ্নময়ী সৈনিক-তরুণী—।

বারাশ্‌নিকের কাছ থেকে চ'লে গিয়ে বুগরকফ নিজের হাতে তৈরী এই মানব-নীড়ের মাঝামাঝি একটা স্থানে পৌঁছলেন। সোজা রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে তাঁর একটা কথাই মনে হল—যুদ্ধশেষে আবার বাড়ি ফিরে তিনি যদি নিজের কাজ পূর্বের মত করতে পান তবে কি ভালই না হয়! সেই সব কাজ - সেই ইমারত তোলা, নক্সা কাটা, বোর্ডের গন্ধ, সিঁড়ি বেয়ে ওঠা, আর নীল-চিহ্নিত অংশগুলির সম্বন্ধে দাড়িওয়ালা ছুতোর মিস্ত্রীর সাথে আলোচনা—সবই ভাসতে লাগল তাঁর চোখের ওপর তাঁর পথচলার ফাঁকে ফাঁকে।

ভোর হ'লো। বুগরকফ একটা টানা গাড়িতে বোঝাই করলেন কোদাল ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি, আর চল্‌লেন তাঁর স্যাপার দলের অগ্রবর্তী হ'য়ে।

প্রত্যুষের পাখির কলরব সুপ্রাচীন বনস্পতির শাখায় শাখায় অধীর হ'য়ে উঠল। সরু পথের দুধারে দাঁড়ান সেই সব তরুর শাখা উঁচুতে উঠে মিলে গেছে পরস্পরের সাথে। সান্ত্রীরা বর্ষাতির ওপর চড়িয়েছে তাদের প্রকাণ্ড ভারী কোট। সারারাত পথের পাশে টহল দিয়ে শীতে জমে গেছে তারা। শিবিরের পাশে পাশে, পথের ধারে কাটা গর্তে ঘুমন্ত চোখে ডিউটি দিচ্ছে গোলন্দাজ সৈনিকেরা। সৈন্যরা ফারগাছের ডালের ওপর গুটিশুটি মেরে একে অপরের পাশে শুয়ে আছে। ভোরের শীতে কেউ কেউ জেগে উঠে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ডালপালার সন্ধান করছে আগুন জ্বালাবার জন্য।

শীতে কাঁপতে কাঁপতে বুগরকফ ভাবেন,—"হাঁ, এইতো যুদ্ধ,—শত সহস্র লোক আজ গৃহহীন যাযাবর জীবন যাপন করে চলেছে।"

দশ কিলোমিটার গিয়ে স্যাপারদের চোখে পড়ল পশ্চিম দিক থেকে তিন জন অশ্বারোহী যেন উড়ে আসছে। বুগরকফের ভয় হল; তিনি জানতেন কাছাকাছি একজনও সোবিয়েৎও সৈন্য মিলবে না। অশ্বারোহীরা এক লাফে কাছে এসে পড়ল, আর বুগরকফ স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌লেন—তিনজনের মধ্যে একজন হলেন স্বয়ং ট্রাবকিন।

ঘোড়া থেকে না নেমেই ট্রাবকিন বলেন—জার্মানরা কাছেই; সঙ্গে তাদের গোলাগুলি আর কলের কামান রয়েছে।

বুগরকফের হাতের নক্সায় তিনি চিনিয়ে দিলেন জার্মানদের সীমানার অবরোধ-প্রাচীর। সেগুলো আবার ঠিক সেইখানেই পড়েছে যেখানে আগামী কাল সৈন্যদলের শিবির সংস্থাপন করতে যাচ্ছে স্যাপাররা।

"এই দেখুন—এখানে দুটি জার্মানদের সাঁজোয়া গাড়ি, আর একটা কলের কামান—এই যে, সম্ভবতঃ ঐ ঝোপটায় লুকানো"—ট্রাবকিন বলে চলেন—"দেখছেন কি, আনিকানফ" জার্মানদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে চোটও খেয়েছে - ঐ যে।"

আনিকানফ ঘোড়ার ওপরই বসে ছিল—একটু অপ্রস্তুত ভাব, মুখে অপরাধীর মত একটু হাসি; তার অর্থ হল সে যেন নিজের কোন অসাবধানতায় সবাইকে বিপদে ফেলেছে।

বুগরকফ বুঝতে পারে না তাঁর কি করা উচিত। প্রশ্ন করেন, "আমি করি কি এখন?"

সবাই পরামর্শ করে ঠিক করে যে, স্কাপাররা আপাততঃ যেখানে আছে ওখানেই থাকুক; ইতিমধ্যে ট্রাবকিন যাবেন চীফ অফ স্টাফের কাছে। তিনি ফিরে এলে বুগরকফ খবর পাবেন তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে। ট্রাবকিন অমনি তাঁর চাঁদ-কপালে ঘুড়ী ছুটিয়ে দিলেন ভীষণবেগে।

কর্ণেল সেবিচেংকো তাঁর জিপের পাশে দাঁড়িয়ে—শিবিরের মাঝামাঝি একটা জায়গায়। তাঁকে ঘিরে আছে বিভিন্ন সেনাবাহিনীর নায়কেরা, লেফটেনেণ্ট কর্ণেল আর মেজর অ্যাডজুটেণ্ট এবং অর্ডারলি, প্রত্যেকেই পরস্পরের চেয়ে এক আধটুকু তফাতে। ট্রাবকিন নেমে পড়লেন, দাঁড়ালেন কর্নেলের কাছ পর্যন্ত যেয়ে; অনভ্যস্ত দীর্ঘ অশ্বারোহণের ফলে তাঁকে চলতে হচ্ছে একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

"কম্‌রেড ডিভিসন কম্যাণ্ডার, জার্মানরা নিকটেই।"

সবাই তাঁর চারপাশে ভিড় করে এল। ট্রাবকিন সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য বলে গেলেন। শত্রু কাছাকাছি একটা ছোট নদীর ওপরে ঘাঁটি পেতেছে। তিনি দেখে এসেছেন গোলন্দাজ বাহিনীর অবস্থিতি আর ছ' ছ'টা কলের কামানও। ট্রেঞ্চ ভরতি জার্মান পদাতিক সৈন্য।

মাত্র কুড়ি কিলোমিটার তফাতে। লুকোন জুটো সাঁজোয়া গাড়ি আর একটা কলের কামানও তাঁর চোখ এড়ায়নি।

ডিভিসন কম্যাণ্ডার ট্রাবকিনের দেওয়া খবরগুলি তাঁর নক্সায় ছকে নেন। চারদিকে একটা সাড়া পড়ে গেল। বিভিন্ন দলের অধ্যক্ষরা আর বড় কর্তারা তাঁদের নক্সা বার করলেন।

লেঃ কঃ গ্যালিয়েফ্ শান্ত ভুলে গিয়ে ক্লোকটাই মাটিতে ফেলে দিলেন। কূটনৈতিক দলের কর্তা গেলেন রাজনীতি দপ্তরের যাঁরা তাঁদের খোঁজে।

"তা, তোমার মতে শত্রুর অবস্থিতির এসব খবর সাচ্চা ?"—ডিভিসন কম্যাণ্ডার শেষবারের মত নীল পেন্সিলের দাগা বুলিয়ে নিলেন নক্সাতে —নক্সাটা বিছানো আছে জিপের হুডের ওপর। প্রশ্নটা তিনিই করলেন।

"এ কথা সত্য, কমরেড কম্যাণ্ডার।"

"তুমি নিজের চোখে দেখেছ কলের কামানগুলো ?"

"হ্যাঁ, কমরেড কম্যাণ্ডার, দেখেছি।"

"তাহ'লে এ তোমার বানানো কথা নয় একটুও ?"—কর্ণেল অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর হরিতধূসর ধারালো চোখ তুলে ট্রাবকিনের দিকে এক লহমায় চোরা কটাক্ষে তাকিয়ে নিলেন।

"না আমি এতটুকুও অতিরঞ্জিত করে বলিনি।"

"দেখ, কিছু মনে করোনা"—ডিভিসন কম্যাণ্ডার তাকে একটু শান্ত করার মত করে আবার ব'লে যান,—"আমি নিঃসন্দিগ্ধ হয়ে নিতে চাই। কারণ আমি জানি যে স্কাউটেরাও অনেক সময় বাড়িয়ে বলে—"

"কিন্তু আমি একটি কথাও বাড়িয়ে বলিনি"—ট্রাবকিন বলেন।

এর মাঝে কোথায় ধ্বনিত হলো, 'অস্ত্র নাও'। বনের মধ্যে ব্যস্ততার সাড়া পড়ল; লোকজনের চলাফেরায় এল ক্ষিপ্রতা।

নিজের নক্সার পানে তাকিয়ে ডিভিসন কম্যাণ্ডার আদেশ দিতে শুরু করেন।

"আগের ব্যবস্থামত সৈন্যদল পথ চলবে, সম্মুখবর্তী দল একজন যোদ্ধাকে সামনে পাঠাবে বাড়তি সাজসজ্জা দিয়ে। সৈন্যদলের অনুবর্তী গোলা বারুদ চলবে পদাতিক দলের সাথে। অপর এক দল সৈন্য আর টমিগানের গোলন্দাজেরা পাশে পাশে চলবে। ১০৮'১ উচ্চতায় উঠে সামনের দল সমাবেশ করবে; তাদের আদেশ দেবার স্থানটা হবে ওই ১০৮'১। আমি থাকব এই বন-রক্ষকের কুটিরের কাছাকাছি পশ্চিম প্রান্তদেশে। গ্যালিয়েফ, কি ভাবে যুদ্ধ চলবে সে ব্যবস্থা-পত্র তৈরী কর। কোর হেড কোয়ার্টারে খবর পাঠাও"—হঠাৎ তিনি গলার স্বর নামিয়ে ফেলেন।—"কম্যাণ্ডার সহকর্মিগণ, একটা লক্ষ্য রাখবেন গোলন্দাজ-বাহিনী পেছিয়ে আছে, গোলা আর গুলি অত্যন্ত কম। আমাদের অসুবিধা অত্যন্ত বেশী; তা হলেও আমাদের যা করণীয় তা আমরা করব—আমাদের সম্মান অক্ষুন্ন রাখার জন্যই করব।"

কর্মচারীরা এবারে তাড়াতাড়ি যে যার কাজ সারতে চলে গেলেন। বাকী থাকলেন শুধু ডিভিসন কম্যাণ্ডার স্তালিয়ের আর ট্রাবকিন; গাড়ির পাশে তাঁরা দাঁড়িয়ে। ট্রাবকিন আর তাঁর ঘোড়াটার ফেনায়িত চেহারার দিকে সেবিচেংকো তাকালেন, একটি হাসির রেখা তাঁর মুখে। "কাজটি সত্যই ভাল করেছ হে।" - তিনি বলেন।

ট্রাবকিন লজ্জা ঢাকার জন্যই হয়ত বলে ওঠেন;—কারণ এ কথা বলার আর কোনও বিশেষ কারণ তাঁর ছিল না,—"আনিকানফ্ জখম হয়েছে।"

কর্ণেল কোনও জবাব দেন না আর। তিনি শেষবারের মত গ্যালিয়েফ্‌কে আদেশ দিয়ে রেজিমেণ্টের সন্ধানে গাড়ি ছুটিয়ে চলে যান।

স্টাফ অফিসাররা এতক্ষণে গ্যালিয়েফকে ঘিরে ধরল। এই কি সেই গ্যালিয়েফ্! একেবারে ভোল বদলে গিয়ে তিনি তিরিশ বছর আগেকার বাকু নিবাসী এক ডানপিটে যুবকে পরিণত হয়েছেন! তেমনি প্রাণবান, আর সোরগোল বাধাতে ওস্তাদ। সেসব সময় লোকে বলত যে গ্যালিয়েফ্ হিটলারীদের গন্ধ পায়।

তিনি ট্রাবকিনকে বলেন, "যাও, তোমার দলের লোকদের কাছে দেখ গিয়ে জার্মানরা কোথা যায়। আর সঙ্গে সঙ্গেই খবর পাঠিয়ো কিন্তু।"

"তাই করব কমরেড লেঃ কর্ণেল,"—ব'লেই ট্রাবকিন ঘোড়ায় লাফ দিয়ে ওঠেন।

ইতিমধ্যে আর একজন স্কাউট আনিকানফকে নিয়ে গিয়েছিল সময়োচিত চিকিৎসাকেন্দ্রে; এখন সে তার লেফ্টেনেন্টের সাথে যোগ দিল। সঙ্গে আরও একটি ঘোড়া—তার আরোহী নেই।

ট্রাবকিন বুগরকফের কাছে ফিরে দেখেন বুগরকফ সেই আগের জায়গাতেই উদ্বিগ্ন-চিত্তে দাঁড়িয়ে। তিনি নেমে কতকটা অন্যমনস্ক ভাবেই এক স্যাপারের দেওয়া ভড্কা পান করে নক্সাটি বুগরকফকে দিলেন; সে নক্সায় ডিভিসনের পরবর্তী জমায়েত হবার নির্দিষ্ট স্থানটি চিহ্নিত করে দেখালেন।

ট্রাবকিনের চোখের দিকে তাকিয়ে বুগরকফ বলে ওঠেন,—"তবে যুদ্ধ আবার শুরুই হল এবার।"

স্কাউটরা ঘোড়ার পাশে কাঁটা-খোঁচা দিয়ে হাঁকিয়ে জোর-কদমে অদৃশ্য হয়ে গেল—অজানিতের সন্ধানে।

স্যাপার দলও চলতে শুরু করে। শান্তভাবেই তারা নিজেদের মধ্যে কথা চালায়—যুদ্ধ আবার শুরু হল; এখন অদূর ভবিষ্যতে তা আর থামবার আশা দেখা যায়না, যুদ্ধ থামবে না; এই সব কথা চলে।

"এতদিন আমরা তৈরী করলুম মাটির ওপর ঘর; এবার তৈরী করব ওই মাটির ভিতর থাকার মত গর্ত।

ট্রাবকিনও এলেন তাঁর দলের লোকদের কাছে। একটু উঁচু মত বনেরই একটা জায়গায় তারা তাঁর প্রতীক্ষায় ছিল। স্থানটি সেই নাম না-জানা নদীটার কাছেই, আর জার্মানরা ঘাঁটি করেছিল নদীর অপর পারে।

মারচেংকো এতক্ষণ একটা গাছের মগডালে চড়ে জার্মানদের লক্ষ্য করছিল; সেই এবার ক্ষিপ্রতা সহকারে নেমে এসে খবর দিলে।

"ওই যে জার্মান সাঁজোয়া গাড়ি দুটো আর ঐ কলের কামানটা— প্রায় আধ ঘণ্টা এদিক ওদিক করে শেষে নদীটা পেরিয়ে তাদের নিজেদের দলে ঢুকে গেল। আমি দেখেছি নদীতে জল মোটেই গভীর নয়। জলটা ছুঁয়েছে মাত্র গাড়ির মাঝামাঝি পর্যন্ত।"

স্কাউটেরা এগিয়ে গেল বুকে হেঁটে নদী অবধি—ঝোপে ঝাড়ে আড়াল দিয়ে। ট্রাবকিন সেই ছেলেটাকে ঘোড়াশুদ্ধ বাড়ি ফেরৎ পাঠালেন।

"সোজা এই রাস্তা ধরে চলে যাও। তোমাকে অবশ্য সব ঘোড়াগুলো দিচ্ছি না। আগামী কাল হয় আমি ফেরৎ দেব, আর না হয় আমি কোন' খবরই দোব না। কারণ খবর পাঠাবার মত কিছুই তখন থাকবে না।"

তারপর ট্রাবকিন বুকে হেঁটে ফিরে এলেন তাঁর লোকদের মধ্যে। জার্মান সৈন্যদের আত্মসংরক্ষণ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের কাজ শুরু হল। ট্রেঞ্চ কাটা হয়েছে সদ্য—এখনও শেষ হয়নি। জার্মানরা সারি দিয়ে চলেছে, তাদের অবধি কোনও মতে পৌছায় ট্রেঞ্চগুলি। ট্রেঞ্চের সামনে দুই প্রস্থ কাঁটাতার। একটি ক্ষীণ ঘাসে ভরা স্রোতোধারার এপাশে

স্কাউটেরা আর ওপাশে শত্রুরা। একটি লোক বুক অবধি উঁচু প্রাচীরে দাঁড়িয়ে দূর পূর্ব দিকপানে দূরবীণ উঁচিয়ে দেখছে।

"এদের হিটলারের মার কাছে পাঠাই"—মামোচকিন ফিসফিসিয়ে বলে।

"মূর্খের মত কাজ করোনা"—বলেন ট্রাবকিন।

তিনি ইতিমধ্যে শত্রুর অবরোধের হিসাব নিয়েছেন। দ্বিতীয় পরিখাটি তো দেখাই যায়, মাত্র ধূসর মাটির একটা আস্তরণ। না, জার্মানরা জায়গাটা ভালই বেছে নিয়েছে আড্ডা হিসাবে। পশ্চিম তীরটা পূর্ব তীরের চেয়ে অনেক উঁচু আর ঘন বনে ঢাকাও। গ্রামের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কুটির কয়টির কাছাকাছি স্থানটা সব চাইতে উঁচু; ম্যাপে দাগ দেওয়াও আছে যে পেছনের উচ্চতা ১৬১'৩। ট্রেঞ্চগুলি লোকে বেশ ভালমত পাহারা দিচ্ছে। একটি কলের কামান দাঁড়িয়ে গ্রামের পূর্ব প্রান্তে।

একবার হঠাৎ ট্রাবকিনের মনে হল আনিকানফের কথা। কিন্তু এ চিন্তাটা খুবই অস্পষ্ট আর ভেসে যাওয়া চিন্তা। ঠিক এমনভাবেই লোকে ভাবে ট্রেনের সেই সহযাত্রীর কথা যে ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

মামোচকিন আবার ফিসফিস করে বলে, "কমরেড লেফ্টেনেন্ট দেখুন-দেখুন—জার্মানরা বেড়াতে যাচ্ছে।"

প্রায় জনা তিরিশেক জার্মান বন থেকে বার হ'য়ে এল; এগিয়ে গেল তারা জলের দিকেই। সেখানে এসে তারা ছড়িয়ে পড়ল, কাদামাখা জলে নামল আর আড়ে আড়ে অপর পারের দিকে তাকাল।

ট্রাবকিন ফিরলেন মারচেংকোর দিকে; তাঁর সব চেয়ে ভাল লক্ষ্যভেদী সৈনিক মারচেংকো।

"একটু ভয় দেখিয়ে দাওনা ওদের।"

টমিগানের দূর পাল্লার বিলম্বিত আওয়াজ জলে কৃত্রিম ঝরনার সৃষ্টি করার মত আলোড়ন জাগায়। জার্মানরা তাদের নিজেদের তারের দিকে দৌড় মারল। চারদিকে চকিত চোখে তারা তাকায়, হাঁসের মত কলকল করে কথা কয়, আর বুক দিয়ে মাটি আঁকড়ে ধরে। ট্রেঞ্চের মধ্যেও ছোটাছুটি আর নড়াচড়ার সাড়া পড়ে যায়। আদেশ ধ্বনিত হ'ল কারু কণ্ঠস্বরে, আর তারপর বুলেটের গুলি ছুটতে শুরু করল সাঁ সাঁ শব্দ করে। গ্রামপ্রান্তে কলের কামান সহসা ন'ড়ে চ'ড়ে গর্জন ক'রে গোটা তিনেক গোলা উদ্গীরণ করল, একের পরে এক। এর এক সেকেণ্ড পরে জার্মান গোলন্দাজ বাহিনীর বজ্রগর্জন ধ্বনিত হল। অন্ততঃ দশটা কামান তো ছিলই। তিনচার মিনিট ধরে কামানগুলি একই সঙ্গে এ'কটানা মাটি ধ্বসিয়ে চলল। গোলাগুলো মাটি বিদীর্ণ করল রাগে, আর সেই বিস্ফোরণের ধ্বনিতে বনভূমির শান্তি চুরমার হয়ে গেল।

কামানের সেই বজ্রগর্জন ধ্বনিত হলো ডিভিসনের সম্মুখবর্তী সৈন্য দলের কানে;—তাদের বাড়তি সাজসজ্জা এসে পৌঁছেছে। সৈন্যরা দাঁড়িয়ে পড়ল। ক্যাপ্টেন মুশতাকফ ছিলেন সে দলের কর্তা, আর ব্যাটারির কর্তা ছিলেন ক্যাপ্টেন গুরেবিচ। দুজনেই ঘোড়ার পিঠে যেন জমে গেলেন।

"এ আওয়াজ যেন ভুলেই গেছি প্রায়; একমাস হল এ সংগীত কানে বাজেনি কিনা -" মুশতাকফ্ বললেন।

নিয়মিত সময়ের পরপরই গোলা ফাটাতে থাকে।

ব্যাটালিয়নটি একটুখানি অপেক্ষা করেই আবার এগোতে থাকে। একটা বাঁকের মুখে এসে সৈন্যরা দেখল ভেড়ার চামড়ার কোট পরা একটি কিশোর কয়েকটা ঘোড়া নিয়ে চলেছে। ঘোড়ার পিঠের

সঙ্গে মিশে বেঁকে সে ব'সে আছে ঘাড়টি গুটিয়ে নিয়ে ; কান পেতে শুনছে গোলার ভীষণ আওয়াজ।

দলপতি ঘোড়ার পিঠেই তার কাছে এলেন। "কি করছ এখানে তুমি ?" তাঁর এ প্রশ্নের জবাবে ছেলেটি ভীতভাবে চুপিচুপি জানালো— "শীগগির যান! নদীর তীরে অজস্র জার্মান,—প্রায় অসংখ্য, আর মাত্র এক ডজন স্কাউট।"

৩

জঙ্গী ভাষায় যাকে বলা হয় 'প্রতিরোধ রচনা' তা সাধারণতঃ এইভাবেই হয়ে থাকে।—বিভিন্ন দল ছড়িয়ে অগ্রসর হ'তে হ'তে সরাসরি শত্রুব্যূহ ভেদ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু এখন সৈন্যরা একে নিরবচ্ছিন্ন লড়াই করে ক্লান্ত, তার ওপর তাদের কামান গোলাবারুদই কম। আক্রমণ তো ছত্রভঙ্গ হয়েই পড়ল। পদাতিক বাহিনী রইল একেবারে কামানের মুখে বসন্তকালের বরফ-কণা পাতে ভেজা মাটির ওপর। টেলিফোন অপারেটেরর কানে গর্জে উঠছে কর্তৃপক্ষের তীব্র আদেশ আর শাপশাপান্তকর কথার তোড়।

"ওদের ব্যূহ ভেদ করো। সৈন্যদের জাগাও, ফাশিস্তদের তাড়াও।" কিন্তু দ্বিতীয় বারের আক্রমণও যখন ব্যর্থ হল তখন আদেশ এলো, "ট্রেঞ্চ খুঁড়ে চেপে বসো।"

এবার যুদ্ধ আর যুদ্ধ রইল না; আরম্ভ হল এক বিরাট খনন-কর্ম। একে রাত্রিকাল, তায় চারিদিকে জার্মান রকেটের বিচিত্র রংমশালের আলো আর জার্মান কামানের আগুনে জলন্ত কাছাকাছি গ্রামের অগ্নিশিখা। পৃথিবীটা যেন গর্ত আর খাদের গোলক ধাঁ-ধাঁ হ'য়ে উঠল খোঁড়াখুঁড়ির চোটে। বদলে গেল গোটা জায়গাটারই চেহারা— কতক্ষণের মধ্যেই বা! কোথায় গেল সেই বনভূমি, নদীতীর আর নদীর ওপরকার গুল্ম ঘাস। এখন সেটাই হয়েছে যুদ্ধ ক্ষেত্রের সম্মুখভাগ, বোমার টুকরোয় বিধ্বস্ত আর জনশূন্য। দান্তের বর্ণিত নরকের মত তার নানা অংশ ভাগ হয়ে পড়েছে—ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে ক্ষতাকীর্ণ দেহ, অমানুষিক! বিক্ষুব্ধ বাতাসের অবাধ সঞ্চালনে মথিত।

নদীর ওপারে স্কাউটেরা সারা রাত ধ'রে শুনেছে জার্মানদের কুঠারের শব্দ আর জার্মান স্যাপারদের গলা। জার্মানরা তাদের সংরক্ষণ গণ্ডী আরও দৃঢ় করে গড়ে তুলছে বোধ হয়। স্কাউটেরা দাঁড়িয়ে আছে নদীর ধারটিতে যেটা বেওয়ারিশ জায়গা।

কিন্তু একেবারে আশার আলোর রেখাশূন্য মেঘ কি আর হয়? পশ্চাদবাহিনী এসে পড়লই শেষটা কাছাকাছি। ক্যাঁচ ক্যাঁচ চাকার শব্দ করতে করতে এল গাড়িভরা বোমা, গুলি, রুটি, খড়, আর টিনে ভরা খাদ্যসম্ভার। সবার শেষে এল চিকিৎসা বিভাগ ও যুদ্ধক্ষেত্রের ডাকবিভাগ, রসদ বাহিনী, এমনকি পশু চিকিৎসকদেরও দল। এরা সব এসে ডেরা বাঁধল কাছাকাছি গাছগাছড়ায় নিজেদের ঢাকাঢুকি দিয়ে,—বাইরে থেকে তাদের চেনা যায় না।

গোলন্দাজ রেজিমেণ্ট আসাতে সবারই মন খুশিতে ভ'রে উঠেছে। কামানগুলো মাটি খুঁড়ে বসান হল। তারপর পরীক্ষার জন্য তাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়; শত্রুপক্ষীয় অনেকগুলি ট্রেঞ্চ তাতে ক'রে ধ্বংস হলো আর আমাদের সৈন্যরা উল্লসিত বোধ না করে পারল না।

আগেকার তুলনায় নিষ্ক্রিয় জীবন শুরু হল ট্রেঞ্চে। হ'কনা কেন তা জলে ভেজা স্যাঁৎসেঁতে আঠালো গর্তে-পোরা ছুঁচোর জীবন, তবুও জীবন তো! আর তারপর যখন ডাকবিভাগের মোটা মোটা চিঠির প্যাকেটগুলি পুরো এক মাসের অগ্রগতির পরে সৈন্যদের ঠাণ্ডায় জ'মে-ওঠা প্রসারিত হাতে পৌঁছুল,—তখন তো একরকম সুখের জীবনই বলা চলে তাকে।

ট্রাবকিন স্রোতের একেবারে ধারে ছোট আগাছা ঝোপের পাশে একটা 'খেঁকশিয়ালের গর্তে' বসে নিজের চিঠি পড়লেন।

ভল্‌গা অঞ্চলের ছোট একটি শহরের স্কুল, সেখানে শিক্ষয়িত্রী তাঁর মা। একখানা চিঠি তাঁর, অন্যখানি লিখেছে মস্কো থেকে তাঁর বোন। অব্যক্ত করুণ এক আবেদন গভীর আবেগে স্পন্দিত হয়ে উঠেছে মার সমস্ত চিঠির মধ্য থেকে :—প্রাণটা যেন না যায়। মস্কোর কনসারভেটরীতে বেহালা শেখে তাঁর বোন লেনা; তার চিঠিতে আভাস আছে তার শিক্ষা কতটা অগ্রসর হলো সে বিষয়ের। এমনভাবে সে চিঠিটা লিখেছে যেন চেইকোভস্কি কিম্বা বাখ্ তার ঘরের লোকই। 'এই তো সেই চেনা পরিচিত চেইকোভস্কি! আর আমি কিনা ভাবতাম সে আমার আয়ত্তেরই বাইরে! আর ঐ দেখনা বাখ্‌কে। সে তো আরও বেশিদিনের জানা পুরানো বন্ধু; এই রকম তার সব চিঠির ভাষা। কৈশোরের প্রাণশক্তির অবাধ ভাষণ,—তাতে যেন আভাষ মেলে, ইলেকট্রিকের আলো-ভরা ঘরে বেহালার ঘন কোমল সুরের অস্ফুট বিস্তার। আঃ, সেসব ত কত দূরের ব্যাপার—মনে হয় ট্রাবকিনের। সত্যি বলতে কি, ট্রাবকিনের একটু কষ্ট হলো ভাবতে—এখনও লোকে থিয়েটারে যায়, গান শোনে, প্রেমে পড়ে, লেখাপড়া শেখে —আর সেই সময়টাই কিনা বেচারী ট্রাবকিন আর তারই মত অজ্ঞ লোকেরা মরণকে সামনে নিয়ে ব'সে থাকে! তাও কিনা আকাশ-ভাঙা বৃষ্টিপাতের মধ্যে!

"কি, লেফ্‌টেনেন্ট কী চিঠি এল বাড়ি থেকে ?"—এক জোড়া দূরবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে পাশে বসে জিগগেস করে মারচেংকো।

"আমাদের আশা পথ চেয়ে ওরা ঠেলেঠুলে চালাচ্ছে ; বসে আছে আর ভাবছে—কবে এ যুদ্ধ শেষ হচ্ছে—বাস, আর কি !"—উত্তরে বলেন ট্রাবকিন।

মারচেংকো জার্মান অবস্থানের দিক থেকে দৃষ্টি না ফিরিয়েই হাসল। ঘাড়টা নেড়ে সে বললে,—"দেখুন, জার্মানরা একটা কিছু করার তালে আছে—"

ট্রাবকিন হাতে নিলেন দূরবীন-জোড়া। সত্যই। ওপারে সৈন্যরা ঠেলাঠেলি ক'রে একটা কামান বনের বাইরে নিয়ে চলেছে। বোনের চিঠির কথা মনে পড়তেই তাঁর হাসি পেল—"পুরানো বন্ধু বাথ্‌ই" বটে ! ট্রাবকিন টেলিফোন করেন গুরেবিচকে।

"দেখুন, গুরেবিচ, ওরা একটা কামান নিয়ে যাচ্ছে—আগুন দিন ব'লে—ঠিক ভাঙ্গা বাড়িটার দুই আঙুল দক্ষিণে—বুঝলেন ?"

"ধন্যবাদ ট্রাবকিন।" দূর থেকে ভেসে এল পাহারাদার গোলন্দাজের গলার শব্দ,—"দিচ্ছি ওদের একটা প্যাকেট পাঠিয়ে, দাঁড়ান।"

ভেজা ঘাসের মধ্য দিয়ে মামোচকিন মাথাটা বাড়ালো। —"লেফ্‌টেনেণ্ট, খাবেন নাকি কিছু ?"

খবর-কাগজে মুড়ে প্রায় আধখানা হাঁসের একটা প্লেট এনেছে সে ট্রাবকিনের জন্য।

মারচেংকোর সঙ্গে ভাগ ক'রে হাঁসটা খাবার পর হঠাৎ ট্রাবকিনের মনে হল মামোচকিন সম্প্রতি নানারকম সুখাদ্য নিয়ে আসছে, এসব খাদ্য সৈন্যদের রসদের মধ্যে মেলেও না। কথাটা জিগ্‌গেস করতে যাবেন এমন সময় মারচেংকো জার্মানদের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে তিনি কথাটার খেই হারিয়ে ফেললেন।

সত্যিই, আজকাল মামোচকিনের রীতিমত যোলকলা। কেউ জানেনা কোথা হ'তে সে সংগ্রহ ক'রে আনে এই পরিমাণ ডিম, মাখন, পাখির মাংস, কুমড়োর আচার আর মাংসের কাবাব।

স্কাউটদের প্রশ্নের উত্তরে সে পরিচ্ছন্ন হাসি হেসে বলে, "ওসব ফিকির জানতে হয় হে।"

আসলে ব্যাপারটা বেশ সহজ, কিন্তু অতি বিশ্রী। মামোচকিনকে ট্রাবকিন গ্রামে পাঠান বাকী ঘোড়া দুটো ফিরিয়ে দিয়ে আসার জন্য আর মামোচকিন ঘোড়া দুটোকে মালিকের কাছে না ফিরিয়ে দিয়ে, কাছাকাছি একটা গ্রামের এক বিপত্নীক বুড়োর কাছে সাময়িক ভাবে ভাড়া দিয়ে এল—টাকা সে নেয়নি, তা সত্য, কিন্তু বুড়োর সঙ্গে তার চুক্তি হল যে বুড়ো তাকে খাবার যোগাবে। তখন সময়টা চাষের আর লাঙল করা দরকার। তাই বুড়োও ঘোড়াদুটো পেয়ে খাদ্য সরবরাহের কাজটা যথারীতি ক'রে যাচ্ছে।—অল্প বয়সী স্কাউটেরা মামোচকিনকে তো দেবতার মত খাতির করতে লাগ্‌ল। প্রশংসা করল তার চাতুর্যের —আর সৌভাগ্যের। সুদর্শন কিওকিতিস্তফ তো তার মুখ্য সাগরেদ হয়ে উঠল। সে বেচারী তার এই দেবতার ভংগী নিখুঁত ভাবে অনুকরণ করার তালে থাকল, মায় গোঁফটাও বানালো মামোচকিনের মত। প্রতি সন্ধ্যায়ই মামোচকিন মুখে মুখে সৈন্য দলের কাহিনী ব'লে আসর জমাত নবাগতদের মধ্যে, অবশ্য বিশেষ জোর দিয়ে বলত নিজের উল্লেখযোগ্য কাজগুলি সম্বন্ধে, তা সে তো স্বভাবিকই। তাতে আনিকানফ সম্বন্ধেও অবশ্য দু চারটে প্রশংসার উক্তি করতে কার্পণ্য সে করত না। কারণ আনিকানফ এখন অতীত ইতিহাস; আর তো সে এসে মামোচকিনের এই অপ্রতিদ্বন্দ্ব-মহিমায় ক্ষীণ ছায়াপাতও করবে না।

মামোচকিনের কথা শুনতে শুনতে স্কাউটেরা কখনও কখনও

অবিশ্রান্ত অতিরঞ্জন ধ'রে ফেলত, আর তা ব'লে উঠত অসহিষ্ণু প্রতিবাদে। কিন্তু তাতে মামোচকিনের বিশেষ কিছু ঠেকে যেতনা। শুধু ট্রাবকিনের সামনেই তার বক্তৃতার জোর যেন একটু ক'মে আসে। ট্রাবকিন মিথ্যে কথা ঘৃণা করেন। যে সন্ধ্যায় তাঁর কাজ না থাকত তিনি কচিত কখনও নিজের যুদ্ধজীবনের ইতিহাস বর্ণনা করতেন। সে সন্ধ্যাগুলোতেই স্কাউটেরা সত্যকার কিছু শিখে।

অবাক হত তারা ট্রাবকিনের সহজ অমায়িকতায়। তাঁর কথায় থাকত আনিকানফের কথা, যুদ্ধে মৃত সার্জেন্ট মেজর বেলভের কথা, এমন কি মার্চেংকোর কথাও। শুধু থাকত না তাঁর নিজের কথাই। তাঁর বলার ভংগীতে শুধু তাঁর সামনে যা ঘটেছে সেই ঘটনাটায় দর্শক ছাড়া—নিজের অপর কোনও রূপ তিনি আঁকতেন না।

এক একটা কাহিনী শেষ ক রে তিনি বলতেন, "আনিকানফের মত হ'তে চেষ্টা করো।" কথাটা শুনে মামোচকিন এক কোণে বসেও ঈর্ষায় চঞ্চল হয়ে উঠত।

সে সমস্ত সন্ধ্যায় লেফ্‌টেনেণ্টের পায়ের কাছে একটি জায়গা ক'রে নিয়ে বসত যুবক ইউরা গোলাব; এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকত সে ট্রাবকিনের মুখের পানে। মামোচকিনের অতিরঞ্জিত সাহসের গল্পে তার বিস্ময় জাগত অপরিসীম। কিন্তু বাস্তবে সে এই সংযত-প্রকৃতি যুবক লেফ্‌টেনেণ্টকেই তার একমাত্র আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিল ইতিমধ্যে।

মামোচকিনেরও ভাল লাগত এই সন্ধ্যাগুলি। লেফ্‌টেনেণ্ট সাধারণতঃ স্বল্পভাষী আর তার পক্ষে এমন সহজ স্বচ্ছন্দ হ'য়ে কথা বলার অবকাশও ঘটত কদাচিত। তিনি গল্প জানেন অনেক; যুদ্ধনেতা আর বৈজ্ঞানিকদের জীবন-কথাও গল্পচ্ছলে তিনি এদের কাছে বলতেন। আর, মামোচকিনেরও জ্ঞানতৃষ্ণা ছিল; তা'ই সেও শুনে খুশি হ'ত।

নিজের সেই রহস্যময় খাদ্যভাণ্ডার থেকে মামোচ্‌কিন ট্রাবকিনকে খাদ্য সরবরাহ করত; বিনিময়ে সে তাঁর প্রসাদ কামনা করত না। মামোচকিন লোক-চরিত্র সম্বন্ধে যথার্থ অভিজ্ঞ ছিল ব'লেই সে জানত যে সে দিক দিয়ে লেফ্‌টেনেণ্টের কাছে কিছু সুবিধা মিলবে না। ট্রাবকিন হাঁসটা খেলেন, কিন্তু কি জিনিস মুখে দিচ্ছিলেন সে খেয়াল তাঁর ছিলনা বল্‌লেই হয়। নিজের এই কর্তৃস্থানীয় লোকটির তার প্রতিপত্তির প্রভাব মামোচকিনের উপরও বিস্তার করেছিল, কারণ সে নিজে তাঁকে পছন্দ করত। পছন্দ করত কেননা, ট্রাবকিন সেই সব গুণের অধিকারী যা তার নিজের নেই। ট্রাবকিনের বিশ্বস্ত কর্মনিষ্ঠা আর অদ্ভুত নিঃস্বার্থপরতা তাকে চমৎকৃত করে। সে অবাক হ'য়ে দেখত কি অদ্ভুত লেফ্‌টেনেণ্টের ধরণ। ভডকার সরবরাহ একেই অতি পরিমিত;—সেই ভডকাও তিনি সর্বদা সকলকে দিয়ে নিজে একটু কমই নেন। তিনি বিশ্রাম করেন সবার চাইতে কম। মামোচকিন বুঝত যে লেফ্‌টেনেণ্ট যা করছেন তা ই ঠিক। কিন্তু সে নিজে যদি লেফ্‌টেনেণ্টের গদী পায় তাহলে সে বুঝত সে কিন্তু ব্যবহার করতো অন্যরকম।

লেফ্‌টেনেণ্টকে স্বাভাবিক পরিমাণে 'ঘোড়ার মাংস' দিয়ে স্কাউটদের বর্তমান আবাস সেই গোলাঘরে গেল মামোচকিন। ঘোড়া ভাড়া দিয়ে হাঁস মুরগী আর যা কিছু সুখাদ্য মিলে ছিল মামোচকিন সংক্ষেপে সে সব কিছুরই নাম-করণ করেছিল "ঘোড়ার মাংস"। বেরুবার সময় সে একেবারে কর্ণেল সেবিচেংকোর ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। ডিভিসন-কম্যাণ্ডারকে সে পারতপক্ষে এড়িয়ে চলে। তার কারণ হলো মামোচকিন সবুজ কসাক টুপি আর বাদামী জুতো ব্যবহার করবেই; অপরদিকে কর্ণেল ত্রুটি স্বীকৃতি না আদায় করে ছাড়বেন না, কারণ তিনি সৈন্যদের যুদ্ধের পোষাক ছাড়া আর কিছু পরা মনে করেন অন্যায়।

কর্ণেলের পাশে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে ; চুল সোনালী-রংএর কিন্তু ছেলেদের মত ক'রে কাটা। তার পরনে সৈন্যদের সাধারণ পোষাক, জুনিয়র সার্জেন্টের মত তার কাঁধের ফিতা। মামোচকিন তাকে আগে দেখেনি নিশ্চয়ই ; কারণ সমস্ত ডিভিসনে যত মেয়ে কাজ করে তাদের সব কয়জনাকে সে জানে। সেবিচেংকো মেয়েটির সঙ্গে স্নেহভরে হেসে কথা কইছিলেন।

কর্ণেল সেবিচেংকো মেয়েদের সঙ্গে অভিভাবকের মতই সহৃদয় ব্যবহার ক'রে থাকেন। অন্তরের অন্তরে তিনি জানেন—যুদ্ধক্ষেত্র তাদের জন্য নয়। তবুও তিনি অন্যদের মত তাদের কোনদিন বিমুখ করেননি। যুদ্ধের কঠোরতায় অভিজ্ঞ বহুদর্শী সৈনিকের মতই তাঁর ব্যবহারে ফুটত দরদ।

তিনি প্রশ্ন করেন, "কেমন লাগছে এখানে ?"

"ঠিকই আছে—অন্য সব জায়গার মতনই।"—মেয়েটি একটু লজ্জিতভাবে জবাব দেয়।

"না, সোনা, অন্য সব জায়গার মতন নয় আমার এইখানটা,—বুঝতে পারছ ? আমার এ দল বিখ্যাত 'লাল পতাকা' দল, জানো তা ? কেউ তোমায় বিরক্ত করেনি আশা করি এখানে ?"

"কেউ না, কমরেড কর্ণেল !"

"আচ্ছা বেশ, যদি কেউ কিছু করেই সোজা চ'লে আসবে আমার কাছে। বেশি মেয়ে তো এখানে নেই। আর যারা আছে তাদের বিরক্ত করতেও আমি কাউকে দিইনা। কিন্তু তুমি নিজের কথাটাও বল—ছেলেদের সঙ্গে ইয়ার্কি করার অভ্যাস আছে নাকি তোমার ?"

মেয়েটি হেসে ফেলে—"কিসের জন্য ?"

"সাবধান হয়ো। সে চেষ্টা করোনা, আমি জানি সবই—তোমাকে বারাশকিনের সঙ্গে অমন বহুবার দেখা গেছে—"কঠিন হয়ে উঠল কর্ণেলের

স্বর—"দেখ, শক্ত হয়ে থেক। ছেলেরা বড় ধূর্ত্ত, যা তারা বলে তা সত্য নয় মোটেই—।"

তিনি বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে নিজের কুটিরের দিকে চল্লেন। মেয়েটি তখনও গাছতলায় দাঁড়িয়ে।

ঠিক পরক্ষণেই মামোচকিনকে দেখা গেল মেয়েটির সামনে এসে দাঁড়াতে।

"বিনীত অভিবাদন মিস!"—মেয়েটি বিস্মিত চোখে তার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করতে লাগ্‌ল।

"আমি সার্জেণ্ট মামোচকিন—স্কাউট দলভুক্ত"—একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তার জুতো ঠোক্কর খেয়ে শব্দ ক'রে উঠল।

মেয়েটি হাসল।

"কই, আগে ত দেখিনি"—মামোচকিন প্রশ্ন করে চলেছ, "অন্য দলে ছিলেন, না, আকাশ থেকে পড়লেন?"

মেয়েটি হাসিমুখেই বুঝিয়ে বলে, সে অন্য দল থেকে স্থানান্তরিত হয়েই এসেছে এখানে।

"সেখানকার স্কাউটদের সাথে ভাব ছিল না?"

"আমি পশ্চাদ-বাহিনীর হেড কোয়ার্টারে কাজ করতাম।"

দু'জনা পাশাপাশি হাঁটতে থাকে। মামোচকিন তার নাবিক সুলভ হাসি ঠাট্টায় টগবগ। আর কি ক'বে মেয়েটিকে ভিড় সরিয়ে পথ ক'রে দেবে সে ভাবনায় একেবারে শশব্যস্ত। মেয়েটি হাসতে থাকে।

ইতিমধ্যে নামটাও জেনে ফেলে মামোচকিন।—"আমার কথা শোন, ক্যাটিয়ুশা;—স্কাউটদের সঙ্গে বন্ধুতা রেখোই। কারা সর্বদা খায় ভাল, আর ভড়কা রাখে? স্কাউটরাই, বুঝেছ? কারা মেয়েদের মনের মানুষ? স্কাউট ছাড়া আর কে তা হবে বল? কারা হলো বেপরোয়া দুঃসাহসিক? স্কাউটরা যে তাতে সন্দেহ আছে কি?

বুঝলেনা? অন্য কোনও স্কাউটকেই তুমি জান না?"—একটু চালাকি ক'রে মামোচকিন বলে চলে—"আচ্ছা, আমাদের নামকরা ক্যাপটেন বারাশকিনের খবর কি, বল?"

মেয়েটি বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করে, "তুমি কি ক'রে জানলে শুনি?"

"স্কাউটরা না জানে কী?"

মেয়েটি কিন্তু বনের মধ্যে মামোচকিনের সঙ্গে বেড়াতে যেতে রাজী হ'লনা। তবে কখনও সখনও দেখা করবে এ রকম কথা দিল। প্রথমটা মামোচকিনও এই প্রত্যাখ্যানে চ'টে গেল; তারপর সেও ঠিক হ'য়ে গেল, আর বন্ধুভাবেই তারা বিদায় নিল।

গোলাঘরে এসে মামোচকিন লক্ষ্য করল সব চুপচাপ হলেও সেখানে কোথাও যাবার একটা ব্যস্ত চাঞ্চল্য, বোঝা যায়, কোনও একটা জরুরী কাজের পূর্বাভাস তা। তার মনেও পড়ল—তাই বটে, মারচেংকোর যে আজ ছ'জন লোক নিয়ে কোথাও যাবার কথা আছে।

মারচেংকো তখনি মাত্র ফিরেছে সম্মুখের একটি স্থল থেকে। এক কোণে একটা পুরানো মরচে-পড়া পেষাই কলের কাছে ব'সে সে একটা চিঠি লিখে চলছে। ওর সঙ্গে যারা যাবে তারা তাদের আত্ম-গোপনকারী সাজসজ্জা গায়ের ওপর গলিয়ে নিয়ে গ্রেনেড গুলো শক্ত করে এঁটে নিচ্ছে। সবাই তারা একটা অদ্ভুত একাগ্রতার সহিত নড়াচড়া করে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে মারচেংকোর দিকে—সে দৃষ্টির অর্থ হলো—'সময় কি হয়নি এখনও? -"

মারচেংকো তার স্ত্রী ও বুড়ো বাপকে পত্র লিখছে খারকভে। বাবাকে সে জানাল যে, সে আছে ভালোই, বেঁচেই আছে; আর স্ত্রীকে লিখল যে, এখানে সে কোন এক মেয়ে জোগাড় করেছে এখবরটা তার ভুল; কথাটা মোটেই সত্য নয়। আর, সে তো প্রায়ই স্ত্রীকে চিঠি লেখে; হয়ত যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলেই ডাক যেতে দেরী

হয় বলে পত্র পেতে স্ত্রীর বিলম্ব হয়। চিঠিটায় মামুলী বিষয় ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। তবুও মারচেংকো প্রতিটি শব্দের এক একটি বিশেষ অর্থ মনে রেখে লিখে যায়—প্রতি লাইনটি যেন পরবর্ত্তী লাইনের অর্থ টি প্রকাশ করে এই ভেবে সে লেখে। লেখা শেষ করে ওঠে সে একটু অস্থির রকম অবস্থায়। তারপর চিঠিটা সে দিল অর্ডারলিকে; আর কথা বলল আস্তে ক'রেই -

"চলো এবার। কই হে সব—তৈরী আছ তো?"

সারি দিয়ে তার লোক ক'টিকে সে দাঁড় করাল। ভাল ক'রে দেখে প্রশ্ন করল,—"কই, স্যাপাররা কোথায়?"

দূরের কোণের একগাদা খড়ের মধ্য থেকে আওয়াজ বেরুল—"কোথায়, মানে? এই যে স্যাপাররা ঠিকই আছে।" আওয়াজটা চটপটে অথচ সাদাসিদে গলার। দুজন স্যাপার খড়ে-ছাওয়া পোষাকে গিয়ে উঠে দাঁড়াল। বুগরকফ্‌ তাদের এ দলের সঙ্গে যাবার জন্য পাঠিয়েছেন।

প্রথম কণ্ঠ বলে উঠল আবার, "আমিই হচ্ছি বেশি পুরনো লোক"—বড় জোর বছর কুড়ি বয়স, বেঁটেখাটো ভারিক্কী চালের এক সৈন্য।

"নামটি কি ভাই?"—মারচেংকো প্রশ্ন করে সপ্রশংসনীয় চোখে তাকে তাকিয়ে দেখে।

"আমার নাম ম্যাক্সিমেংকো। আপনারই দেশের লোক—ইউক্রেনে বাড়ি।"

"কোন অঞ্চলের?"—মারচেংকো প্রশ্ন করে।

"ক্রেমেনচাগের।"

"হ্যাঁ তা, আমার বাড়ির পথেই একটু ঘুরে যাওয়া যায় সেখান দিয়ে। তা, কাজ কী জানা আছে ত?"

"জানি বইকি"—চটপট উত্তর দেয় ম্যাক্সিমেংকো। "জার্মান মাইন

নষ্ট করে জার্মান তার কেটে দেওয়া,—আপনাদের সেই সাক জায়গাটায় পৌছে দিয়ে ঠিক সময় ফিরে এসে আগামীকাল যুবক কমিউনিস্টদের সভায় যোগ দিতে হবে।—আমি আবার 'যুব সংঘের' ব্যবস্থাপক কিনা। —এই তো আমাদের কাজ।"

"বেশ, বেশ"—মারচেংকো হাসে আর বলে—"আমাদের দু-দুটো দিকে মিলে যাচ্ছে; আমিও যে যু-সংঘের ব্যবস্থাপক। বেশ যাওয়া যাক এবার।"

দলটি এক জন করে লাইনে সারি দিয়ে রাস্তা ধরে সামনের দিকে এগিয়ে চলে, সেখানে ট্রাবকিন ওদের প্রতীক্ষায় আছেন।
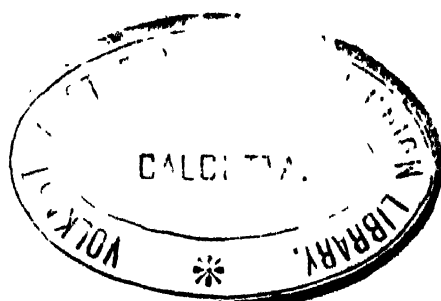
৪

মারচেংকো যাবার পর পাঁচদিনের দিনে মামোচকিন ফের দেখা করল কাটিয়ার সাথে। তাকে আমন্ত্রণ করল স্কাউটদের আস্তানায় সেই গোলাঘরে—সে ঘরে সে চোঁওয়ানো বড এক পাত্র ভড্‌কাও যোগাড় করে রেখেছে।

গোলাঘরের এক কোণায় সে বিছিয়ে দিল টেবল ক্লথ; বার করল এমন সব খাদ্য যা অরুচিরও রুচিকর; ডাক দিল ফিওকদিস্তক আর তার অন্যান্য বন্ধুদের; নিজে সে ব'সে পড়ল কাটিয়ার পাশে খড়ের ওপব।

ভোজটা জমে উঠেছে এমন সময় ট্রাবকিন ঘরে ঢুকলেন;—তাঁর আগমনটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

লেফ্‌টেনেণ্ট আসায় সামান্য একটু গোলোযোগের সৃষ্টি হলো। আর ইত্যবসরে মামোচকিন লুকিয়ে ফেল্‌ল ভডকার পাত্র ও পেয়ালা দুইই। সত্যকথা বলতে গেলে, মেয়েটি যে দেখল মামোচকিন তার দল-পতিকে সমীহ করে এটা ভাবতে তার ভাল লাগেনি। কিন্তু তার চাইতেও খারাপ লাগত যদি তখন ট্রাবকিনের কাছে তাকে বকুনি খেতে হতো।

লেফ্‌টেনেণ্ট কৌতূহলী দৃষ্টিতে কোণের দিকের দলটির পানে একবার চেয়ে দেখলেন;—দেখলেন একটি মেয়েকে যাকে আগে তিনি দেখেননি। লোকেরা সচকিত হয়ে উঠলেও তিনি শুধু ধীরে ধীরে বল্‌লেন, "কিছু দরকার নেই, নিশ্চিন্ত থাক।"—এই মাত্র বলেই তিনি গিয়ে শুয়ে পড়লেন অপর এক কোণে তাঁর বিছানায়। গত তিন দিন তিন রাত্রি তিনি ঘুমোননি। মারচেংকোর আসার কথা যেদিন তারপর দু'রাত্রি কেটে গেছে; কিন্তু তবুও ট্রাবকিন বৃথাই ট্রেঞ্চে প্রতীক্ষায় ছিলেন, ঢুলতে ঢুলতে। আরও আশ্চর্য্যের কথা যে স্যাপার দুজনও ফেরেনি। তাদের তো কথাই ছিল, মাইন-পাতা অংশটুকু সৈন্যেরা পার হয়ে গেলেই তারা অন্ততঃ সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসাবে। সমস্ত দলটাই শূন্য অন্ধকারে মিশিয়ে গেল আর বৃষ্টিধারায় ধুয়ে গেল তাদের পথরেখা পর্যন্ত।

ট্রাবকিন কম্বলে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু ঘুমটাও খুব শান্তির হ'ল না।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর স্কাউটরা আর একবার ভড্‌কা পান করল।

"উনিই কি তোমাদের দলপতি?"—কাটিয়া ধীরে ধীরে প্রশ্ন করে—"কি শান্ত চেহারা—আর কত অল্প বয়স।"

ট্রাবকিন ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরে হঠাৎ জোর গলায় বলে চলেন— "আরে এত দেরীও করতে হয়? যেন সব বুড়ো পাতিহাঁসের পাল— স্যাপাররাও আসেনি এ পর্যন্ত। আমরা চেইকোব্‌সিক শুনছি— আর তোমরা সমস্ত সময়টা কোথায় কাটালে—"

তাঁর গলার স্বর একেবারে স্বাভাবিক। মোটেই মনে হয়না যে একজন ঘুমন্ত লোক কথা কইছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি রকম অদ্ভুত। স্কাউটরাও কেমন অস্বস্তি বোধ ক'রে গোলাঘরের বাইরে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। 'থাকল শুধু মামোচকিন আর তার পাশে সাদা টেবলক্লথ।

কাটিয়া চুপিচুপি ট্রাবকিনের পাশে এসে দাঁড়াল। ঘুমন্ত শিশুর মতই ট্রাবকিনের চোখ দুটি আধখোলা; ফিকে হ'য়ে আসা জামাটির বোতাম খোলা; সমস্ত মুখে একটা দারুণ আঘাতের ক্লিষ্ট ছাপ।

মারচেংকো আবার আস্তে করে বলে "কি সুন্দর চেহারা।"

মামোচকিন একটু রূঢ় ভাবেই বল্‌লে—"জাগিওনা ওঁকে"। মেয়েটিও তার কথায় সেই ঘুমন্ত মানুষটির প্রতি একটু মমতার স্পর্শ আছে বুঝেই রাগ করলনা। তার নিজেরও মমতা হচ্ছিল। মামোচকিন বিষন্ন ভাবে বুঝিয়ে বলে — "দলপতি দুর্ভাবনা-গ্রস্ত।"

হাঁ, ও দলটা সম্পূর্ণ শেষ হ'য়ে গেছে, প্রত্যেক তা বুঝতেও পেরেছিল বই কি।

কাটিয়া যখন গোলাঘর ছেড়ে বার হল তখন তার মন ছেয়ে আছে এক অদ্ভুত, করুণ অথচ উদার ভাবনায়। বাসন্তী বনভূমির মধ্য দিয়ে যেতে যেতে বিস্ময় ও অস্বস্তির সঙ্গে সে তার এই নতুন-পাওয়া অনুভূতিকে আবিষ্কার করল। এই গভীর বেদনা করুণ অনুভূতিটি কি যা তাকে এমন গাঢ়ভাবে স্পর্শ করেছে? আবার সে দেখল লেফ্‌টেনেণ্টের শিশুর মতন মুখ। বোধ হয় সেই সঙ্গে সে কিছুটা দেখতে পেল নিজেকেও; কিছুটা সাদৃশ্য ছিল এ ব্যথার সঙ্গে তার

নিজের মনের গোপনতম বেদনার। এ বেদনা হলো সহজ শহুরে মেয়ের ব্যথা – যাকে যুদ্ধ ফ্রন্টের কঠোর কঠিনতম বাস্তবকে একেবারে মুখোমুখি প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে।

কাটিয়া স্কাউটদের গোলায় ঘনঘন আসতে শুরু করল। মামোচকিন তা'র মন বুঝল, বুঝল আরও অনেকেই। মামোচকিন খুশিও হলো কিছুটা। দৈনন্দিন ব্যাপারে সে নিজেকে লেফটেনেণ্টের রক্ষক বলেই মনে করত। তাই এখন তার মনে হল যদি কাটিয়ার সঙ্গে একটু প্রেমলীলা চলেই ট্রাবকিনের তাতে ট্রাবকিনের মনের ঐ নির্বোধ ভাবনাগুলো দূরে স'রে যাবে। কারণ মারচেংকো ও তার দলের প্রত্যক্ষ মৃত্যুর পর লেফটেনেণ্ট সেরূপেই অবসন্ন হ'য়ে পড়েছেন।

স্কাউটের দলে তো কাটিয়াকে নিমন্ত্রণ করা নিয়ে রেশারেশি শুরু হয়ে গেল। তারা গিয়ে তাকে লেফটেনেণ্টের সব খবর দিল; সে খবর দেবার জন্য তারা সিগন্যাল কম্পানি পর্যন্তও যেতে ত্রুটি করল না—"আমাদের লেফটেনেণ্ট পাহারা ছেড়ে ফিরে এসেছেন—।" এক কথায় ট্রাবকিন আর কাটিয়াকে ঘনিষ্ঠ করে তোলার জন্য যা পারল তারা তা সাধ্যপক্ষে সম্পন্ন করল। কেবল একটি লোক যিনি এ ব্যাপারের কিছুই জানলেন না তিনি ট্রাবকিন স্বয়ং।

একদিন গোলাঘরে ফিরে ট্রাবকিন দেখেন যে তাঁর কোণটি আলাদা করে ঘেরা হয়েছে বর্ষাতি কোটের পর্দা দিয়ে। তার পেছনে যেখানে খড়ের ওপর কম্বল পাতা ছিল তা সরিয়ে একটি সত্যকার বিছানা পাতা হয়েছে। বিছানার কাছে আবার ছোট্ট একটি টেবল্, তার ওপর ফুলদানি-ভরা সদ্যফোটা স্নো-ড্রপ্স্।

তিনি প্রশ্ন করেন, "এসব কি ব্যাপার?" বারাশনিকফ্ নিরীহভাবে পাল্টা প্রশ্ন করে—"কি সব? ও! কাটিয়ার কাণ্ড। ঐ যে নতুন

রেডিও-অপারেটর মেয়েটি, সে আজকাল সেবা-পরিচর্যা করতে শুরু করেছে যে, কমরেড লেফটেনেণ্ট।"

ট্রাবকিন লাল হ'য়ে ওঠেন। "কেন—কেন তোমরা অচেনা লোককে দলের ভেতর ঢুকতে দিয়েছ শুনি?"

বারাশনিকফ্ অপরাধীর মত চুপ মেরে গেল। মামোচকিন একথা শুনে দুই হাত ছুঁড়ে বলে উঠল—"বাপ! কি অদ্ভুত লোক! জার্মান ছাড়া কি কিছু ভাবনাও নেই ওর? হয় সমস্ত সময় নক্সা টানছে তাদের অবরোধের—নয় সারাদিন কাটাচ্ছে সেই সামনের লাইনে বসে নক্সায় মুখ গুঁজে!"

কাটিয়া প্রথমটা ট্রাবকিনের অতিরিক্ত সংযত ভাব আর যুবজনোচিত সংকোচ দেখে একেবারে হতাশ হ'য়ে গেল। সে জীবনে এমন ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলনা। সে যেখানেই যায় সেখানেই তার সমাদর খুব বেশি। অথচ সে বেশ ভাল করেই জানে যে, এই সমাদরের কারণ তার কোনও বিশেষ মাধুর্য নয়, এর কারণ হলো, এখানে চারিদিকেই পুরুষ, নারীর সংখ্যা নিতান্ত কম।

তারপর কিন্তু সে হঠাৎ খুবই খুশি হ'য়ে উঠল; তবে তো তার প্রীতিপাত্র সাধারণের অনেক ওপরে। না, তিনি নির্মম পবিত্র তীক্ষ্ণ আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন,—এই রকমটি হওয়াই তো চাই। তাঁর সামনে কাটিয়ারও একটা অভ্যস্ত লজ্জা জাগে। এরকম লজ্জাসরম তো তারও আগে ছিলনা। সে এতে অবাক হ'য়ে যায়। যে নিজেকে এতদিন একটি ছোটখাট পাপিষ্ঠা মনে ক'রে এসেছে—এ কি সেই মেয়েটিই? কাকে সে এতদিন জীবন বলত? ভাবাবেগের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য নয়ত কেবলমাত্র একঘেয়েমির হাত এড়াবার জন্য কখন চুরি করে চুমু খাওয়া, নয়ত কারুর আলিঙ্গনে বাঁধা পড়া,—একেই কি সে জীবন বলে এসেছে এতদিন? সেই সুদীর্ঘ

অতীতের স্মৃতি আজ তার কাছে মনে হলো বড় বিশ্রী আর কুৎসিত।

তারপর থেকে প্রতিদিন কাটিয়া আসে, গোলাঘরে ফুল আনে, টসটসে তাজা,—উইলোর ডাল নিয়ে আসে। কিন্তু ফুল'ই নয় শুধু, ফুলের সঙ্গে সে নিয়ে আসে নারী-হৃদয়ের সরস কোমলতা—যে কোমলতার জন্য সৈন্যদের অন্তর তৃষাতুর হয়ে থাকে। তাদের কেউ এ মেয়েটির প্রতি দলপতির ঔদাসীন্য সমর্থন না করলেও মনে মনে কিন্তু গর্ব না ক'রে পারেনা—উঃ, মানুষটার কাছে পৌছানই যায়না। আর সে-ই তাদের দলপতি।

একদিন ডিভিসন পরিদর্শনের সর্বপ্রধান ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী সিমিয়রকিন এদের দলটি দেখতে এলেন। তিনি যে সময় গোলাঘরে প্রবেশ করলেন তখন কাটিয়া একটি নীল পাত্রে টাটকা ফুল গুছিয়ে রাখছে। তিনি দেখতে এসেছিলেন যে স্কাউটেরা কেমন আছে। কিন্তু এসে দেখলেন যে—রাঁধুনী আর এই মেয়েটি বাদে অপর কেউই নেই।

"তুমি কে বলোত ?"—তিনি প্রশ্ন করেন।

মেয়েটি বল্লে, "আমার নাম জুনিয়র সার্জেণ্ট সিমানোভা, আমি রেডিও-অপারেটর।"

"ওঃ, আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি ফুলওয়ালী"—পেটরোগা কর্ণেল গজরাতে গজরাতে গোলা ছেড়ে চলে গেলেন।

তারপর অনেকক্ষণ ধরে তিনি কথা কইলেন ডিভিসান কম্যাণ্ডারের সঙ্গে। কথাকাটাকাটি নয়, বেশ ভদ্রগোছেরই আলাপ চল্ল।

"এ অঞ্চলে শত্রুর খবর আপনি কিছুই তো জানেন না—!" কর্ণেল সিমিয়রকিন ডিভিসন কম্যাণ্ডারকে একটু অভিযোগই করেন। "বলতে পারেন শত্রুর গতিবিধি ও অবস্থার কিছুটাও পরিষ্কার ধারণা আছে আপনার ?"

কর্ণেল সেবিচেংকো নিজেকে সংযত রেখে' হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলেন কথাটা।

"আরে আমি জানবই বা কি ক'রে? এমন সময়ও আসে যখন ডিভিসন কম্যাণ্ডার জানতে পারনা তার সৈন্যরা কি করছে। সে আর কি করে তবে শত্রুর খবর জানবে? আমি স্কাউটদের পাঠালাম—তারা ফিরলই না আর। আপনার কাছে ন'জন লোক কিছুই নয়; কারণ আপনার কাজ গোটা আমি নিয়ে। আমার কাজ হচ্ছে ছোট খাটো ব্যাপার নিয়ে। তার থেকে এই ন'টা লোক যাওয়া মানে—বেশ বড় ক্ষতি। যুদ্ধে আমার বহু স্কাউট আগেই মারা গিয়েছে।"

"তা হতে পারে অবশ্য। কিন্তু দেখুন তো, আপনার স্কাউটদের মধ্যেই বা কি চলছে!"—কর্ণেল সিমিয়রাকিন আবার বলতে শুরু করেন "আমি ওদের গোলঘরে গেলাম—কেউ কোথাও নেই—আর্দালীও তাদের পাত্তা রাখেনা। হ্যাঁ, ছিল বটে একটা মেয়ে; ফুল সাজাচ্ছিল সে। বেশ কবিত্বময় পরিস্থিতি! তবে কিনা, আপনার অনুসন্ধান বিভাগের কর্মচারীই আমায় বলেছে যে, স্কাউটদলের নামে খারাপ অভিযোগ এসেছে। হ্যাঁ, কমরেড কর্ণেল, আপনি তা নাও জানতে পারেন—আমি কিন্তু জানি। কোনও গ্রাম থেকেই উঠেছে সে অভিযোগ। স্কাউটদের কাজ ভাল হচ্ছে না—তা মিথ্যে নয়।"

কর্ণেল সেবিচেংকো হুকুম করেন অনুসন্ধানকারী কর্মচারীকে ডাকার জন্য।

এসে গেলেন ক্যাপ্‌টেইন ইয়েসকিন: খুবই শান্ত সাধারণ চেহারা—টাকওয়ালা গোল মাথাটি—মুখে সামান্য একটু খোঁচাখুঁচির মত দাগ। তিনি সবিস্তারে জানালেন যে কাছাকাছি এক গ্রাম থেকে স্কাউটেরা নিজেদের ইচ্ছামত দরকারী জিনিস নিয়েছে; আর সে দরকারী

জিনিসটা কি ? না, বারো বারোটা ঘোড়া—তার থেকে দশটা মাত্র ফেরৎ দিয়েছে। অভিযোগের সঙ্গে একটা নামসই আছে বটে রসিদে, কিন্তু সেটা আবার পড়াও যায়না।"

"কিন্তু কি ক'রে জানলে যে তারা আমাদের স্কাউটই ?"

ডিভিসন কম্যাণ্ডারের ভীষণ মুখভংগীর সামনেও সে গোয়েন্দা কর্মচারী এতটুকুও কিন্তু ভয় পেলনা। সে বললো—

"হ্যাঁ। অবশ্যি সেটা এখনও নির্ভুলভাবে প্রমাণ হয়নি।"

"বেশ তাহ'লে আগে প্রমাণ ক'রে তারপর রিপোর্ট কোরো—বুঝেছ ? আচ্ছা, যেতে পার তুমি।"

গোয়েন্দা কর্মচারী যাবার পর ডিভিসন কম্যাণ্ডার কর্ণেল সিমিয়-রকিনকে বলেন — তাঁর স্বর ক্লান্ত—"শত্রুর পিছন দিক হ'তে আমরা আক্রমণ চালাব। কিন্তু আমাদের স্কাউটের দলটা পুরো ক'রে দেবার চেষ্টাও অন্ততঃ করবেন —।"

আলোচনা বৈঠক শেষ হলো; কর্ণেল সেবিচে'কে অন্যদের সঙ্গেই কুটির ছেড়ে চল্লেন।

এবারে আর্দালী লাফ দিয়ে ওঠে স্যালুট করে। "আমি এখনি অ'সচি" -- তিনি বলেন। অত্যন্ত আস্তে আস্তে তিনি উইণ্ডমিলের দিকে চলতে শুরু করেন। ইতস্ততঃ ছড়ান গোলাঘর। তার মধ্যে একটা গোলাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দ্বারপার্শ্বে আর্দালীকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "এটাই কি স্কাউটদের জায়গা ?"

"হ্যাঁ, কমরেড কর্ণেল—" লোকটি উত্তর দিয়েই গোলাঘরের অন্ধ-কারের দিকে চেয়ে চীৎকার ক'রে উঠল—'খাড়া হো—' 'অ্যাটেনশান্'।

ভেতরে একবার তাড়াতাড়ি নড়াচড়ার শব্দ হলো। কম্যাণ্ডার তাঁর পাশে গিয়ে দেখলেন—স্বল্প আলোতে আটজন স্কাউট সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে। একটা কোণা বর্ষাতিতে ঘেরা, ঝাপ দেওয়া। কর্ণেল

সে কোণটির দিকে এগিয়ে যান—বর্ষাতিটা তুলে ধরেন; কাটিয়া কেই তাঁর চোখে পড়ে—সে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট টেবিলের ওপর নীল ফুলদানী ফুলে ভরা; তার পাশে বই আর নোটবই।

কম্যাণ্ডারের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ঈষৎ কোমল হয়ে আসে; তিনি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে কাটিয়ার দিকে দেখতে থাকেন।

"তুমি এখানে কেন?"—ব'লেই তিনি দ্বাররক্ষী প্রহরী—যে খবর দিতে দৌড়েছিল—তার দিকে ফিরে বলেন—"তোমাদের দলপতি কই?"

"লেফটেনেণ্ট লাইনে গেছেন—"

"তিনি ফিরলে আমার কাছে যেতে বলবে।"—বেরিয়ে যেতে গিয়ে আবার ঘুরে দেখে তি'ন বলেন—"কাটিয়া, কি এখানেই থাকবে? না, যাচ্ছ আমার সঙ্গে?"

"আমি আপনার সঙ্গেই আসছি"—বলে কাটিয়া।

এক সঙ্গেই বার হন দু'জনা।

"তুমি এত কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন? এতে দোষের কিছু নেই! ট্রাবকিন ভালই, ভাল স্কাউট ও।"

সে উত্তর দেয় না।

"ব্যাপারখানা কি? প্রেমে-টেমে পড়লে নাকি? বেশ ত ভালই —কিন্তু ক্যাপটেন বারাশকিন?—বরখাস্ত বুঝি?"

"না, না সেসব কিছুই না—ছেলেমানুষী মাত্র।"

কর্ণেল কিছু একটা চাপা স্বরে বললেন—তারপর মেয়েটির নত নেত্র-পল্লবের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—

"তা ট্রাবকিন নিশ্চয়ই খুশি হয়েছে? একে সুন্দরী মেয়ে আর তার ওপর ফুলের যৌতুক!"

মেয়েটি কিছু বলেনা, কিন্তু তিনি তবুও বুঝলেন। "কি, সে তোমায় ভালোবাসে না, এই ত?"

সেই চিরকালের ব্যর্থ-প্রেমের কাহিনীতে তিনি এখানকার মত জায়গাতেও ব্যথিত হলেন। সেই ব্যর্থ প্রেমের ছোট্ট পাখীটি বসেছে এসে তরুণী জুনিয়র সার্জেন্টের পোষাকের কাঁধে। পাখীর মতই কাঁপছে, ডানা ঝাপটাচ্ছে। সেই একই ভালোবাসা কুমীরের হাঁ-করা মুখের মত এই যুদ্ধাঙ্গনের ভেতরেও!—কর্ণেলের হাসি আসে।

পথে দেখা হয় অ্যাসিস্টান্ট জঙ্গী ডাক্তার উলিবিটোভার সঙ্গে। কর্ণেল তাঁকে আর কাটিয়াকে এক পেয়ালা চা খেতে ডাকেন।

কর্ণেলের কুটিরে ডাক্তার আর কাটিয়া চা তৈরী করা নিয়ে ব্যস্ত—আর্দালীও সঙ্গে আছে। সামোভার গরম হ'য়ে উঠেছে; তখন তারা এসে বসে টেবিলে। পরিষ্কার দিনের আলোর মতনই কলধ্বনি তাদের কণ্ঠে।

ট্রাবকিন এসে গেলেন। কর্ণেল বলেন—"বসে যাও হে।"

কাটিয়ার ভয় পাছে কর্ণেল ট্রাবকিনকে নিয়ে তাকে ঠাট্টা করেন, কিন্তু একবারও তিনি সে ধার দিয়ে যান না। তিনি কইতে থাকেন শুধু ঘোড়ার বিষয়ে এটা সেটা। কাটিয়া সলজ্জ আড়চোখে তাকায় লেফটেনেন্টের সুন্দর অথচ দৃঢ় মুখের পানে। কথাগুলিতে তার স্থান না থাকলেও সেই অতি বাস্তব উত্তরগুলিই হাঁ ক'রে কান পেতে শুনতে থাকে।

তার মুখে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে ওঠে একটি বিষন্নতার ছায়া।

সে ভাবে, 'আমাকে দিয়ে ওর কইবা কাজ হবে? কি রকম বুদ্ধি আর প্রত্যয়! ওঁর বোন শেখে বেহালা আর উনি হ'তে চাইছেন বৈজ্ঞানিক; আর আমি? হাজার মেয়ের মতই অতি সাধারণ একটা মেয়ে—'।

ট্রাবকিনের স্বল্পমাত্রও ধারণা ছিলনা তাঁর সম্বন্ধে কাটিয়ার মনোভাবটা কী। তাঁর বিরক্তি ধরত, বিমূঢ় হয়ে যেতেন তিনি।

কেনই বা ওই মেয়েটি গোলায় আসে এত ঘনঘন, আর কেনই বা তাঁর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ওর চেষ্টা,—সমস্তটাই তাঁর মনে হয় বোকা-বোকা, অর্থহীন, এমনকি অশোভনও। স্কাউটদের সামনে নিজেকে কেমন অপ্রস্তুত বোধ হয়। যখনই সে আসে তখনই তাদের পরস্পরের মধ্যে চোখের একটা অর্থপূর্ণ ভাষা ফুটে ওঠে; আর তাদের দু'জনকে একা রেখে যাবার একটা প্রকাশ্য প্রয়াস তাদের আচরণে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে।

সেই মেয়েকে এখন ডিভিসন কম্যাণ্ডারের ঘরে ব'সে থাকতে দেখে ট্রাবকিন খুবই আশ্চর্য হলেন।

কর্ণেল ঘোড়ার গল্পই করছেন দেখে প্রথমেই ট্রবকিনের মনে হলো, বোধ হয় কাটিয়াই স্কাউটদের কাছে ঘোড়ার ব্যাপারটা শুনে এই অনর্থের সৃষ্টি করেছে তাঁর উদ্দেশ্যে।

তখন ট্রাবকিন সংক্ষেপে সে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন। কর্ণেলের সহসা মনে পড়ল সেসব দিনের কথা, যখন ছিল আক্রমণে এগিয়ে চলার দিন,—অশ্রান্ত গতির দিন আর ছোটখাট লড়াই; সেই অপরাহ্নটি যেদিন মার্চের পথে তিনি বিদ্রূপের কশাহত দৃষ্টিতে স্কাউটদের পানে তাকিয়েছিলেন কাদা মাখা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে। একটি নিমেষে কর্ণেল সেবিচেংকো হয়ে গেলেন মহাযুদ্ধের প্রথম দিককার স্কাউট আর বেরিয়ে এল সে স্কাউট সেবিচেংকোর ক্ষুদে ক্ষুদে, হরিৎ ধূসর চোখের দৃষ্টির ভেতর থেকে সপ্রশংস উক্তিতে—"বেশ—বেশ—ট্রাবকিন—ভালোই করেছ তুমি—"

তারপর কর্ণেল প্রশ্ন করেন—"আচ্ছা—সত্যিই ফিরে দিয়েছিলে ত ঘোড়াগুলো?"

ট্রাবকিন উত্তর দেন—"নিশ্চয়ই দিয়েছি।"

এমন সময় দোরে ধাক্কা পড়ল, ভেতরে ঢুকলেন ক্যাপটেন বারাশকিন।

সেবিচেংকো অপ্রসন্নতার সুরে প্রশ্ন করেন, "কি চাই আবার ?"

"কমরেড কর্ণেল, আমায় ডাকতে পাঠিয়েছিলেন কি ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ' তিন ঘণ্টা পার হ'য়ে গিয়েছে—সিমিয়রকিনের সাথে দেখা হয়েছে ?"

"হয়েছে কমরেড কর্ণেল।"

"তারপর ?"

"শত্রুর পিছন দিক থেকে আমরা আক্রমণ চালাব—"

"কে যাবে সেখানে ?"

গুপ্ত ঈর্ষা বারাশকিনের উত্তরে প্রকাশ হয়ে পড়ে—

—"এইযে ট্রাবকিনই যাবে—"

কিন্তু তার লোক চিনতে ভুল হয়েছিল। ট্রাবকিনে চোখও তুললনা ; উলিবিশেভা। শান্তভাবে গ্লাসটি আবার ভ'রে দিলেন যেন কি হচ্ছে তার কিছুই খেয়াল নেই তাঁর। আর কাটিয়াও একেবারেই জানতনা যে, এ ব্যাপারে তার প্রণয়ীর ভাগ্য সাক্ষাৎ ভাবে জড়িত।

একটি লোকই ক্যাপটেনের চোখের ভাষা বুঝতে পারলেন ; তিনি স্বয়ং ডিভিসন কম্যাণ্ডার। কিন্তু তিনিও বারাশকিনের কথায় আপত্তি করার কিছুই পেলেন না। এই অতি কঠিন কার্যভার সম্পাদন করতে যে শুধু ট্রাবকিনেরই যোগ্যতা আছে, এ বিষয়ে তার সন্দেহ মাত্র ছিলনা।

"ভাল কথাই"—কম্যাণ্ডার এই ব'লে বারাশকিনকে যেতে বলেন।

ট্রাবকিনও আর বেশীক্ষণ দেরী করলেন না।

কর্ণেল তাঁকে উঠতে দেখে বলেন—"কাজটা সোজা নয়—বুঝে শুনে কোরো—আর ভালই হবে—এগিয়ে চলো ত একবার।"

ট্রাবকিন বলেন—"তাই করব, কমরেড কর্ণেল"। বেরিয়ে আসেন তিনি কুটির থেকে।

কর্ণেল কান পেতে স্কাউটের বিলীয়মান পদধ্বনি শুনলেন। তারপর বললেন, "বড় ভাল ছেলে"। কিন্তু সে কণ্ঠে এতটুকুও খুশির উচ্ছলতা নেই।

ট্রাবকিন যাবার পর কাটিয়া চঞ্চল হয়ে ওঠে। সেও বিদায় নিয়ে চ'লে যায়। গ্রীষ্মের চাঁদিনী রাত। সমস্ত বনভূমি গাঢ় নিঃশব্দতায় আচ্ছন্ন। কেবল কখনও কখনও এক আধটি মোটর ট্রাকের শব্দ; নয়ত বহুদূরের বোমাফাটায় শব্দে ব্যাহত হচ্ছে সে শান্তি।

কাটিয়া খুশি হয়েছে। তার মনে হ'ল, ট্রাবকিন অন্য দিনের চেয়ে আজ একটু বেশী প্রীতির চোখে তাকে দেখেছেন। সে ভাবে, তা ছাড়া সর্বশক্তিমান ডিভিসান কম্যাণ্ডার যখন তার প্রতি সর্বদাই স্নেহশীল তখন তিনি নিশ্চয়ই ট্রাবকিনকে বুঝিয়ে দেবেন যে কাটিয়া মেয়েটিও ভালই, ফেলে দেবার মত নয় মোটেই।

তারপর সেই জ্যোৎস্নাসিক্ত বনভূমি অতিক্রম করে কাটিয়া চলে তার প্রিয়কে খুঁজতে খুঁজতে। কত গানের কত অস্ফুট ভাষা চিরদিনের মতই সে গুন্‌গুন্ করে—যদিও সেসব ভাষা, সেসব কথা সে শোনেনি কখনও, পড়েনি কোনদিন।

৫

কমরেড লেফটেনেণ্ট,

নমস্কার! আমি প্রথম স্কোয়াডের সার্জেণ্ট, ইভান ভ্যাসিলিভিচ আনিকানফ, আপনার স্কাউট; এচিঠি দেখে চিনতে পারবেন আশা করি। আমি ভালই আছি, একথা আপনাকে জানাতে চাই। আর কামনা করি—আপনারা যেন কুশলে থাকেন। আমার আন্তরিক শুভ কামনা তা'ই। পায়ের মাংসে গেঁথে-যাওয়া বুলেটটি ওরা শেষ অবধি হাঁসপাতালে বার করেছে। হাঁসপাতাল থেকে আমাকে পাঠানো হয় একটি রিজার্ভ সৈন্যদলে। প্রথম দিকে আমার মোটেই সুবিধে হয়নি, আমার খাওয়াটা প্রচুর, জানেনই তো; আর আমি সর্বদা ফ্রণ্ট লাইনের খাবার খেয়ে অভ্যস্ত। ওখানের খাবার পরিমাণে ফ্রণ্ট লাইনের মত অতটা নয়। সারাদিন ধ'রে আমাকে ড্রিল করতে হ'ত, নিয়ম-কানুন আবার একেবার সম্পূর্ণ সেই প্রথম থেকে শিখতে হ'ত। মাঝে মাঝে 'হুররা' ব'লে চেঁচাতে হ'ত—অবশ্য জার্মানও কেউ ছিলনা কাছাকাছি, আর গোলাগুলিও নেই। আর একটা কথা শুনুন—ওরা আমার ওয়াণ্টার রিভলবারটা কেড়ে নিলে;—মনে আছে কি আপনার—আমি চোখে কালো ব্যাণ্ডেজ-করা এক জার্মান ক্যাপটেনের থেকে সেটা পাই? গেলাম এ দলের কর্তার কাছে। তিনি বল্‌লেন যে, নিয়ম এরূপ—কোনও সার্জেণ্ট রিভলবার রাখতে পারেনা সঙ্গে। আমি কত তাকে বোঝালাম যে আমি স্কাউট, সাধারণ সার্জেণ্টই নই; কিন্তু তিনি সেসব কথা কানেই নিলেননা। এর পরে আমায় একটি যৌথ 'চাষ-বাড়িতে' পাঠানো হল। আর বর্তমানে

সেখানে আমি বেশ আরামে আছি—ভাল অবস্থার 'কোলখোজ' খামারের চাষার মত। টক মালাই, মাখন, নানা রকমের সবজী—সবই আমার মেলে। আমি এককালে কোলখোজের সভাপতি ছিলাম; এখনও বোধ হয় তার জন্যই এ সবের ভার রয়েছে আমার হাতে। কাজে কাজেই সারাদিন আমাদের কাটে চাষ করে আর বীজ বুনে। রাত্রি বেলার আহারটা ভালই জোটে; তার পরে দুধটি খেয়ে পালকের বিছানায় মহা আরামে নিদ্রাদান। যেখানে আছি, সেখানকার কর্ত্রীর স্বামীটি ফৌত হয়েছে যুদ্ধের প্রথম বছরেই;—সে কর্ত্রীও সর্বক্ষণই আশেপাশে ঘুর-ঘুর করছেন। তবুও কমরেড লেফ্‌টেনেণ্ট, আমার মনে পড়ে আপনাকে ও আমাদের দলটির কথা: মনে পড়ে আমরা কি-কি কাজ করতাম। যখন মনে করি আপনি আমাদের দেশের জন্য যুদ্ধ করেছেন, রক্তপাত করেছেন—কতই না কষ্ট করেছেন, আমি ভেতরে ভেতরে তখন অস্থির হ'য়ে উঠি। কমরেড লেফটেনেণ্ট, আপনি একটু ব'লে দেখবেন কি কর্ণেল সেবিচেংকোর কাছে এ বিষয়টা? হয়ত তাঁর দিক থেকে একটু তাগিদ এলেই আমাকে আপনাদের কাছে যেতে দেওয়া হবে। আপনাদের ছেড়ে আমার এখানে মোটেই থাকতে ভাল লাগছেনা। একথা ভাবতেই আমার লজ্জা করে যে, আমি আপনাদের সঙ্গে ওখানে যুদ্ধে না নেমে এখানে বেশ একটি যৌথ খামারের চাষী সেজে আরাম করছি; আর আপনারা ফাশিস্ত শত্রুর আক্রমণ থেকে আমাকে রক্ষা করছেন। আপনি আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন; আর আমাদের বিজয়ী দলের প্রত্যেককে তা দেবেন। ইতি

ইভান, ভ্যাসিলিভিচ আনিকানফ

ট্রাবকিন, হাসলেন; অসংখ্যবার পড়লেন সে চিঠি। এ চিঠি তাঁকে স্পর্শ করেছে বই কি। কল্পনায় তিনি দেখলেন—আনিকানফ যেন তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে। আর অমনি মনে হল স্কাউট হিসাবে সে পাশে

থাকলে কতই না সুবিধা হত। মনে মনে তিনি আনিকানফের সঙ্গে তাঁর ঘুমন্ত সঙ্গীদের তুলনা ক'রে কতকটা অবজ্ঞা নিয়েই যেন তাঁদের দিকে তাকালেন—কই, আনিকানফ নেই সেখানে।

"নাঃ"—ট্রাবকিন ভাবেন,—"তুলনাই হয়না। কোথায় এদের মধ্যে তার মত প্রশান্ত নির্ভীকতা, স্থির ও পরিচ্ছন্ন বুদ্ধি? এক আনিকানফের ওপরই ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারতাম। ভয় খাওয়া কাকে বলে সে জানতনা। মামোচকিন সাহসী হ'লে কি হয়, তার সেই উপস্থিত-বুদ্ধি নেই। আর তাছাড়া সে বড় স্বার্থপর। বাইকফ্ বিচার বুদ্ধি রাখে, কিন্তু তা আবার একমাত্রা বেশী রাখে। অনেক সময় খুব বেশী স্থিরবুদ্ধি হওয়াও যে ভীরুতারই নামান্তর। বারাসনিকফের গুণ থাকলে কি হয় এখনও সে নিজের পায়ে নিজে দৃঢ় হ'য়ে দাঁড়াতেই পারল না। আর গোলাব, সিমিওনফ্, ওরা? ওরা এখনও স্কাউটই নয়। মারচেংকো—আহা; একটা লোকের মত লোকই সে ছিল। কিন্তু সম্ভবতঃ সে মারাই গেছে, আর কোনদিন আমাদের কাছে ফিরবে না।"

আসলে আনিকানফের চিঠি পেয়ে ট্রাব্‌কিনের ভাবান্তর ঘটেছিল; সেই ভাবের বশেই তিনি তাঁর দলের স্কাউটদের দেখছিলেন। কাজেই তাদের প্রতিও সুবিচার হচ্ছিলনা; আর নিজেও তিনি এই পীড়াদায়ক অস্বস্তিতে কষ্ট পাচ্ছিলেন। শেষটা ট্রাবকিন গোলা ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেলেন। তখন ভোরের আলো এসে পড়েছে। তিনি খাড়া পাড়ের দিকটিতে চললেন; এস্থানটিই তিনি স্কাউটদের হাতে কলমে কাজ শেখাবার জন্য বেছে নিয়েছেন।

সে জায়গাটি থেকে যুদ্ধ ক্ষেত্রের পুরোবর্তী ডাঙ্গা অঞ্চলটা মোটামুটি পরিষ্কার ভাবেই বোঝা যায়। পাড়টি ভাগ হ'য়ে গেছে চওড়া একটি নদীর স্রোত-ধারায়, তার ওপর ঝুঁকে পড়েছে উইলোর জলসিক্ত

ডালপালা; কচি সবুজ রং ধরেছে তাতে তখনই। স্কাউটদের শিক্ষাকার্যের জন্য অগভীর পরিখা কাটা হয়েছে; তার পাশে দু সারি কাঁটা তারের বেড়া—সম্মুখস্থিত শত্রুর অবস্থিতি বোঝানোর জন্য।

প্রতি রাত্রিতেই ট্রাবকিন তাঁর স্কাউটদের এই 'কাজ শেখানো'র জন্য হাতে কলমে মহড়া দিতে নিয়ে যান। স্বাভাবিক অধ্যবসায় বশে তিনি তাদের তাড়া করে নিয়ে যান তুষারাকীর্ণ খাড়ির ওপর দিয়ে; তাদের তার কাটতে শেখান, পাতা মাইন না থাকলেও স্যাপারের দীর্ঘ দণ্ডের সাহায্যে—তা সরাতে বলেন, আর তারপর লাফ দিয়ে ট্রেঞ্চ পার হতে বলেন। গতকাল থেকে একটা নূতন খেলার কথাও তিনি ভেবে রেখেছেন। কতক স্কাউটকে তিনি ট্রেঞ্চে রাখবেন আর বাকীদের শেখাবেন যতটা সম্ভব অতি ধীরে তাদের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য;—এতে করে তারা নিঃশব্দে চলতে শিখবে। তিনিও নিজে রাত্রির নানা আওয়াজ শুনছিলেন ট্রেঞ্চে ব'সে। কিন্তু আসলে তাঁর মন উধাও হয়েছিল শত্রুর সত্যিকারের ঘাঁটি যেখানে সেখানে; সে ঘাঁটিতে তা'রা দুর্ভেদ্য ব্যূহ গড়েছে আর সেইখানেই তাঁকে শীঘ্র এগিয়ে যেতে হবে।

দলে নূতন লোকও এসে গেছে—দশটি নূতন স্কাউট। কাজেই আগামী কর্তব্য সম্পাদনের জন্য একটি দলকে বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া ছাড়াও এই নূতন ছেলে ক'টিকেও তাঁর শেখাতে হচ্ছে। এর ওপর তাঁকে লক্ষ্য রাখতে হতো শত্রুর সম্মুখ-ভাগের দিকে। এসব তো তাঁর আশু কাজ; তাছাড়া নিজের প্রাত্যহিক কর্মগুলি আছে, নিজের ব্যবহারের প্রতিও তিনি চোখ রাখতেন।

এই অবিশ্রান্ত কঠিন পরিশ্রমে ক্রমশঃ তিনি বড্ড খিটখিটে হ'য়ে উঠতে লাগলেন। পূর্বে পূর্বে তিনি স্কাউটদের ছোটখাট ত্রুটির দিকে চোখ দিতেন না; আর এখন সামান্য ত্রুটিতেই তারা সাজা পায়।

প্রথমেই ধরা পড়ল মামোচকিন। ট্রাবকিন কঠোর ভাবে প্রশ্ন করেন—কোথা থেকে সে এসব খাবার যোগাড় করে? মামোচকিনের কথা জড়িয়ে যায়। খাবার পেয়েছে সে এক চাষীর কাছে উপহার বা এমনি একটা কিছু উত্তর মুখে সে দেয়। কিন্তু ট্রাবকিন তাকে তিনদিন আটক থাকার হুকুম দেন।

"তাহলে চাষারা তোমার উৎপাত থেকে অন্ততঃ তিনটে দিন নিস্তার পাবে"—তিনি বলেন।

কাটিয়াও বাদ গেল না। তাকে কিছুদিনের মত তিনি দৃঢ় অথচ ভদ্রভাবেই গোলাবাড়িতে আসতে বারণ করেন—হ্যাঁ, কিছুদিনের মত অন্ততঃ। অবশ্য, কাটিয়ার ভয়ার্ত চোখের দিকে তাকিয়ে তিনি নিজেও অস্বস্তি বোধ করেন,—ভাবেন একবার কথাটা ফিরিয়ে নেবেন কিনা। অথচ কার্যত তা করেন না।

কিন্তু সব চেয়ে বেশী তিনি রেগে যান কাজানের সেই তরুণ দীর্ঘাকৃতি ছেলেটির ওপর। ফিওকতিস্তফ্ যে এমন করবে তা তিনিও ভাবেননি।

সে দিন সকালে বৃষ্টি হচ্ছে; ট্রাবকিন ভাবেন স্কাউটদের একটা দিন ছুটি দিবেন। তিনি নিজে পা বাড়ালেন বারাশকিনের মাটির তলার ঘরের দিকে। সেখানে অনুবাদক লেভিন তাঁকে জার্মান ভাষার পাঠ দিলেন। জাঁতা ঘরের পাশের ঝোপের কাছে তিনি দেখেন ফিওকতিস্তফ তার দীর্ঘ সুগঠিত দেহ এলিয়ে দিয়েছে ঘাসের ওপর, তার কোমর পর্যন্ত অনাবৃত সেই দারুণ বৃষ্টির মধ্যেও। ট্রাবকিন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন—সে কি করছে সেখানে? ফিওকতিস্তফ্ লাফিয়ে উঠে কতকটা লজ্জিত ভাবেই বলে—"কমরেড লেফ্‌টেনাণ্ট, আমি ঠাণ্ডা জলে স্নান করছি—বাড়িতেও তাই অভ্যাস ছিল কিনা।"

কিন্তু সেই রাত্রিতেই ব্যাপারটা বোঝা যায়। তখন পেটের

ওপর ভর দিয়ে স্কাউটরা নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে চলার শিক্ষা অভ্যাস করছে; ফিওকতিস্তফ কেশে ওঠে হঠাৎ বেশ জোরে। প্রথমটা ট্রাবকিন খেয়াল করেননি, কিন্তু দ্বিতীয়বার ফিওকতিস্তফের কাশির আওয়াজ শুনেই তিনি সব বুঝতে পারেন। ফিওকতিস্তফ ইচ্ছে ক'রেই ঠাণ্ডা লাগিয়েছে। পুরানো স্কাউটদের মুখে সে শুনে বুঝে নিয়েছে ইতিমধ্যে—কারুর কাশি হলে তাকে পেট্রলের সঙ্গে নেওয়া হয়না, কারণ তার কাশির আওয়াজে গোটা দলটাই ধরা প'ড়ে যেতে পারে।

জীবনে ট্রাবকিন কখনও এমন ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হননি। অনেক কষ্টে তিনি সেই ছেলেটাকে গুলি করে মারার ইচ্ছা দমন করলেন—সুঠাম দীর্ঘ-দেহ, ভীরু হতভাগা:—তখনও সে চন্দ্রালোকে অন্যান্য স্কাউটদের বিস্ময়াহত চোখের সামনে তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে।

"কাপুরুষ কোথাকার! এই জন্যই ঠাণ্ডা জলে স্নান করা হয়, না?"

পরের দিনই ফিওকতিস্তফকে পেট্রল থেকে বরখাস্ত করা হল।

যখনই এই ঘটনাটা তাঁর মনে পড়ে তখনই তিনি ঘৃণার ভাবটা চাপতে পারেননা।

সূর্য উঠল। এগিয়ে যাবার সময় তখন। ট্রাবকিন দুটি স্কাউটকে সঙ্গে ক'রে নদীর ধারে তাঁর পুরানো জায়গাটিতে চলেছেন।

সামনে যতই তাঁরা এগিয়ে যান ততই বাতাস যেন ভারী হয়ে ওঠে তাপ আর ভাপে। মনে হয় এ যেন পৃথিবীর পরিচিত বায়ুমণ্ডল নয়—বুঝি অন্য কোনও প্রকাণ্ড গ্রহের থেকে প্রবাহিত আশ্চর্য ভারী বাতাস। মেসিন গানের আগুনের বড় বড় ফুলকি, মর্টারের গোলা-ফাটার সুতীব্র কান-ফাটা আওয়াজ—অতর্কিত মৃত্যুর সূচনা-ভরা ভয়াবহ নিঃশব্দতা। পায়ের কাছে গোলায় ধ্বংস হয়েছে গাছ—তারই পাশ দিয়ে এক সারিতে চলেছে স্কাউটেরা মৃত্যুর দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে, তাদের সর্বাঙ্গ সবুজ আবরণে মোড়া।

দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নের ট্রেঞ্চে ট্রাবকিনের সঙ্গে দেখা মামোচকিনের। তিনদিন আটক থাকার পর মামোচকিনকে ট্রাবকিন এখানে পাঠিয়েছেন —এখন শত্রুর ঘাঁটি লক্ষ্য করার সমস্ত ভার তার ওপরই পুরোপুরি। ছেলে-ছোকরাদের থেকে দূরে একেবারে শত্রুর মুখের সামনে সে আছে। জুতোর গোড়ালীর একটা আওয়াজ করে দাঁড়ায় মামোচকিন, আগের দিনের নিজের পরিদর্শনকার্য ও শত্রুর গতিবিধির সম্বন্ধে এক-একটি নক্সা তাঁকে সে দিল।

একটা মেসিন গানের গর্ত থেকে ট্রাবকিন টেলিস্টিরিওস্কোপ দিয়ে শত্রুর ঘাঁটিগুলি পরীক্ষা করেন। দলের কর্তা ক্যাপটেন মুস্তাকফ আর গোলন্দাজ বাহিনীর ক্যাপটেন গুরোবিচ তাঁর কাছে এসে দাঁড়ান আগের মতই। তাঁরা জানতেন এই পর্যবেক্ষক দলটির কথা। ট্রাবকিনের রাগ হলো তাঁদের চোখের দৃষ্টি দেখে। সে দৃষ্টি যেন ক্ষমা-প্রার্থীর দৃষ্টির মত কথা না কয়েও কথা বলছে—'তোমাদের এগিয়ে যেতে হবে ওদের মধ্যে; আর আমরা ব'সে আছি মাথার ওপর শক্ত টালিতে ছাওয়া মাটির গর্তে।'

তাদের ভদ্র ব্যবহার ও সাহায্য করার আগ্রহ, দুয়েতেই যেন ট্রাবকিনের বিরক্তি ধরল। তাঁর সমস্ত সত্তা বিদ্রোহ ক'রে উঠল এদের সেই ধারণার যে, তিনি যেন নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন। তিনি টেলিস্টিরিওস্কোপে চোখটা বাঁকিয়ে রেখে, নিজের মনেই হাসেন। হাসেন আর ভাবেন, 'দাঁড়াও বন্ধু, তোমাদের আগেই যে আমি মরব, তা ভেবনা মোটেই।'

অবশ্য তিনিই কি তাদের মন্দ চান? না, তা নয়, একেবারেই নয়। বরঞ্চ তিনি ওদের দু জনকে পছন্দই করেন। যুবক মুসতাকফ—সমস্ত সৈন্য বিভাগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ একজন সেনাধ্যক্ষ। গোলন্দাজটি এত ভদ্র আর সর্বাবস্থায় এমন সুব্যবস্থিতচিত্ত যে ট্রাবকিন

বিশেষ ভাবেই তাঁকে পছন্দ করেন। তাঁর অঙ্কের মাথাও চমৎকার। তাঁর কামানের গোলার টিপ অব্যর্থ, তা জার্মান সৈন্যদেরও ভয় ধরিয়ে দেয়। গুরেবিচ ট্রেঞ্চের আশেপাশে ঘোরে সমস্ত দিনটা—জার্মানদের ওপর কি বিপুল তার ঘৃণা। আর কত প্রয়োজনীয় খবর সরবরাহ করে সে ট্রাবকিনকে। ট্রাবকিন যেন গুরেবিচের মধ্যে নিজের কল্পনা-প্রবণ কর্তব্য-নিষ্ঠার একটা জীবন্ত রূপ দেখতে পান। কখনও নিজের কথা না ভেবে শুধু কাজের কথা ভাবা—এই হলো গুরেবিচের কাজ; আর ট্রাবকিনও সেই একই ধরনের লোক। তাঁরা কাথবার্তা কইতেন পরস্পরের সঙ্গে একান্ত আত্মীয়ের মত। সত্যই তাঁরা একই জাতের লোক—আমাদের দেশের সেই জাতের লোক যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁদের লক্ষ্যে, আর সে লক্ষ্যের জন্য উৎসর্গ করতে পারেন প্রাণ।

ট্রাবকিন একাগ্র দৃষ্টিতে জার্মান ট্রেঞ্চের দিকে আর তাদের কাঁটা তারের বেড়ার দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর সমগ্র চিন্তা কেন্দ্রীভূত হয়েছে তখন শুকনো ডাঙ্গার সামান্যতম উঁচুনীচু অংশটিতে যেদিক থেকে জার্মান মেসিনগানের আগুন দেখা যায়, আর দেখা যায় ট্রেঞ্চগুলির পাশে যাতায়াতের দরুণ মাঝে মাঝে চলাফেরার আভাস।

কাকগুলোকে আমাদের ও শত্রুদের অবস্থিতির মাঝামাঝি জায়গায় উড়তে দেখেও তাঁর মনে ঈর্ষা জাগে। ওদের জন্য কোনো বেড়া নেই ত। ওরা বলতে পারত জার্মান ব্যূহের অন্ধি-সন্ধি সমস্ত। তিনি কল্পনায় দেখতে থাকলেন—কাকেরা কথা বলছে—কাকে স্কাউট হয়েছে। এমন কি, তিনি নিজে যদি একবার এ সময় কাক হ'তে পারতেন তবে বোধ হয় হাসিমুখে তিনি মানব-জন্মটাও ত্যাগ করতে পারতেন।

দেখতে দেখতে আর লিখতে লিখতে শেষটা ট্রাবকিনের মাথা ঘুরতে

লাগল। তিনি কয়েকজন স্কাউটকে পরিদর্শনের ভার দিয়ে মুসতাফফের গর্তে গিয়ে ঢুকলেন।

সেখানে জমা হয়েছে তরুণ সেনাপতিরা অনেকে। সব জুনিয়র লেফটেনেন্ট, নতুন এসেছে যুদ্ধ বিদ্যায় স্কুলের পড়া শেষ ক'রে—তাদের পোষাক নতুন, পায়ে ক্যানভাসের উঁচু জুতো। তারা চেঁচিয়ে কথা কইতে কইতে ট্রাবকিনকে দেখে সশ্রদ্ধভাবে অভিনন্দন জানিয়ে চুপ ক'রে গেল। ট্রাবকিন টেবিলে ব'সে অনুভব করতে লাগলেন—এই তরুণ অফিসারদের চোখের দৃষ্টি তাঁর দিকে নিবদ্ধ; তাঁর মনেও তখন এদের কথা ঘুরতে লাগল।

এই তরুণ ছেলেগুলির জীবন কত সংক্ষিপ্ত। তারা বড় হ'য়েছে—স্কুলে গিয়েছে; তাদের আশা আনন্দ বেদনা—সবই বাকী আছে। একদিন হয়ত কুয়াসা ভরা ভোরে তারা তাদের সৈন্যদের নিয়ে চালাবে আক্রমণ, তারপর লুটিয়ে পড়বে ভেজা মাটিতে—কোনদিন আর উঠবে না সে শয্যা থেকে। লোকে তাদের এত কম জানে যে, কোনদিন এদের সম্পর্কে একটা দুটো ভাল কথা বলারও সময় হয়নি তাদের। বরাবর তারা অজানাই রয়ে গেল। ঐ খাকী-পোষাকের নিচে স্পন্দিত অন্তরটি কেমন ওদের—কেই বা জানল সে কথা? ঐ তরুণ ললাটের মসৃণতার অন্তরালে কি তাদের চিন্তা—কে বুঝল তা?

ট্রাবকিন ওদেরই সমবয়সী, তবুও তাঁর মনে হলো ওরা তাঁর চেয়ে অনেক ছেলেমানুষ। তবু ভাল লাগে ভাবতে যে, তিনি এপর্যন্ত 'কিছু' অন্তত করেছেন। তিনি জানেন যে তাঁর মৃত্যুতে শোকে কেউ কেউ একবার দুঃখিত অন্ততঃ হবে। এমন কি ডিভিসন কম্যাণ্ডারও একটা কথা বলবেন তাঁর জন্য। "আর ঐ মেয়েটি—" হঠাৎ তাঁর মনে হলো—"সেই মেয়েটি—সেও হয়ত দুঃখ পাবে।"

আর সেই সন্ধ্যায়ই—এ সন্ধ্যা তাঁর নিজের জীবন-সন্ধ্যা হওয়াও

বিচিত্র নয়—তিনি যুবক লেফেটেনেণ্টদের দিকে বেদনাময় সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন।

একটি কিশোর সমস্ত ক্ষণ বড় বড় দুটি নীল চোখে তাঁর দিকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি হয়ে বসে ছিল। ট্রাবকিনেরও ভাল লাগল তাকে। ছেলেটি তাঁর চোখের দিকে চেয়ে সলজ্জ ভাবে বল্‌ল:

"আমাকে নিয়ে চলুন—খুশি মনে আমি যোগ দিই এ দলে।" ঠিক ঐ কথাটাই সে উচ্চারণ করল—"খুশি মনে"। ট্রাবকিন হাসলেন।

"ভাল কথা। আমি ডিভিসনের চীফ অব্ স্টাফকে বলব তোমাকে যেতে যেন দেন—আমার লোকও বেশী নেই।"

হেড কোয়ার্টারে এসে লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল গ্যালিয়েবকে তিনি এ অনুরোধ জানাতেই তাঁর সম্মতি পেয়ে গেলেন; তার জন্য সৈন্যদলে যেখানে যেখানে টেলিফোন করার দরকার গ্যালিয়েব তার ব্যবস্থাও ক'রে দিলেন।

তারপর লেফ্‌টেনেণ্ট মেশচেরস্কি এসে গেল গোলাঘরে—সুন্দর চেহারা, সুনীল চক্ষু, বছর কুড়ি তার বয়স, হাঁটু অবধি ক্যানভাসের জুতো পরা। তার ছোট্ট স্যুটকেসটিতে বেশ কয়েকখানি বই, স্কাউটদের কাছে অবসর সময়ে সে বই সে প'ড়ে শোনায়। তারা স্বল্পালোকিত গোলাঘরে ব'সে মন দিয়ে শোনে; কবির অপূর্ব ভাষা ও ছন্দ-লালিত্য আর মেশ-চেরস্কির উন্মাদনা দুইই তাদের বিস্ময় জাগায়।

এখনও কাটিয়া গোলাঘরে আসে, কিন্তু আসে তখনই যখন ট্রাবকিন থাকেন না। মেশচেরস্কি তাকে নম্রভাবে অভিবাদন করে, শেকহ্যাণ্ড করে বসতে অনুরোধ জানায়। স্কাউটদের তা ভালোই লাগে,—যদিও এসব ভদ্রতা-বিনিময়ের অভ্যাস তারা একেবারে হারিয়ে ফেলেছে বলে তাদের একটু মজাও লাগে তা দেখতে।

একদিন মেশচেরস্কি কথা-প্রসঙ্গে ট্রাবকিনের কাছে কাটিয়ার উল্লেখ ক'রে ফেলে।

"আশ্চর্য মেয়েটি কিন্তু!—আমি রেডিওঅপারেটরের কথাই বলছি।"

"কার কথা বলছো বল ত?"

"ঐ যে কাটিয়া সিমাকোভা—প্রায়ই আসেন এখানে"—ট্রাবকিন চুপ ক'রে থাকেন।

মেশচেরস্কি প্রশ্ন করে—"কেন, আপনি চেনেন না নাকি?"

"তা অবশ্য চিনি। কিন্তু 'আশ্চর্য' রকমের কেন বল্‌লে তা তো বুঝলাম না।"

"বড় সহৃদয়া মেয়েটি। স্কাউটদের কাপড় কেচে দেন, বাড়ি থেকে চিঠি এলে ওরা তাঁর কাছে পড়ে, সব খবর বলে নিজেদের। উনি এলে প্রত্যেকে খুশি হ'য়ে ওঠে, ভারী সুন্দর গানও করেন কিনা উনি।"

অন্য এক সময় মেশচেরস্কি নিজের স্বভাবগত উচ্ছ্বাসের সঙ্গে হঠাৎ বলে ফেলে,—"উনি কিন্তু আপনাকে ভালবাসেন,—সত্যিই একথা। আপনি বলতে চান আপনি তা লক্ষ্য করেন নি? যে কেউই তা বুঝতে পারে;—বেশ মজা হয় কিন্তু তবে। আমি খুব খুশি হব আপনাদের দু'জনার পসন্দে।

ট্রাবকিন জোর ক'রে হাসেন।

"তুমি জানলে কি ক'রে? তিনি বুঝি তোমায় বলেছেন?"

"না, না; উনি বলতে যাবেন কেন? আমি নিজেই বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সত্যি বলছি—আশ্চর্য রকমের মেয়ে উনি।"

ট্রাবকিন নির্মম ভাবে ব'লে বসেন, "আর কারুকে ভালবাসলেই ভাল করতেন তিনি।"

মেশচেরস্কির মুখ বেদনায় কুঞ্চিত হ'য়ে ওঠে। হাত নেড়ে সে বলে ওঠে,—"কি ক'রে একথা বলেন আপনি? ভাবেন কি ক'রে একথা? না, না, এ আপনার সত্য কথা নয়।"

ট্রাবকিন কথাটা শেষ করে দিতে বলে ওঠেন, "এখন রাতের পালা, শেখানোর সময় এসে গেল। চল, ওঠা যাক।"

মেশাচেরস্কি এ দিনের শিক্ষা গভীর ভাবে গ্রহণ করল। ছোট ছেলের মত কতকটা উল্লসিত হ'য়েই ওঠে সে। ক্লান্তিতে ভেঙে না পড়া পর্যন্ত সে বুকে হেঁটে চলা অভ্যাস করল। দুরন্ত সাহস নিয়ে বরফ-গলা জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। তার কাছে এ দলের কার্যকলাপের অসংখ্য গল্প কেউ করার থাকলে সে বোধ হয় সারারাত তা শুনতে প্রস্তুত ছিল।

ট্রাবকিনেরও তাকে দিনের পর দিন ভাল লাগে। সপ্রশংস চোখে ঐ নীলনয়ন ছেলেটির দিকে তাকিয়ে তিনি ভাবেন, "স্কাউট হবার মতই জিনিস আছে এ ছেলেটির মধ্যে।"

৬

"তাহলে আগামী কাল রাত্রিতে আমরা যাচ্ছি। আশা করি রাত্রিটা অন্ধকারই হবে, পর্যবেক্ষণের পক্ষে তা'ই ভাল।"—মামোচকিন তরুণ স্কাউটদের সামনে বেশ বড়াই ক'রে রং ফলিয়ে বলে।

এদিকে সে কিন্তু বেশ ফুর্তিতেই ছিল। যাবার সময় আসছে দেখে ট্রাবকিনই মামোচকিনকে তার ঘাঁটি আগলানোর ডিউটি থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন বিশ্রামের জন্য। মামোচকিনও সেই বিপত্নীক কৃষকের সন্ধানে ছুটতে কালবিলম্ব করল না। গোলাবাড়ীতে সে শুধু হাতে ফিরল না। একটি পুরো কলসী ভরা মধু, একপাত্র ভরতি ঘরের তৈরী ভডকা, একটিন মাখন, কতকগুলো ডিম, আর তিন তিন কিলোগ্রাম সসেজ নিয়ে সে গোলাঘরে ফেরে। বুড়োটি এবার একটু ভয়ে-ভয়ে আপত্তি জানিয়েছিল এতগুলি সওগাত দেবার আগে। উত্তরে একটু বিষন্ন ভাবে মামোচিন বলেন:

"আরে বুড়ো, কিছু মনে করনা। হয়ত আর আমার সাথে তোমার দেখাই হবেনা। অবশ্য আমি সোজা স্বর্গে ই যাব। সেখানে তোমার বুড়ীর সাথে দেখা হলে আমি বলব -তুমি বড় ভাল লোক ছিলে। নাও, আর কথা বাড়িওনা ভাই; হয়ত এই শেষ দেওয়া দিচ্ছ তুমি আমাকে।"

এদিককার অবস্থা দেখে মামোচকিন শেষ পর্যন্ত ঠিক ক'রে ফেলে যে, তার খাদ্য সরবরাহের রহস্যটা সে সংগীদের কাছে প্রকাশ করে যাবে। বাইকফ আর সিমিওনফ্‌কে সঙ্গে নিয়ে সে তাদের ঘাড়ে একরাশ জিনিসপত্র চাপালে, তারপর বেশ প্রসন্ন হাসির সঙ্গে বার বার বলে চলল।

"তোফা, হে তোফা! বাগানো কি করে গেছে, না?"

বাইকভের কিন্তু মনে হলো ব্যাপারটা কেমন যেন একটু সন্দেহজনক। তাই সে বলে,—"মামোচকিন, হুঁশিয়ার কিন্তু ভাই; লেফ্‌টেনেন্ট টের পেয়ে যাবেন।"

বুড়োর ক্ষেতের পাশ দিয়ে যেতে যেতে মামোচকিন একবার আড় চোখে সেই "তার" ঘোড়াগুলোর দিকে তাকায়। ঘোড় দুটো লাঙ্গল করছে, মই দিচ্ছে। বুড়োর ছেলে তাদের খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—কথা কয়না সে ছেলে, দেখতে বোকা বোকা, শরীরও নুয়ে পড়েছে অকালে। ছেলের বউও সঙ্গে আছে—সে কিন্তু বেশ লম্বা দেখতে, সুশ্রী।

প্রকাণ্ড চাঁদ-কপালে ঘুড়ীটার দিকে চেয়ে মামোচকিনের মনে পড়ল সেই বুড়ীকে যার বাড়ীতে তাদের দল বিশ্রাম নিতে গিয়েছিল; ঘুড়ীটা তারই।

"উঃ, বুড়ী কি অভিশাপই না আমাদের দিচ্ছে"—মামোচকিনের মনে কথাটা যেন দপ করে জ্বলে ওঠে। এক লহমার জন্য সে একবার বিবেকের দংশনও ভোগ করে। কিন্তু এখন আর এসব ভাবনার প্রয়োজন কিসের? আর্মি এগিয়ে চলেছে, আর কে জানে এর শেষ কোথায়?

গোলাবাড়িতে এসে মামোচকিন দেখল ট্রাবকিন পুরাতন মাড়াই কলের পাশে ব'সে,—হাতে পেন্সিল। তিনি চিঠি লিখছেন তাঁর মাকে, বোনকে। হঠাৎ মামোচকিনের মুখখানা সাদা হয়ে গেল, আস্তে আস্তে সে গিয়ে দাঁড়ায় লেফ্‌টেনেন্টের পাশে। তার চোখে অস্বাভাবিক এক ভয়ের আভাস দেখে ট্রাবকিনও অবাক হন।

"কমরেড লেফ্‌টেনান্ট"—মামোচকিন বলে—"আমাদের সঙ্গে একটা রেডিওর ব্যবস্থা থাকবে না—কি বলেন আপনি—?"

"হ্যাঁ, বারশনিকফ্‌ গেছে তো সেজন্যই।"

"কার কাছে থাকবে ওটা? মানে চালাবে কে?"

"আমি নিজেই খবরাখবর দোব—আবার একজন অপারেটর সঙ্গে নেওয়ার সুবিধা হবেনা। সে লোক কাপুরুষ হতে পারে, সব গোলমাল করে ফেলবে। আরে না—আমরাই চালিয়ে নোব—আমি রেডিওর কাজ বেশ কিছুটা জানি।"

"তা বটে।"—মামোচকিনের আর বলার ছিল না কিছুই, তবুও সে লেগে রইল সেখানে।

"কমরেড লেফ্‌টেনান্ট,—একটু পর্ক সসেজ দিই?"

সে ভেবেছিল লেফ্‌টেনেন্ট সংক্ষিপ্ত উত্তরে তাকে একবার বলবেন—"কি, আবার শুরু হয়েছে তো চাষীদের ঘরে উৎপাত?" কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান জানিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে নিজের চিঠির দিকে আবার মন দিলেন। ততক্ষণে মামোচকিন মনটা ঠিক করে নিয়ে ব'লে ওঠে—হঠাৎ তার স্বর কাঁপতে থাকে:

"ও কমরেড লেফ্‌টেনেন্ট, চিঠি লিখবেন না।"

ট্রাবকিন আশ্চর্য্য হয়েই প্রশ্ন করেন, "কেন? বল ত কি হলো তোমার?"

"এই মাড়াই-কলের পাশে ব'সেই মারচেংকো যাবার আগে চিঠি লিখছিল। ওটা অপয়া জায়গা। আমরা জেলেরা বাড়ি ঘরে এসব লক্ষণ মেনে চলি, আর সেগুলো হয়ও ঠিক, সত্য বলছি।"

"মামোচকিন, ওগুলো মেনো না। ওগুলো সেই ঠাকুমা দিদিমা বুড়ীদের গল্প ছাড়া অন্য কিছু নয়।"—ঠাট্টা ক'রেই ট্রাবকিন কথাটা বলেন, কিন্তু তাঁর গলার স্বর কোমল।

মামোচকিন স'রে গেল। ট্রাবকিন আবার পেন্সিল তুলে নিলেন। কিন্তু এবার তাঁর চোখ গিয়ে পড়ল প্রবেশ দ্বারের পাশেই একবোঝা খড়ের পুঞ্জীকৃত অন্ধকারের দিকে। একটি কোণে প'ড়ে

আছে ছোট একটি কাঁধে ঝোলানো থলিয়া, ঘামে বৃষ্টিতে ভেজা বয়সেও জীর্ণ—হাঁ, ওটাতো মারচেংকোর বিছানাই।

শেষ পর্যন্ত ট্রাবকিনের চিঠি শেষ করা হল না। বারশনিকফ্ একটি ছোট্ট রেডিও সেট নিয়ে এলো; সঙ্গে মেজর লিখাচেভ, ডিভিসনের সিগন্যাল বিভাগের বড় কর্মচারী, কটিয়া এবং অন্য দু'টি অপারেটর। লিখাচেভ আর একবার ট্রাবকিনকে নিয়ম কানুন ও সাংকেতিক শব্দগুলি বুঝিয়ে দেন।

"দেখে নাও ট্রাবকিন:—শত্রুর ট্যাংক বাহিনী বোঝাবে ৪৯ পদাতিকের সংকেত ২১;—নক্সাতে দেখ চতুষ্কোণ আঁকা আছে। ধর তোমায় জানাতে হবে এ জায়গাটায় ক'টা ট্যাংক আছে। তুমি বলবে—'৪৯ চৌকো-ষাঁড় চারটা'—ব্যস। পদাতিক বুঝোতে চাও? বলবে—'২১ চারষাঁড়', কেমন? "

শেষবারের মত ওরা পরীক্ষা ক'রে নেয়। দলটির সাংকেতিক নাম দেওয়া হয়েছে 'তারা' আর ডিভিসন হলো 'পৃথিবী'।

আশ্চর্য সব শব্দ, অদ্ভুত তাদের অর্থ! গোলাঘরের নীরবতার মধ্যখানে শব্দগুলি মুখর হয়ে থাকল। স্কাউটরা লিখাচেভ ও ট্রাবকিনের পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে সচকিত হ'য়ে সে সব শুনল।

"পৃথিবী, পৃথিবী, তারা বলছে। একুশ মোষ তিন; একুষ মোষ তিন;—তোমার নাকের ডগায়।"

পৃথিবীও তারাকে বলছে—"ঠিক হ'ল কিনা শোন—'একুশ মোষ তিন, তোমার নাকের ডগায়'—না?"

তারা বলছে—"পৃথিবী, শোন, হাঁ, ঠিক ৪৯ বাঘ দুই।"

গোলাঘরের অন্ধকারে চলতে লাগল দুই গ্রহের অদ্ভুত কথাবার্তা। সবাই ভাবল সত্যিই তারা মহাশূন্যে ভাসছে। কেবল চড়াই পাখীগুলো কিচির মিচির শব্দে নিজেদের ঘরোয়া আলাপ করতে করতে

কার্নিশের ধারে ধারে বাসা বাঁধছে আর খুশি হ'য়ে ডানা ঝাপটাচ্ছে।

যাবার আগে লিখাচেভ ট্রাবকিনের হস্ত মর্দন ক'রে বলেন, "আচ্ছা, তোমার তো একজন অপারেটর লাগতে পারে, নয় কি? কয়েকটি ভালো ছেলেও আছে, তারা যেতে চায়। আজই আমি একটা দরখাস্ত পেলাম"—তার কথায় একটু গোলমাল হয়ে যায়, তিনি হেসে বলেন, "এই যে জুনিয়র সার্জেণ্ট সিমাকোভার দরখাস্তই আজ পেয়েছি। উনি যেতে চান তোমাদের সঙ্গে।"

ট্রাবকিন ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে তাকালেন।—"কমরেড মেজর, কখনও না, - আমরা অপারেটর চাইনা। আমরা হাওয়া খেতে যাচ্ছি নাকি?"

কাটিয়া তার আন্তরিক প্রার্থনার উত্তরে এই অশিষ্ট ধমক খেয়ে গোলাঘরের বাইরে চলে গেল। ট্রাবকিনের কণ্ঠস্বরে নিদারুণ অবজ্ঞা লক্ষ্য ক'রে সে মনে গভীর আঘাত পেয়েছিল। তারও মনে ক্রোধ ফুঁসে ওঠে।—"নির্বোধ ছাড়া কে ভালবাসতে চায় এমন লোককে? কি ভীষণ চোয়াড় প্রকৃতির মানুষ।"

আজ ক্যাপটেন বারাশকিনের গর্তের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে কাটিয়ার একটু গতি মন্থর হল। "একটুখানি যাই না কেন?" ভাবে সে। তার মনে প'ড়ে যায় ক্যাপটেনের ভদ্র ব্যবহার, কোমল প্রেম-সম্ভাষণ স্পন্দিত দ্রুত কণ্ঠে তার দিকে নিরন্তর মধুর মনোনিবেশ, আগ্রহ,—সে সব অতি মামুলি হ'লেও নিঃসঙ্গ চিত্তকে তা টানেই। আজ হঠাৎ কাটিয়ার মনের কোণে এসবের জন্য ক্যাপটেনের প্রতি এখন সপ্রশংস প্রীতিও জেগে ওঠে। এমন কি তার মোটাসোটা লেখা খাতাটার কথাও সে ভাবে একটু হৃদয়ের উচ্ছ্বাস নিয়ে। লোকটার সবই সাধারণ, অতি সুস্পষ্ট ধরনের। সবটাই তার সহজে বোঝা যায়। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে কাটিয়ার মনে হল—মানুষের সুখী হ'তে হলে এই গুলিই চাই।

সে গর্তের ভিতরে যায়। বারাশকিন তাকে দেখে একটু আশ্চর্য হলেও খুশি ভরা হাসিতে তার সম্বর্ধনা করে। একটা চিন্তা তার মাথায় খেলে যায়—ট্রাবকিন তো এবার চলল; তাই বোধ হয় ধূর্ত মেয়েটা এখন ভেবেছে তাঁকে অন্ততঃ হাতছাড়া করা ঠিক হবেনা। সেই পুরাতন নোট বুকটা বার হয়, তাতে ফিল্মের যত সব নাটুকে প্রেমের গান লেখা। কিন্তু কাটিয়ার মনটা আজ গানের সুরে বাঁধা ছিলনা।

বারাশকিন প্রাণপণে তার অনুবাদক লেভিনকে এ সময়ে ভাগিয়ে দিতে চেষ্টা করে। অবশেষে সে লোকটাও সত্যিই বিদায় নেয়। আর বারাশকিন মিষ্টি করে কাষ্ঠহাসি হেসে কাটিয়াকে হাত দিয়ে জড়িয়ে নেন কাছে। হঠাৎ কাটিয়ার ভয়ানক গা ঘিন ঘিন ক'রে ওঠে। সে তাঁকে এক ঠেলায় সরিয়ে দিয়ে ছিটকে বার হ'য়ে যায় মর্মরিত বনভূমির দিকে। না, না, আর নয়। এই অতি-মামুলী প্রেমচর্চায় তার আর স্পৃহা নেই। বড় কুৎসিত, ভারী বিশ্রী এসব। তার দু চোখ জলে ভ'রে গেল।

ইতিমধ্যে ট্রাবকিন একটা অপ্রীতিকর আলোচনার মধ্যে পড়ে যান। গোয়েন্দা অফিসর ক্যাপটেন ইয়েস্কিন চুপচাপ লোকটি, অতি সাধারণ, দাগ-কাটা মুখখানি, তিনি গোলাঘরে আসেন। এঁদের কথা যা হয়, দুই গ্রহের কথার মত কিছু তা নয়। ক্যাপটেন, বর্ষাতির পর্দার ওপিঠে গিয়ে ট্রাবকিনের নিকট কবে কেন, কি ভাবে ঘোড়া নেওয়া হয়েছিল সে সব কথা খুঁটিয়ে জানতে চাইলেন। আরও জানতে চাইলেন যে, ঘোড়াগুলি কি ভাবে ফেরৎ দেওয়া হয়েছে এবং কেন ট্রাবকিন তার রসিদ নেননি।

ট্রাবকিন বিষণ্ণ মনেই সমস্ত খুঁটিনাটি খবর জানান, যা যা ঘটেছিল তাও বলেন। রসিদের কথা উঠতে তিনি একটু থেমে মনে করতে থাকেন যে কি ঘটেছিল। হাঁ, হাঁ, তিনি দুটি ঘোড়া একদিন বেশি

রেখেছিলেন আর মামোচকিন তা ফেরত দিতে নিয়ে গিয়েছিল। মামোচকিনকে তিনি ডাকতে পাঠালেন, তাকে গোলাঘরে তখন পেলেন না। ক্যাপটেন ইয়েস্কিন বললেন—তার ফিরতে দেরী হবে। কিন্তু যাবার সময় তিনি নিজে একবার গোলাবাড়িটা যেন অমনি ঘুরে দেখে নিলেন। তিনি দেখলেন মামোচকিনের বিছানায় সাদা টেবিল ক্লথ পাতা—অথচ অন্য সব স্কাউটদের বিছানায় সাধারণ বর্ষাতির আবরণ। কিন্তু এবিষয়ে কিছু না বলেই তিনি চ'লে গেলেন।

মামোচকিন এলে পরে ট্রাবকিন তাকে ডাকলেনও। কিন্তু অন্য কি কথা তখনই মনে পড়ায় ঘোড়ার কথা আর বলা হলো না। মামোচকিন তো তাঁর সঙ্গেই আছে—যাবে কোথা? তিনি শুধু তাকে জিজ্ঞাস করলেন যে, এ দু ঘণ্টা সে কোথা ছিল। মামোচকিন বললে—সে স্যাপারদের সাথে ছিল। কথাবার্তা সেখানেই শেষ হলো তখন।

ট্রাবকিন আর মেশচেরস্কি, বুগরফের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। মেশচেরস্কি যেন কিছু একটা কথা স্থির ক'রে নিয়েই পথ চললেন। হঠাৎ তা ব'লে ওঠেন:

"ট্রাবকিন যা'ই তুমি বল না কেন, আমি কাটিয়াকে ডাকতে যাবই। তুমি কিছু লক্ষ্য না করলেও আমি সব দেখেছি; খুবই দুঃখিত হয়েছি তার জন্য। কতখানি আহত হ'য়ে সে বেচারী সেদিন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। উঃ, ট্রাবকিন অমন করে তাকে আঘাত দেওয়া তোমার উচিত হয়নি।"

বুগরফের গর্তে এসে সে ব্রীড়াসংকুচিতা কাটিয়াকে ধরে ফেলল। কাটিয়াও ট্রাবকিনের অপরাধী ভাবটুকু ধরতে তখন ভুল করল না। সে সন্ধ্যাটি কাটিয়ার একটি স্মরণীয় সন্ধ্যা—আশা-ভরা উজ্জ্বল তার রূপ। আর ট্রাবকিনের পক্ষে সেটি শেষ হলো একটি আনন্দময় বিস্ময়ের ছাপ নিয়ে।

বেশ কথাবার্তা চলছিল—হঠাৎ বাগড়া দিল ছুটে এসে বয়াশনিকফ্। তার চোখ জ্বলছে, টুপির কথা ভুলে গেছে সে, আর শণের মত সোজা চুলগুলি তার কপালে এসে পড়েছে।

"কমরেড লেফ্‌টেনেণ্ট, আসুন, আসুন! আপনাকে সবাই ডাকছে। দেখুন এসে—কে এসেছে।"

গোলাঘরের পাশে গোলমাল, উত্তেজিত কথার আওয়াজ। স্কাউটরা ট্রাবকিনকে দেখে দৌড়ে কাছে আসে—"দেখুন না, কে এসেছে"

ট্রাবকিন দাঁড়িয়ে পড়েন।—আরে, এযে সাক্ষাৎ আনিকানফ! হাস্‌ছে দাঁত বার করে, দুটি চোখে সেই স্থির বুদ্ধির পরিচিত আভা। সে এগিয়ে আসে, ট্রাবকিনকে অভিবাদন ক'রে। লেফটনেণ্টেকে তো আর জড়িয়ে ধরা যায় না, তবু দুটি পা তার চঞ্চল হয়ে ওঠে।

"দেখুন কমরেড লেফ্‌টেনেণ্ট, আমি এসে গিয়েছি।"

ট্রাবকিন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত তাকিয়ে থাকেন তার দিকে। মুখে তার কথা সরেনা। হঠাৎ মনে হয়, কে যেন কাঁধ থেকে তাঁর একটা ভার সরিয়ে নিয়ে হাল্কা করে দিয়েছে। সেই মুহূর্তে তাঁর মনে হয় গত ক' সপ্তাহ ধরে তিনি কি দারুণ চিন্তা ও অনিশ্চিত সংশয়ের মধ্যে হাবুডুবু খেয়েছেন।

"কিন্তু এলে কি ক'রে? থাকবে ত? না কি অন্য দলে বদলি হবার পথে এখানে ঢুঁ মেরে যাচ্ছ একবার?"—ছোট গোল টেবিলের ধারে সবাই এসে বসে; ট্রাবকিন জিজ্ঞাসা করেন তাকে তখন ঐ সব কথা।

"আমাকে অন্য দলেই পাঠানো হয়েছিল।"—আনিকানফ উত্তর দেয়—"কিন্তু আমি পালিয়েছি ট্রেন থেকে। আমার মনে হ'ল আমি যাব আমার পুরনো দলে, লেফটেনেণ্টের কাছে। আমাদের দলের এক

সৈনিকের সঙ্গে দেখা হওয়াতে জেনেছিলাম যে আপনারা এখানেই আছেন এখনও।" তারপর সে একটু চুপ ক'রে কথাটা হেসে শেষ করে —"ভাবলাম তখন, তবে যাই সেখানেই দেখা হবে।"

আনিকানফকে কিছু খাদ্য ও ভডকা দিয়ে অভ্যর্থনা করা হল। ট্রাবকিন খুশি হয়ে তার আস্তে আস্তে খাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকেন। কত আস্তে সে ফল পরিতোষ করে খায়,—লোভীর মত নয়। প্রতিবার রাঁধুনী ঝিলিনকে সে প্রতিটি খাদ্যের জন্যই গ্রাম্য ধরনের অদ্ভুত সৌজন্য-পূর্ণ ধন্যবাদ জানায়। সেই রকম ভাবেই তাড়াহুড়ো না করে সে বল্‌তে থাকে যে, তাদের রিজার্ভ রেজিমেন্টের বীজ বোনা শেষ হয়ে গেলে পরে সে ফ্রন্টে যাবার আবেদন পাঠায়, আর যে দলে জায়গা খালি সে দলে ভর্তি হবার হুকুম পায়।

তারপর সে নিজে লেফ্‌টেনেন্টকে জিজ্ঞাসা করে, "তা হলে জার্মানদের পেছু নিচ্ছেনই? কে কে যাবে?"

"জুনিয়র লেফ্‌টেনেন্ট মেশচেরস্কি, এই মামোচকিন, বাইকফ, সিমিওনফ আর গোলাব।"

"মারচেংকোর খবর কি? কোথায় সে?"

সঙ্গে সঙ্গেই সে লক্ষ্য করে সবার মুখ কেমন গম্ভীর হ'য়ে ওঠে—কথার মাঝখানেই থেমে পড়ে। বুঝতে পেরে সে তার প্লেট খানা সরিয়ে রেখে একটি সিগারেট পাকিয়ে শেষে বলে ওঠে—

"তার কথা মনে থাকবে চিরদিন—"

স্বল্পক্ষণের জন্য সব চুপ চাপ। তারপর ভ্রূকুঞ্চিত করে ট্রাবকিন আনিকানফের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করেন—

"তোমার কি মতলব? তুমি কি আসছ আমার সঙ্গে, না, যে দলে পাঠানো হয়েছে সেখানেই যাবে?"

আনিকানফ তখন-তখনই উত্তর দেয়না। কারুর দিকে না

তাকিয়েও সে বুঝতে পারছিল—সকলে তার দিকে তাকিয়ে আছে তার উত্তর শোনবার জন্য।

"কমরেড লেফ্‌টেনেণ্ট, আমি আপনারই সঙ্গে যেতে চাই। কিন্তু তাহলে আমাকে আমার রেজিমেণ্টের কাছে লিখতে হয়—সার্জেণ্ট আনিকানফ পলাতক নয়। অর্থাৎ চিঠিটি বেশ গুছিয়ে লিখতে হবে—।"

মামোচকিন দ্বার পাশে দাঁড়িয়ে কথাগুলি শোনে; তার মনে যুগপৎ ঈর্ষা ও প্রশংসা জেগে ওঠে। নাঃ, এ আনিকানফ ছাড়া আর কেউ পারত না,—তা ঠিক সে বুঝল। মনে হলো সেই মুহূর্তে আনিকানফের মত হবার জন্য সে জীবনও দিতে পারে।

ইতিমধ্যে আনিকানফও চারপাশে ঘুরে ফিরে দেখে। খড়ের ওপর রাখে বর্ষাতি, লোক-দেখানো সবুজ ছদ্ম আবরণ; এক কোণে গাদা করা হাত বোমা, পেরেকে ঝোলান টমিগান আর সবার কোমরবন্দগুলি ছুরি-শুদ্ধ, সবই আছে ঠিক। দার্শনিকের মত প্রসন্ন একটি নিঃশ্বাস মোচন করে সে,—যেন এতদিন পরে সে বাড়ি এসে ঢুকতে পেরেছে, তাই তার এতখানি তৃপ্তি।

ট্রাবকিন শান্ত হয়েছেন, কোমলতা এসেছে তাঁর আচরণে। তিনি নক্সাটি খুলে আনিকানফকে কাজ বুঝিয়ে দিতে যাবেন এমন সময় হঠাৎ বড় দপ্তরের বার্তাবহ এসে তাঁকে ডিভিসন কম্যাণ্ডারের আহ্বান জানাল। আনিকানফকে সব খবর বুঝিয়ে ওয়াকিফ্‌হাল করার ভার মেশচেরস্কির উপর দিয়ে ট্রাবকিন্ কর্ণেলের কাছে চল্‌লেন।

সেনাপতির কুটির প্রায় অন্ধকার। কর্ণেল সেবিচেংকো অসুস্থ; জানলার পাশে বিছানায় শুয়ে, চীফ অফ স্টাফ যে রিপোর্ট পড়ছেন, তিনি তাই শুনছেন।

"ইস্, তোমার জুতোটা তো বিশ্রী—" ট্রাবকিনের অন্যরকম জুতো তাঁর প্রথম চোখে পড়ল।

"কমরেড কর্ণেল,—অভ্যাস করছি প'রে! রিয়াজান থেকে এসেছে সিমিওনফ; সে দলের প্রত্যেককে একজোড়া করে তৈরী করে দিয়েছে—বাকলের জুতো; মোটেই শব্দ হয়না—আর পায়েও ঠিক হয়।"

কর্ণেল প্রশংসা করবার উদ্দেশ্যে একবার একটা ঘোঁত্ করে শব্দ করে' লেফটেনেণ্ট কর্ণেল গ্যালিয়েভের দিকে তাকালেন—যেন বলছেন—দেখছ হে, স্কাউটরা কেমন ওস্তাদ।

কর্ণেল সেবিচেংকো এরূপ কঠিন কাজে প্রায়ই লোক পাঠান; কিন্তু আজ তিনিও ট্রাবকিনের কথা ভেবে দুঃখ বোধ না ক'রে পারলেন না। তিনি ভাবলেন যে, কর্ণেল সিমিরকিনের কথাই হয়ত ঠিক। কিন্তু তাঁদের, অর্থাৎ আর্মি হেড কোয়ার্টারের, কাজ তো সাধারণ পর্যবেক্ষকের কাজ—চালোয়া ভাবে বড় দপ্তরের অফিসারদের নিয়ে রিপোর্ট তৈরী করা, নক্সা ছকা, আর বড় বড় কাজের একটা মোটামুটি খসড়া এক সঙ্গে গেঁথে তোলা। কিন্তু তাঁর নিজের কাছে এই তরুণ সৈনিকটি,—ওই দাড়ি না কামান, বাকলের জুতো, সবুজ অঙ্গাবরণ, এসমস্ত শুদ্ধ একটি যেন ওই বর্ণের সজীব ছায়া মূর্তি,—সে একজন বিশেষ মানুষ।

তাঁর বড় ইচ্ছে হল, যেন ঠিক মা বাপের মতই ছেলেকে কোনও কঠিন কাজে পাঠাবার আগে, একবারটি বলেন—"নিজের প্রতি লক্ষ্য রেখো—।" তিনি বলতে চাইলেনও—"একটা কঠিন কাজে যাচ্ছ; কিন্তু মাথাটি বাঁচিয়ে চলো। সাবধানে থাকবে, যুদ্ধ তো শেষ হলো ব'লে।"

কিন্তু তিনি নিজেও স্কাউট ছিলেন একদিন। বেশ জানতেন, যাবার সময় এসব কথায় কিছু লাভ হয় না। বরং কথাগুলো শুনলে যে লোক অসাধারণ কর্তব্যনিষ্ঠ, সেও ঘাবড়ে যায় অনেক সময়। কোনো লোক তার কাজও ভুলে যেতে পারে, দুটা একটা কথার জন্ত। "নিজের প্রতি লক্ষ্য রেখো" সে ধরনেরই কথা;—যদি আবার বিশেষ করে তা

আসে উপরওয়ালা অফিসারের কাছ থেকে—তা'হলে তো কথাই নেই। তখন নিস্ফলতা সুনিশ্চিত।

সুতরাং কর্ণেল শুধু করমর্দন করেই ট্রাবকিনকে বলেন—"ঠিক মত লক্ষ্য রেখো সব দিকে।"

৭

ওপরকার ছদ্ম আবরণটা একবার গায়ে প'রে, পায়ের গোড়ালীতে, কোমরে, ঘাড়ের পেছনে, থুঁৎনীর নীচে,—এমনই সব ক'টা বোতাম এঁটে নিলে পর স্কাউট বাইরের পৃথিবীর সব দুঃখ কষ্ট ভুলে যায়। সে তখন আর পূর্বেকার লোকটি থাকে না—তখন সে যেন কী, কারুর ঠিকানাও সে জানে না, নিজের কথাও কিছু মনে রাখে না। কোমর-বন্দে সে একটি বন্দুক আর ছোরা বেঁধে নিয়ে গাত্রাবরণের ভেতর দিয়ে বুকের পকেটের নীচে একটি রিভলবার রাখে—ঠিক বুকের ওপরই। তারপর সে বেপরোয়া,—মানুষের তৈরী কোনও নিয়ম শৃঙ্খলার জন্য সে আর তোয়াক্কা রাখে না। সে তখন কেবলমাত্র আত্ম-নির্ভরতা সম্বল করেই পথ চলে। সমস্ত কিছু রেখে দিয়ে যেতে হয়। সব রকমের দলিলপত্র, চিঠি ফোটোগ্রাফ, সম্মানসূচক মানপত্র আর মেড্যালগুলি সে দিয়ে দেয় সার্জেন্ট মেজরকে; অপর দিকে তার পার্টি কার্ড—সে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যই হ'ক আর কমিউনিস্ট যুব-সংঘের সভ্যই হক—তা সে তুলে দেয় পার্টি সংগঠকের

হাতে। এই ভাবে সে তার ভূতভবিষ্যৎ সব ভুলে যায়—তা জাগরূক থাকে কেবলমাত্র তার অন্তরতম প্রদেশে।

বনের পাখীর মতই স্কাউট পরিচয়-হীন। মানুষের ভাষাও সে ভুলে যেতে পারে। কারণ, তাকে শুধু শুনতে হবে তার সহযাত্রীদের সাংকেতিক কথাবার্তা, অনেক সময়ই তা পাখীর কিচিরমিচির শব্দের মত। মাঠে বনে অলিতে গলিতে সে একেবারে মিশে যায়—ভাবে ভংগীতে সেখানকারই সঙ্গে অপৃথক সত্তা বনে যায় সে। কিন্তু সে সত্তাও বড় সাংঘাতিক। আপনাকে অবগুণ্ঠিত করেও সে সত্তা উহার মধ্যে জীইয়ে থাকে। তার মাথায় একটিই চিন্তা—তার লক্ষ্য কিসে সিদ্ধ হবে।

এই ভাবে শুরু হয় মানুষ আর মৃত্যুর মধ্যে সেই আদিমতম খেলা।

ট্রাবকিন মেশচেরস্কি আর বুগরফকে নিয়ে এগিয়ে চলেন পুরোবর্তী ঘাঁটির দিকে। সঙ্গের লোকদের তিনি আগেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। মেশচেরস্কি একেবারে মুষড়ে গেছে। লেফটেনেণ্ট কর্ণেল গ্যালিয়েভ যেই শুনেছেন আনিকানফ ফিরে এসেছে, অমনই কিনা তিনি একটু চিন্তার পর ঠিক করলেন ট্রাবকিনেব স্থানে লেফ্‌টেনেণ্টকে তাঁদের নিকট রেখে দেবার কথা!

ডিভিসন কম্যাণ্ডারকে তিনি বলেন, "কি যে হতে পারে তা আপনি জানেন না। স্কাউটরা এমনিই যাবে, আর কেউ থাকবে না তাদের নায়ক ?"—কথাটা ঠিকই, আর ডিভিসন কম্যাণ্ডার রাজীও হলেন।

অফিসার তিনজন চলেছেন বনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে কথা কইতে কইতে। আসলে কথা যা বলার তা বুগরকভই ব'লে যাচ্ছিলেন। বিষণ্ণচিত্ত মেশাচেরস্কি তা শুনছিল আর ট্রাবকিন অন্যমনস্ক ভাবে স্থির দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে ছিলেন।

এটা-সেটা বলতে বলতে অবশেষে ব'লে ওঠেন বুগরকভ—"উঃ, যুদ্ধটা

যদি শীঘ্র শীঘ্র শেষ হত!"—সঙ্গে সঙ্গে একবার আড়চোখে তিনি তাকিয়ে নেন ট্রাবকিনের গম্ভীর মুখের দিকে।

ট্রাবকিন উত্তর দিলেন না। কোনও কার্যভার সম্পাদনের আগে তিনি বিশেষ করেই চুপ মেরে যেতেন। এই রকম ঘুমের মত নিস্তব্ধতার অভ্যাসটা তাঁকে আয়ত্ত করতে কম বেগ পেতে হয়নি। তিনি যেন ভাগ্যের হাতে আত্ম-সমর্পণ করে ফেলছেন, যেন বলছেন—'যা করার সবই করা গেছে, এখন থেকে যা ঘটবার তাই ঘটুক'।

গোলন্দাজ বাহিনীর একদল ব্যাটারি বিন্যস্ত করেছে পাহাড়ের চওড়া পাড়ের ওপর; তার চারিদিকে পরিচ্ছন্ন ভাবে উঠেছে চারাগাছ—গোলন্দাজ সৈনিকেরা কামানগুলি পৈঠায় ঠিকমত সন্নিবিষ্ট করছিল। ট্রাবকিনকে দেখে তারা হাত নেড়ে ডাকল—

"কি, আবার কাজে চললেন?"

ট্রাবকিন সংক্ষেপে কাটা শব্দে জবাব দেন—"হাঁ, তা'ই।"

ট্রেঞ্চের মধ্যে ওরা তার জন্য অপেক্ষায় ছিল। ক্যাপটেন মুশতাকভ্, ক্যাপটেন গুরেবিচ্, আরও দুজন মর্টার দলের পরিচালক ছিলেন সেখানে। আনিকানফ আর অন্যান্য স্কাউটরা লেপটে বসে আস্তে আস্তে কথা কইছিল।

ক্যাপটেন গুরেবিচ তাঁদের সম্মিলিত কার্য-পদ্ধতি বাতলে দিতে শুরু করেন।

"আমি তাহলে ৬নং লক্ষ্যের ওপর একটি গোলা ফেলব—জার্মানদের অন্যমনস্ক করার জন্যই। ট্রাবকিন, বাঁ দিকে বেশী যাবে না;—শুনে রাখ কথাটা বেশ ক'রে; না হলে আমার কামানের পাল্লায় পড়ে মরবে। এর পর মর্টার আর আমার তোপও দাগাতে থাকব ৪ নম্বর লক্ষ্যের ওপর। তোমাদের কাছ থেকে লাল হাউই জ্বলে উঠতে দেখলে আমি ২নং, ৩নং, ৪নং, ৫নং ও ৭ নম্বরের ওপর

পর; পর গোলা ফেলতে থাকব—যাতে তোমরা ফিরে আসবার অবসর পাও।"

"মর্টারগুলির পাল্লা ঠিক আছে ত?"—ট্রাবকিন প্রশ্ন করেন।

মর্টার পরিচালক উত্তর দেয়, "হ্যাঁ, সে সব প্রস্তুত।"

"দরকার হ'লে দেখবে আমার মেসিন্‌গানও ঠিক আছে।"—মুশতাকভ বল্‌লেন।

দেখা গেল স্পষ্টই তারা বেশ উত্তেজিত হয়েছে সকলেই।

ট্রাবকিন 'বক্ষ-প্রাচীরের' ওপর ওঠেন। তাঁর চেষ্টা—যদি জার্মানদের ঘাঁটির কোনো সাড়া শব্দ শুনতে পান। কোথায় দূরে গ্রামোফোন রেকর্ডে ফক্স ট্রট নাচের বাজনা বাজছিল। বাঁ দিকে তখনও সাদা আগুনের ঝলক এধারে ওধারে চমকে উঠছে।

এ পর্যন্ত দেখে তিনি ট্রেঞ্চে লাফ দিয়ে নেমে এলেন। স্কাউট আর স্যাপারদের কাছে ফিরে এসে বল্‌লেন—"কি ভাবে চলতে হবে শুনে নাও।"

তারা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়।

"শত্রুর ১৩১নং পদাতিক বাহিনী দখল করে আছে এই অংশটি। দেখতে পাচ্ছ তো? আমাদের কাছে খবর এসেছে যে, পিছন দিকে ওরা নতুন করে বল সংহত করে পশ্চাৎভাগটা ভাল রকমে শক্ত করে রাখছে। আমাদের প্রতি ডিভিসন কম্যাণ্ডারের আদেশ হল—পশ্চাৎভাগে ওই শত্রুর কতটা সৈন্য জমায়েত হয়, কি ভাবে তা বিন্যস্ত হয়, কি রকম ওদের রিজার্ভ সৈন্যদল আর ট্যাংক বহর, এই সব খবর নেওয়া, খোঁজ করা। তারপরে রেডিও সহযোগে হেডকোয়ার্টারে সে খবর দেওয়া;—এই হল কাজ বুঝেছ?"

ট্রাবকিন এবার জানান স্কাউটদের মধ্যে কে কার পিছনে পিছনে চলবে। অবশ্য এ কথাও তিনি বলে দেন যে, আনিকানফ থাকবে তাঁর

পরেই ভারপ্রাপ্ত দ্বিতীয় ব্যক্তি। তারপর ট্রাবকিন ট্রেঞ্চের অন্যান্য অফিসরদের উদ্দেশ্যে অভিবাদনসূচক ভংগীতে ঘাড় নেড়ে 'বক্ষ-প্রাচীর' পার হয়ে নদী তীরে নেমে আসেন। একের পর এক পার হয়ে আসে বারাসবানিকভ, মামোচকিন, গোলাব, সিমিওনভ, বাইকভ; আর তিনটি স্যাপার—তাদের ওপর আদেশ দেওয়া আছে দলের সঙ্গে চলবার। সবার শেষে আসে আনিকানফ।

ট্রেঞ্চে যারা রইল তারা কয়েক মুহূর্ত একেবারে স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপর গুরোবিচ হঠাৎ খুব খানিকটা ফলাও করে শপথ নেয়—মুস্তাকফকে ভডকা ঢালতে বলে; আর সত্যিই পুরো একটা গ্লাস শেষ করে নিদারুণ বিতৃষ্ণায় মুখ বিকৃত করে। গুরেভিচকে এর আগে শপথ করতে কিম্বা পান করতে কেউ দেখেনি। মুশতাকও আশ্চর্য হয়ে যায়, কিন্তু কথা কয় না।

ইতিমধ্যে ট্রাবকিন স্রোতের ধারে নীচু ঝোপগুলির কাছে এসে থেমে পড়েছেন। স্কাউটরাও দাঁড়িয়ে পড়ে অমনই। ট্রাবকিন মোটেই নড়েন না যে। তিন-তিন মিনিট ওরা নিঃস্পন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়ে কাটায়। হঠাৎ জার্মানদের অগ্নিশিখা ঝলকে ওঠে, অন্ধকারের মধ্যে ফুঁসে, চোখ ধাঁধিয়ে, ফুলকি ছড়িয়ে নদীর ওপর দুধের মত সাদা আলোর ঝলক মিলিয়ে যায়। ট্রাবকিন ঠিক এই জন্যই অপেক্ষা করছিলেন, বোঝা গেল। পরমুহূর্তে তিনি নেমে পড়েন ঠাণ্ডা, অন্ধকার জলের মধ্যে, অন্যরা পিছু পিছু আসে। নদীটা তাড়াতাড়ি পার হয়ে পশ্চিম পারে ওরা এসে দম নেয়; অপেক্ষা করে পরবর্তী অগ্নিশিখার ঝলকানির জন্য। অবশেষে ট্রাবকিন স্যাপারদের অগ্রবর্তী করে ও তাঁর স্কাউটদের পেছনে নিয়ে চলতে শুরু করেন।

শেষে একটা গর্তের ধার ঘেঁসে স্যাপাররা থেমে পড়ে। গর্তটা

ট্রাবকিন দূর থেকে দেখে যা মনে করেছিলেন তার চাইতে বড়।
এইখান থেকেই শত্রুর মাইন পাতা শুরু হয়েছে।

অতি ধীরে ওরা সামনে এগোতে থাকে। সুদীর্ঘ দণ্ড দিয়ে ওরা মাটি পরীক্ষা করে ;—একজনের বুকে বাঁধা আছে শব্দযন্ত্র, তাতে কান পেতে শুনতে থাকে।

আবার আর একটা আলোক ঝল্‌কানি। সহজাত অন্ধ ভয়ে স্কাউটরা মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। তারা শুয়ে আছে বেশ উঁচু ডাঙ্গায়, জমিটা সমান ; তাদের মনে হয় সমস্ত পৃথিবীই বুঝি ওই ভীষণ প্রাণঘাতী আলোতে তাদের দেখে ফেলেছে। কিন্তু আলো মিলিয়ে যায় আর ফিরে আসে স্তব্ধতা।

পূরোবর্তী স্যাপাররা ইতিমধ্যে সতর্ক ভাবে হাত চালিয়ে বেশ কটা মাইনের সংযোগ কেটে দিয়ে ট্রাবকিনের দিকে ফেরে। ট্রাবকিন বুকে হেঁটে আসছেন তার পিছনেই। ট্রাবকিন চুপি চুপি বলেন—"নাও, চালিয়ে যাও।" এবার স্যাপাররা বড় কাঁচি দিয়ে তার কাটা শুরু করে দেয়। আবার আগুন—আবার কাছাকাছি ছুটে আসে আন্দাজী এক ঝাঁক গুলি। আবার শব্দ মিলিয়ে যায় সব চুপচাপ।

আলোর ঝলকানিতে ট্রাবকিন এবার জার্মানদের বক্ষ-প্রাচীর' চিনতে পারেন—ক'টা বড় বড় বীম পড়ে আছে কাছে। দ্বিতীয় ট্রেঞ্চ লাইনের ওপারে বনভূমির সীমারেখা—গোলাবিধ্বস্ত তিনটে গাছ— জার্মান সীমানা চেনার পক্ষে বিশেষ চিহ্ন ওগুলো। তিনি একটু বেশী দক্ষিণ ঘেঁসে এসেছেন। অন্ধকার কম্পাসের কাঁটায় একটি সবুজ আলোক রেখা দেখা গেল।

চারিদিকে নৈশ স্তব্ধতা। কিন্তু ট্রাবকিন জানেন এ স্তব্ধতা ছলনা ভরা ; হয়ত কত চোখ তাদের লক্ষ্য করছে এই অন্ধকারে। এমন কি, তিনি তাঁর কাঁধে স্যাপারের হাতের মৃদু স্পর্শেও চমকে যান। এ

স্পর্শের সংকেত-অর্থ—তার কেটে পথ করা হয়ে গেছে। স্যাপাররা এখানেই এখন অপেক্ষা করবে, পথ আগ্‌লাবে—যদি ট্রাবকিনের সঙ্গীদের নিয়ে ফিরে আসতে হয়। আর সব যদি ঠিক থাকে তবে তারা বুকে হেঁটে 'ঘরে'—ঘরই বটে!—ফিরে যাবে।

স্যাপারদের মধ্যে একজন ট্রাবকিনের হাত চেপে ধরে বিদায় জানায়। অন্ধকারের পর্দা চিরে অভ্যস্ত চোখ চেয়ে তিনি দেখতে পান একজোড়া প্রকাণ্ড গোঁফ ও কোটর গত চোখ। ট্রাবকিন চিনতে পারেন—মেজ্জিডভ! স্যাপারদের মধ্যে সব চেয়ে পাকা লোক সে। নাঃ, বুগরকফ তার কাজ ভালই করেছে বলতে হবে।

স্কাউটরা কাটা তারের মধ্যেকার পথ দিয়ে বুকে হেঁটে এগোতে থাকে। জার্মান 'বক্ষ-প্রাচীরের' ওপর এসে তারা যেন জমে যায়। বাঁ দিকে তখন গোলা ছুটছে—মাটি কাঁপছে। কিছু পরে দক্ষিণেও গোলা দাগা শুরু হয়ে যায়। ট্রাবকিন ভাবেন—এ নিশ্চয় গুরোবিচ।

বাঁ দিকে তিনি জার্মান কণ্ঠ শুনতে পান। আনিকানফ ও ব্রাসকনিফ ইতিমধ্যেই ট্রেঞ্চে নেমেছেন। কণ্ঠস্বর যেন এগিয়ে আসছে কাছে। ট্রাবকিন শ্বাস বন্ধ করে দাঁড়ান। যাতায়াতের ট্রেঞ্চ ধরে দুটি জার্মান প্রায় তাঁর ডাইনে এসে গেছে। একজন কি যেন খাচ্ছে। ট্রাবকিন তার চিবনোর শব্দ পর্যন্ত শুনতে পান। কিন্তু, যাক্, তারা গেল অন্যদিকে। আনিকানফ 'বক্ষ-প্রাচীরের' ধারে এসে এবার ট্রাবকিনকে লাফ দিয়ে নামতে সাহায্য করে!

পরক্ষণে তারা সাত জনই পাশাপাশি দাঁড়ায় জার্মান ট্রেঞ্চে।

ট্রাবকিন গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতে শুনতে যাতায়াতের ট্রেঞ্চ বরাবর চলেন। যেপথ দিয়ে জার্মান দুটি এখনি এসেছিল এ সেই পথ। ট্রেঞ্চটি দু' শাখায় ভাগ হয়ে গেছে। মোড়ের বাঁকে আগে যেতে যেতে আনিকানফ্ ট্রাবকিনের গা টেপে—সতর্কতা সূচক ভংগীতে।

'বক্ষ প্রোচীরের' ধার দিয়ে একটা জার্মান হেঁটে আসছে যে। স্কাউটরা ট্রেঞ্চের দেয়ালে মিশে যায় একেবারে। জার্মানটাও অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। না, এতক্ষণ পর্যন্ত সবই ভালই যাচ্ছে। এখন একবার বনের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারলেই হয়।

ট্রাবকিন যাতায়াতের ট্রেঞ্চের ওপর চ'ড়ে চারিদিক দেখে নিলেন। বন-রক্ষকের কুটিরের মোটামুটি হদিশ পেলেন তিনি—সেটা অনেকবার টেলিস্টরিওস্কোপের সাহায্যে দেখেছেন আগে। ঘরটার পাশেই একটি জার্মান মেশিনগান বসানো। সেখানে জার্মানরা উত্তেজিত হয়ে তর্ক-বিতর্ক করছে, সে আওয়াজও তার কানে আসে। বনের পথ তবে সোজা সামনেই হওয়া উচিত। বাঁ দিকে খাড়াইয়ের ওপর দুটো পাইন গাছ, বরাবর রাস্তা ওপরে উঠেছে, সেই খাড়াইয়ের বাঁ দিকে একটা জলাভূমি। সেইটাই পার হ'তে হবে তাদের।

ঘণ্টা খানেক বাদে দলটা বনে ঢুকে পড়ে শেষ পর্যন্ত।

মেশচেরস্কি আর বুগরকভ ট্রেঞ্চে দাঁড়িয়ে রাত্রির দিকে একাগ্রভাবে তাকিয়ে। একটু পরে পরেই মুশতাকফ্ কিম্বা গুরোভিচ এসে জিজ্ঞেস করেন আস্তে আস্তে—"খবর কি?"

নাঃ, লাল হাউই জ্বলেনি।—তাহলে বোঝা যেত যে দলটি ধরা পড়েছে কিম্বা ফিরে আসছে। তিনবার শত্রুর মেশিনগান চলেছে অবশ্য—তা এমনই সাধারণ ভাবেই চলে। মেশচিরস্কি ও বুগরকফ দুই ক্যাপটেন আর অন্যান্য সৈনিক সকলকেই যারা ট্রেঞ্চের ব্যবস্থাভারে ছিল তারা একযোগে নদীর দিকে তাকায়—ঝোপের ধারে, আগাছায়, জার্মান তারের দিকে, জার্মান 'বক্ষ-প্রাচীরের' দিকে সর্বত্র চোখ মেলে দেখে। কিন্তু না—কিছু না—কোনও অসাধারণ কিছু তো নয়ই, কিছুই দেখা যায় না।

"শয়তান, সাক্ষাৎ শয়তান!"—মুশতাকফ সপ্রশংস ভাবে বলে—

"নাহ'লে একেবারে যেন বনের মধ্যে মিশে গেল ভূতের মত ছায়া হয়ে।"

মেশচেরস্কি স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলে—"না; মনে হয় ওরা পৌঁছে গেছে"! সে এতক্ষণে বুঝল যে ঘামে নেয়ে উঠছে সে।

সৈন্যদলের বড়কর্তা ক্যাপ্‌টেন্ মুশতাকফকে টেলিফোন করেন। গলার স্বর উত্তেজিত—পরিচালক বলে সাংকেতিক ভাষায়: "৬০০ কথা বলছি।"

নৈশ তমিস্রা ভেদ করে সুপরিচিত গভীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে কর্ণেল সেবিচেংকোর; সে স্বর চেনে দলের সকলেই।

"কি, ট্রাবকিনের খবর আছে কিছু?"

"কমরেড ৬০০, মনে হচ্ছে সব ঠিক মত চলছে।"

"তোমার দিকটা বেশ শান্ত আছে ত?"

"হাঁ, কমরেড ৬০০, আছে।"

"বুগরকফের লোকেরা ফিরেছে?"

"এখনও আসেনি, কমরেড ৬০০।"

এক মুহূর্ত থেমে ডিভিসন কমাণ্ডার বলেন—"যাক ভালই হয়েছে, মুশতাকফ। যাও একটু ঘুমোও গিয়ে।"

"তাই হবে, কমরেড ৬০০।"

আবার একটু চুপ করে থেকে তিনি প্রশ্ন করেন—"জার্মানরা তাহ'লে সব চুপচাপ আছে?"

"একদম!"

"কোনও আগুন দেখা যায়?"

"হ্যাঁ, তবে তা কদাচিৎ।"

"গুলি চলছে?"

"এই সাধারণ মত—কখনও সখন।"

"কিন্তু সন্দেহজনক কিছুতো নয় তা?"

"নাঃ নাঃ—একেবারেই না—কমরেড ৬০০, এই যেমন হয়ে থাকে আরকি।"

তিনি টেলিফোনের শব্দগ্রহণ যন্ত্রটি নামিয়ে রাখতেই মুশতাকফ্ ব'লে ওঠে—"বুড়ো চিন্তায় পড়েছেন—দেখছি।"

৮

কুয়াশা-ঢাকা ভোর বেলাটি শীতের জড়তা মাখা, শীতার্ত পাখীদের কলরবে মুখর। কিন্তু ডিভিশনের কাছে যে খবর গিয়েছিল তা ঠিক তো নয়ই, বরঞ্চ দেখা গেল সমস্ত বনটাই জার্মানে জার্মানে ভর্তি। যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই অসংখ্য ট্রাক, তার চেয়েও অনেক বেশী সংখ্যায় বাস, আর দুই ঘোড়ায় টানা ভারী ধরনের দু'কোন-ঘেরা মালগাড়ি। সান্ত্রীরা বনের অলিতে গলিতে জোড়ায় জোড়ায় পাহারা দিচ্ছে, চেঁচিয়ে কথা কইছে। এদিকে সেদিকে জার্মান সৈন্যরা সুপ্তিমগ্ন। স্কাউটদের দেখা যাচ্ছে না সত্যি; কারণ তাদের একমাত্র আবরণ হল সূচীভেদ্য অন্ধকার। তাও সে অন্ধকারেই যে কোনও মুহূর্তে আলো তাদের ধরিয়ে দিতে পারে। কখন কোনদিকে জ্বলল একটা দেশলাই বা ফ্লাশ্‌লাইট, সঙ্গে সঙ্গে ট্রাবকিন ও তাঁর সঙ্গীরা বিপদ-সঙ্কুল সেই মাটিই আঁকড়ে শুয়ে পড়েন। পুরো দেড় ঘণ্টা তাঁদের কাটল একরাশ ভূপাতিত ফার গাছের কাঁটার মধ্যে।

একটা জার্মান খালি পা ঘসড়ে ঘসড়ে আসছিল, হাতে একটা

ফ্লাশ লাইট—সে খুব কাছে এসে পড়ল ট্রাবকিনের। আলোর রেখা প্রায় ট্রাবকিনের মুখে পড়ল, তবুও সেই আধঘুমন্ত জার্মানটার তা চোখেই পড়ল না। সে তার প্যাণ্ট নামিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল, সশব্দে মুখে নিশ্বাস ছেড়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করতে থাকল।

মামোচকিন ছুরি খুলতে যায় আর কি। ট্রাবকিন তা দেখেননি, কিন্তু সেই অতি দ্রুতভঙ্গির আভাস টের পেয়েই হাত চেপে ধরলেন মামোচকিনের।

লোকটা উঠে চ'লে গেল। যাবার সময় তার ফ্লাশ লাইট নিঃসৃত আলোয় বনের একটু অংশে আলোকিত হল, আর তাইতেই ট্রাবকিন দাঁড়িয়ে উঠে গাছের মধ্য দিয়ে একটা চলার পথ ঠিক করে ফেললেন—যেদিকটায় জার্মান কম।

বন থেকে তাদের বেরুতেই হবে,—যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল।

প্রায় দেড় কিলোমিটার পথ তারা ঘুমন্ত জার্মানদের পাশ দিয়ে বুকে হেঁটে গেল। পথ পেয়ে তারা নিজেদের কৌশল স্থির করে নিলে। যখনই জার্মান সৈন্যরা কাছে আসে হয়ত, কিম্বা সৈন্যরা নিজেদের প্রয়োজনেই কাছাকাছি ঘুরে বেড়ায়, তখনই ওরা মাটিতে শুয়ে পড়ে। দু' দু'বার ঠিক ওদের ওপরই আলো পড়ল; কিন্তু ট্রাবকিন যা ভেবেছিলেন তাই হ'ল অর্থাৎ জার্মান তাদেরকে নিজের দলের লোকই মনে করল। এমনই ক'রে ওরা চলল, কখনও গুঁড়ি মেরে কখনও ঘুমন্ত জার্মান সেজে, আবার বুকে হেঁটে। শেষ পর্যন্ত কুয়াশা ঢাকা ভোরে ওরা বনপ্রান্তে এসে পৌছে গেল।

এখানে এসে কিন্তু যা ঘটল তা ভাবলেও প্রাণ উড়ে যায়। এখানে একরকম ওরা গিয়ে পড়ল তিন তিনটে জার্মানের ঘাড়ে—তারা সবাই আবার 'জেগে'। তারা একটা ট্রাকে আধ-বলা আধ

শোওয়া ভাবে গায়ে দিব্যি কম্বল জড়িয়ে গল্প করছিল। তাদের মধ্যে একজন হঠাৎ কাছাকাছি একটা ঝোপের দিকে চোখ চেয়েই বিস্ময়ে বজ্রাহত হয়ে গেল। নীরবে ডাইনে বাঁয়ে না চেয়ে সাত সাতজন অদ্ভুত পোষাক-পরা লোক বনপথ ধ'রে যেন একটা ভূতুড়ে মিছিল' ক'রে চলেছে। না, লোক নয়—সাত সাতটা ভূতই, ঢিলে পোষাক পরা, সবুজ রংএর—তাদের ভীষণ গম্ভীর মুখ মৃতের মত, ভয়ানক রকম নীলাভ, পাণ্ডুর।

হয়ত এই সবুজ ছায়াশরীরী জীবগুলির অপ্রাকৃত আবির্ভাবে—কিম্বা, রাত প্রভাতের কুয়াশার আড়ালে তাদের অস্পষ্ট দেহাভাসে, জার্মানদের মনে তারা অশরীরী বা অপার্থিব বলে ধারণা জন্মে ছিল। সেই ক্ষণে একবারও তাদের মনে এলনা যে এরা রুশ, শত্রু পক্ষীয় কেউ হ'তে পারে।

সে ভয়ার্ত, অবরুদ্ধ স্বরে ব'লে উঠল—"সব্জে ভূত! সব্জে ভূত!"

এ সময়ে যদি ট্রাবকিন বা তাঁর দলের কেউ এতটুকু ভয় বা বিস্ময়ের চিহ্ন প্রকাশ করে ফেলতেন, অথবা এতটুকু আক্রমণ কি আত্মরক্ষার চেষ্টা করতেন, তা হলে হয়ত জার্মানরা হুশিয়ারী সংকেত করে সোর-গোল বাধাত, সমস্ত বনটাকেই জাগিয়ে ফেলত, আর অসংখ্য শত্রুদের সমস্ত সুবিধা থাকাতে, কুয়াশাঢাকা বনপ্রান্ত সেই ক্ষণেই সংক্ষিপ্ত, রক্তাক্ত, একটি স্বল্পস্থায়ী যুদ্ধক্ষেত্রে পর্যবসিত হ'ত। ট্রাবকিন বাঁচলেন শুধু নিজের প্রত্যুৎপন্নমতি ছিল ব'লে। মুহূর্তমাত্র সময়ের মধ্যেই তিনি স্থির চিন্তা ক'রে ফেল্লেন, তিনটে মাত্র জার্মান যখন তাঁদের দেখেছে তখন ওদের না ঘাঁটানোই সুবুদ্ধির কাজ। একবার যদি তারপর কাছাকাছি একটা ঝোপে ঢুকে পড়া যায় তখন ঐ তিনটে জার্মান দেরীতে সোর-গোল বাধালেও হয়ত পালাবার পথ করা যেতে পারে। তিনি তাই না দৌড়নো স্থির করলেন। যুক্তি নয়—সহজাত সংস্কারই

তাকে বুঝিয়ে দিল—কুকুরের সামনে থেকে যেমন দৌড়তে নেই, এও সেই রকম ; কারণ কুকুর তক্ষুনি বুঝবে তুমি ভয় পেয়েছ, আর অমনি ডাকতে শুরু করবে।

এমন কি, পদক্ষেপ পর্যন্ত এতটুকু দ্রুত না বাড়িয়ে স্কাউটরা সেই প্রস্তরীভূত জার্মানদের পার হ'য়ে গেল। এতক্ষণে ট্রাবকিন একবার উত্তপ্ত অস্থির দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে দেখে একেবারে ছুট মারলেন। তারা ঝোপঝাড় পার হ'য়ে খালি জায়গায় এসে পড়ল একবার—আবার আর একটা ঝোপে দৌড় মারল, জলা-ভূমির পাখীরা তাতে সচকিত হ'য়ে উড়ে গেল। তখন তারা নিঃশ্বাস নেয়। আনিকানফ ভাল ক'রে চারিদিক দেখে ওদের সাহস দিয়ে জানায় যে, কাছাকাছি কোনও জার্মান নেই। অবসন্ন হ'য়ে ক'টা লোক একেবারে মাটিতে ভেঙে পড়ে, সিগারেট ধরায়। আগের দিনের সন্ধ্যার পরে এই প্রথম ট্রাবকিন কথা বলেন : "উঃ, এখনই ধরা পড়েছিলাম ব'লে।"

তিনি হাস্লেন। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে, জিভ নড়ছে না, বহুক্ষণ কিছু না বলে কথাগুলোও শোনায় অদ্ভুত রকমের।

সেখান থেকে ওরা খুশি হয়ে দেখে কেমন ক'রে দশ দশটা জার্মান ছড়িয়ে প'ড়ে আতি-পাতি করে ঝোপটা খুঁজে পেতে দেখল—যে ঝোপটা ওরা একটু আগে ছাড়িয়ে এসেছে। তারপর পশ্চিম প্রান্তে এসে জার্মানরা ঐ জলাভূমিটা তীব্র চোখে তাকিয়ে দেখতে থাকে—স্কাউটরা একটু আগেই তা পেরিয়ে এসেছে। তারপর ওরা দল বেঁধে একত্র হল, হাসল, কথা কইল,—স্পষ্ট বোঝা গেল যে, যে তিনজন জার্মান ভূত দেখেছে তাদের দেখিয়েই তারা হাসছে—শেষে তারা সিগারেট খেল—চ'লে গেল।

সিমিওনফ ও গোলুব দলে নতুন—এরা জার্মানদের দিকে কেমন

বিস্ময়ে ঘৃণায় তাকায়। এই প্রথম ওরা এত কাছ থেকে শত্রুদের দেখল। ট্রাবকিন নিজেও এই নূতন স্কাউটদের লক্ষ্য করছিলেন। নাঃ, তারা অন্যদের মতই বেশ ভালই চলছে। সিমিওনফ বয়সে বাচ্চা হলেও ইতিমধ্যে দু বার আহত হয়েছে—যুদ্ধের নানা ব্যাপার দেখেছে—তার মাথা পুরানো পাকা সৈন্যর মতই ঠাণ্ডা। গোলুব—চটপটে, বেঁটেখাটো, কুরস্ক থেকে এসেছে—বছর সতের বয়স, তার বাপ সোভিয়েট কর্মচারী ছিলেন, হিটলারী সৈন্যরা তাঁকে মেরে ফেলেছে ইতিমধ্যে, সে তো সমস্তক্ষণ উত্তেজিত হ'য়েই আছে। তার তরুণ চিত্তে পিতার হত্যাকারীদের প্রতি একটা সত্যকারের ঘৃণা আছে, আর আছে সে সঙ্গে—রেড্ ইণ্ডিয়ান্, বীর ও অন্যান্য অভিযাত্রীদের মত দুরূহ যাত্রায় পথিকৃৎ হবার দুরাশা। ঘটনাচক্রের বৈচিত্র্যে সে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে থাকল।

মামোচকিন ট্রাবকিনের সুদৃঢ় আত্মসংযম দেখে মুগ্ধ না হ'য়ে পারলনা; গত কয়দিনের মধ্যে এই প্রথম এ ব্যাপারের পর সে তাদের অভিযানের সফলতা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হতে পারল। তার মনে হ'ল বিগত সন্ধ্যায় সে কেমন করে কাটিয়ার কাছে বিদায় নিয়েছিল; কাটিয়া কি গভীর ভাবেই না তার কাছে মিনতি জানিয়েছিল লেফটনেণ্টকে যেন সে দেখে-শুনে; সেও কাটিয়ার পিঠটি সস্নেহে চাপড়ে একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হেসেছিল।

"কাটিউশ, ঘাবড়ে যেও না। মামোচকিন যখন লেপ্টেনেণ্টের পাশে আছে তখন মনে কোর তিনি স্টেট ব্যাংকের হেফাজতেই আছেন—"

কিন্তু এখন মামোচকিনের মনে হ'লো যে ব্যাপারটা উল্টো, যতক্ষণ লেফ্টেনেণ্ট আছেন মামোচকিনেরই ততক্ষণ কোনও ভয় নেই। আবার সে ট্রাবকিনের দিকে তাকায়—চোখে স্ফূর্তির আভাস—একটু কেমন ঔদ্ধত্যের আভাও যেন। প্রত্যেককে এক টুকরো ক'রে

সসেজ দিয়ে বেশীর ভাগটাই সে তুলে রাখে লেফ্‌টেনেন্টের জন্ত— ফ্লাস্কের মধ্যে থেকে পুরো এক মগ ভড্‌কা ঢেলে তাঁকেই দেয়।

সেই ঝোপের কাছাকাছি কোন জার্মান নেই, এ বিষয়ে স্থির প্রত্যয় হয়েও আরও নিশ্চিন্ত হবার জন্ত ট্রাবকিন প্রহরী রেখে দেন। আর তার পরে তিনি বরাসনিকফের পিঠ থেকে বেতার বাক্‌যন্ত্রটি খুলে সর্বপ্রথম খবর পাঠাবার উদ্যোগ করেন।

উত্তর এল বহুক্ষণ পরে: বায়ুতরঙ্গে কড়কড়ে আওয়াজ, এদিক-ওদিক থেকে আসা ক্ষীণ গর্জন, কথা আর গানের টুকরো,—আর তাঁর গৃহীত তরঙ্গ-পথের খুবই কাছাকাছি তিনি শোনেন জার্মান ভাষার কথা,—কর্তৃত্বসূচক ভংগীতে দৃঢ়স্বর হুকুম জারি করছে। অন্যমনস্ক ভাবেই তিনি চম্‌কে ওঠেন এত কাছাকাছি জার্মান আওয়াজ শুনে। তাঁর ভয় হয়—বোধ হয় ধরা প'ড়ে যাবে 'তারা'।

অবশেষে তিনি অতি ক্ষীণ শব্দে উত্তর পান। একটি কথাই সে কণ্ঠে বারবার ধ্বনিত হতে থাকে: "তারা—তারা—তারা—তারা!"

একদিকে ট্রাবকিন আর অপরদিকে বহুদূরে 'পৃথিবী' থেকে যে রেডিও ধ'রে আছে দুজনেরই কণ্ঠে আনন্দসূচক ধ্বনি বেজে ওঠে।

ট্রাবকিন বলেন: "খবর বলছি শোন—২১ পেঁচা ২, ২১ পেঁচা ২—"

দূরবর্তী পৃথিবী—একমুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে জানায় সে বুঝেছে বেশ ভাল ক'রেই বুঝেছে—

"অনেক অসংখ্য ২১, বুঝেছ? অজস্র।" ট্রাবকিন ব'লে যান—"২১ সবে মাত্র এসে পৌঁছেচে।"

পৃথিবী বুঝল এবং প্রতিধ্বনির মত বারবার আবৃত্তি করল, 'অনেক ২১—অজস্র।'

তাদের সমস্ত সত্তা যেন অবশেষে জেগে ওঠে। ফ্রনট্‌ লাইন পেরিয়ে জার্মানে ভরতি বন পার হ'য়ে—তার ওপরে সেই জার্মানদের সম্বন্ধেই

খবর দেওয়া বেতারে!—আশ্চর্য বই কি, যে সত্যিই তারা বেঁচে আছে।

বারবার ট্রাবকিন তাঁর সহযোগীদের মুখভাব লক্ষ্য করেন। নাঃ, আর তারা অনুচর নয়, প্রত্যেকেই এখন তাঁর সত্যকার সহযোগী—তাদের প্রত্যেকের ওপরই অপর সবক'টির জীবন নির্ভর করছে। তিনি ওদের সৈন্যাধ্যক্ষ, তিনি বোধ করেন যে ওরা তাঁর থেকে অভিন্ন সত্তা, তাঁরই শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন ওরা। 'পৃথিবীতে' ওরা তাঁর থেকে আলাদা হ'য়ে থাকাটা তিনি সহ্য করতেন, ক্ষমা করতেন তাদের ব্যক্তিগত দুই একটা তুচ্ছ দুর্বলতা; কিন্তু এখানে এই তাঁর বিজন 'তারায়' তাঁরা সবশুদ্ধ মিলে একটা সম্পূর্ণ একান্ত সত্তায় পর্য্যবেসিত।

ট্রাবকিন খুশি হলেন নিজের কাজে—তাঁর সাত গুণ বেশী খুশি হলেন তাঁরা সাতজন বলে।

আনিকানফের সঙ্গে পরামর্শ করে ট্রাবকিন আগের ব্যবস্থামত তখনই একটা গ্রামে যাবার কথা স্থির করেন—সেখানে রেলরাস্তা পেরিয়ে একটি সড়ক গেছে। দিনের বেলা যাওয়া অবশ্য খুবই বিপজ্জনক—কিন্তু তারা গ্রামের ও পথের ধারের ঝোপেঝাড়ে জলায় জলায় চলবে, সে সব স্থানে জার্মানরা বড় ঘেঁসে না।

ঝোপটার পশ্চিমপ্রান্তে ওরা গিয়ে দেখে একদল জার্মান সেনা ঘোড়ায় টানা একটি ট্রাকের পথ ধ'রে জলাভূমি পার হচ্ছে। তাদের ইউনিফর্ম একেবারে কালো—সাধারণতঃ ওদের পোষাক হল গাঢ় সবুজ রং-এর;—তাদের অফিসর এগিয়ে চলেছেন, তাঁর চোখের পাঁশ্‌নে চশমা এত ঝকঝক করছে যে দেখে দস্তরমত চমক্‌ লাগে।

আনিকানফ ফিসফিসিয়ে ওঠে: "দেখুন—'এস্‌-এস্‌'এর দল।"

'এস্‌-এস্‌'এর ঐ ছোট দলটির পিছু পিছু এলো সারি সারি বিশটা প্রকাণ্ড দু'চাকার গাড়ি, সব গাড়ি রসদপত্রে বোঝাই করা, ঠাসা।

মর্কোচাংকোর কাছাকাছি আর একটি ঝোপে গিয়ে স্কাউটরা শুঁয়ো-পোকা-চাকার গাড়ি যাবার টাটকা দাগ দেখতে পায়। সতর্ক ভাবে সে দাগ অনুসরণ করে একটু পরিষ্কার জায়গায় এসে ওরা দেখে বারোটা আধা-সাঁজোয়া মানুষ-বহনের গাড়ি, যুদ্ধ সরঞ্জামে ভরা, সেগুলোর ওপরে নানারকম ছদ্ম-আচ্ছাদন দেওয়া আছে তাদের চেহারা ঢাকবার জন্য। 'শুঁয়োপোকা' ট্যাংকের চাকাগুলিতে সদ্য ধুলো জমে আছে—দেখে বোঝা যায় খানিক আগে গাড়িগুলি এসে পৌঁছেচে। গাড়ীর সঙ্গের লোকগুলোর আচরণেও তাই মনে হ'ল। তারা নিশ্চিন্তভাবে ইতঃস্তত; ছোটাছুটি করছে—গাছ কাটছে, ডালপালা ছাঁটছে—আগুন জ্বালাবার জন্য কিম্বা তাঁবু খাটানোর জন্য ;—এককথায় নতুন জায়গায় এসে লোকে যা ক'রে থাকে তারা সবাই তা করছে।

স্কাউটেরা বুকে হেঁটে ঐ বিপজ্জনক পরিষ্কার স্থানটুকু পার হয়—ডান দিক ঘুরে গিয়ে, যেতে যেতে আর একটি জার্মাণ ছাউনী দেখতে পায়—তাদের সঙ্গে সাঁজোয়া গাড়িতে ভরতি শুধু গোলাবারুদ।

বনের কচি ঘাসগুলি ছেয়ে গেছে সিগারেটের শূন্য প্যাকেটে, টিনে, গথিক অক্ষরে লেখা খবর কাগজের নোংরা টুকরোয়, খালি বোতল ইত্যাদি নানা রকমের জঞ্জালে—বিজাতীয় জীবনের ঘৃণিত নিদর্শন সব। গাছে গাছে অসংখ্য চিহ্ন টাঙানো—বন্দুক অভ্যাস করার জন্য, বেশীর ভাগই তাতে "৫" সংখ্যাটি কিম্বা "ডব্লু" অক্ষরটি লেখা। রাতের অন্ধকারের জন্য ওদের অপেক্ষা করতে হয়, দিনে বেরুনো অসম্ভব। চারদিকেই জার্মান ভরতি, জার্মানরা গ-গ-করে কথা কইছে, ঘুমোচ্ছে, বেড়াচ্ছে, ঘোড়ায় চড়ছে—জায়গাটায় অজস্র জার্মান সৈন্য কেন্দ্রিত করা হয়েছে।

ট্রাবকিন ও অন্য স্কাউটেরাও বোঝে ব্যাপারটা কি। জার্মানরা প্রকাণ্ড বনের আড়ালে নতুন সৈন্যদল আমদানী করেছে—কিছু একটা

মতলব ফেঁদেছে তারা। এই প্রথম স্কাউট্‌রা বোঝে যে-তাদের কাজের গুরুত্ব কতখানি—কি শক্ত দায়িত্বভার তাদের ওপর। সারাটা দিন একটা খানায় তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে কাটিয়ে ওরা রাত্রিতে চলতে শুরু করে।

ওরা এসে পড়ল ছোট বড় ক'টি তড়াগের পাশে মনোরম এক জায়গায়—ঠাণ্ডা বার্চ-শাখার ঝালরে সমাচ্ছন্ন আর ব্যাঙের কলরবে মুখরিত সমস্ত স্থানটি।

ট্রাবকিন বাদাম গাছের ঘন ঝোপে ঢাকা একটা খানায় আস্তানা করেন। উল্টো দিকের পাড়ে একটি দোতালা পাথরের তৈরী কোঠাঘর। সেখান থেকে জার্মানদের গলার আওয়াজ আসছে। বাড়িটার দক্ষিণ দিয়ে গেছে একটি গেঁয়ো সরু পথ; দিগন্তে টেলিগ্রাফের তারের খুঁটিগুলোর মাঝখান দিয়ে গিয়েছে বড় সড়ক।

ট্রাবকিন পথের অদূরেই ঘাঁটি পাতেন। ট্রাক আর গাড়ির স্রোত অবিরাম চলেছে। দেখার মত সেগুলো। কখনও শুধু ঘণ্টা খানিকের মত থামে, তারপর আবার আগের মতই পুরোদমে ব'য়ে চলে। ট্রাকগুলি ভরতি জার্মান সৈন্যে কিম্বা তার্পিনের আচ্ছাদন দেওয়া অজানা কোনও-কিছু জিনিসের বোঝায়। দু দু'বার গেল কামানের গাড়ি, সবশুদ্ধ চব্বিশটা, সঙ্গে পিছু-গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

ট্রাবকিন নিরবচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে এই যানবাহনের স্রোত দেখে যান। দলের কেউ কেউ পালা ক'রে ঘুমোয় আর বাকীরা ট্রাবকিনের সঙ্গে ব'সে জার্মান বাহিনীর বিভিন্ন অংশ গুনতে থাকে।

"কম্‌রেড লেফটেনেন্ট"—মামোচকিন অন্ধকার ঠেলে উঠে বলে—"ঐ গাড়িটায় খাবার যাচ্ছে, দুটো মাত্র জার্মান সেখানে! বলুন, একবার ওদের সাবাড় ক'রে দিই;—গুলি করব না।"

ট্রাবকিন সতর্কভাবে তার সঙ্গে যান। হাঁ, সত্যই একটা টানাগাড়ী চলেছে পথ দিয়ে খুব আস্তে আস্তে। দুটো জার্মান সিগারেট টানছে

আর টেনে টেনে কথা কইছে। গাড়িতে একটা শুয়োর বাচ্চা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে। না, সত্যিই লোভ হয় ঐ জার্মান দুটিকে পাবাড় ক'রে দিতে। শুধু বলার অপেক্ষা মাত্র। কিন্তু ট্রাবকিনও শেষ পর্যন্ত তাদের ছেড়ে দেন—একটু দুঃখের সঙ্গে হ'লেও।

"নাঃ ওদের যেতেই দাও—।"

মামোচকিন দুঃখ পায়। এখন পর্যন্ত সবকিছু ঠিক আছে—তার নিজের যুদ্ধ করার মন আছে, দলের সকলের কাছে সে নিজের উদ্যোগ জাহির করে তাক লাগাতে চায় তাদের—বিশেষ ক'রে আনিকানফকে। এইরকম শুধু ঘুরে আর চুপি চুপি উঁকি মেরে দেখে কি লাভ হচ্ছে? চারদিকে অতগুলো 'লোক' ঘুরে বেড়াচ্ছে—এক-একজন এক-একটা 'জিভ্',—ধরলেই খবর আদায় করা যাবে। আর তারা সুযোগ পেলনা তাদের একটাকেও মারতে?—সে বলে নিজে নিজে।

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই বড সড়কে যাতায়াত একদম চুপ মেরে গেল।

আনিকানফ্ লক্ষ্য ক'রে চলল—এরা শুধু রাতে একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়। আমাদের বিমান বহরের দৃষ্টি এড়াতেই এই ব্যবস্থা! বেটারা ইঁদুরের মত—রাত্রিতে চরে বেড়ায়। কিছু মতলব আঁটছে—নিশ্চয়ই।

ট্রাবকিন ওদের নিয়ে বাদাম গাছের ঝোপে ফিরে যান। স্কাউটরা ঢুলতে থাকে, ভোরের দিকে শীতও পায় তাদের। হঠাৎ হ্রদের ধারের বাড়ি থেকে উচ্চ চীৎকার গোঙানীর মত একটা আওয়াজ আসে।

কে জানে কেন মারর্চংকোর কথা হঠাৎ ট্রাবকিনের মনে ভেসে ওঠে। আবার একবার সেই গোঙানীর শব্দ, আবার চুপচাপ।

বরাশ্নিকফ্ বলে: "গিয়ে দেখে আসি ব্যাপারটা কি!"

ট্রাবকিন উত্তর দেন: "আলো ফুটে উঠেছে—না যাওয়াই ভাল।"

সত্যিই ভোরের আলো ফুটেছে তখন—হ্রদের জলে লাল আলোর ছটা প্রতিবিম্বিত। মামোচকিনের অনন্ত খাদ্যভাণ্ডার তার পকেট, সেখান থেকে বার হয় সসেজ আর কাটা রুটি। তাই খেয়ে স্কাউটরা তন্দ্রায় ঢুলতে থাকে।

কিন্তু ট্রাবকিন ঘুমোতে পারেন না। তিনি বুকে হেঁটে হ্রদের আরও কাছে গিয়ে চুপ ক'রে পড়ে থাকেন একেবারে তীরের কাছে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে। অপর তীরের বাড়িটিতে সবাই জেগে উঠছে। প্রাঙ্গণে লোকের যাতায়াত শুরু হয়ে গেছে।

তিনজন লোক বার হয়ে আসে ভিতর থেকে। সবচেয়ে লম্বা লোকটা স্যালুট ক'রে আস্তে আস্তে বাড়িটা ছেড়ে হেঁটে বেরিয়ে আসে। একটা সামান্য ডাঙার ওপর পৌঁছে সে পেছু ফিরে ফটকের লোকদুটিকে হাত নেড়ে অভিবাদন জানিয়ে গ্রাম্য সরু রাস্তাটি ধ'রে তাড়াতাড়ি চলতে শুরু করে। সেই সময় ট্রাবকিন লক্ষ্য করেন যে তার কাঁধে একটা থলি আর বাম বাহুতে শাদা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

চকিতে ট্রাবকিনের মনে হয় সৈন্যটাকে তো ধরলে হয়। এটা ঠিক চিন্তা নয়—এক-একটা আবেগ, যা নাৎসী দেখলেই প্রতি স্কাউটের মনে জাগবে। অতঃপর ট্রাবকিন বুঝতে পারেন যে ঐ শাদা ব্যাণ্ডেজের সঙ্গে রাতের শোনা গোঙ্গানীরও যোগ আছে। হ্রদের পাশের বাড়িটা একটা জার্মান হাসপাতাল। যে লম্বা চওড়া জার্মানটা ধূলিকীর্ণ পথ দিয়ে হাঁটছে সে এখান থেকে ছাড়া পেয়ে নিজের দলে ফিরে যাচ্ছে। ওকে ধরলে কিম্বা মারলে কেউ লক্ষ্যও করবে না।

আনিকানফও মামোচকিন জেগেই ছিল। ট্রাবকিন ওদের কাছে গিয়ে গাছপালার মধ্যে ঐ দীর্ঘকায় লোকটাকে ইসারায় দেখিয়ে দেন।

"ঐ জার্মানটাকে দিয়ে আমাদের কাজ আছে।"—ট্রাবকিন বলেন।

ওরা দুজনেই অবাক হ'য়ে যায়। এই প্রকাণ্ড দিবালোকে লেফ্‌টেনেন্ট তাদের বলেন কিনা জার্মানটাকে ধ'রে আনতে—এমনিতে না তিনি অত সাবধান! কি ব্যাপার!

ট্রাবকিন বাড়িটা দেখিয়ে বলেন: "ওটা হাসপাতাল।"

ওরাও সূর্যের আলোতে শাদা ব্যাণ্ডেজটা দেখে বুঝতে পারে ব্যাপারটা।

ঘুমন্ত স্কাউটদের জাগিয়ে নেয় ওরা; পথ সংক্ষেপ করার জন্য বনের মধ্য দিয়েই চলতে থাকে। লোকটা শীষ দিতে দিতে যাচ্ছে—স্পষ্ট বোঝা গেল যে সে এই বনান্তের প্রভাতটি উপভোগ করছে। আশ্চর্য সহজে নিষ্পন্ন হল পুরো ব্যাপারটা। গোলুব বেচারী কোনওদিন 'জীভ' পাকড়াতে যায়নি আগে; সে তো হতাশ হ'য়ে গেল দস্তুরমত। জার্মানটাকে সে ছুঁতে পর্যন্ত পেলনা। উত্তেজিত গোলুব কি ঘটছে তা বুঝবার আগেই লোকটাকে পোঁটলা পাকিয়ে তার মুখে তার টুপিটা পুরে মুখ বন্ধ করে ফেলা হয়েছে।

বাদাম ঝোপে খানার মধ্যে শোওয়ান হ'ল জার্মানটাকে। তার উঁচু খড়্গ নাসা একেবারে গিয়ে ঠেকল আকাশে। মুখ থেকে তার টুপিটা সরানো হল। ট্রাবকিন জার্মান ভাষায় তাকে প্রশ্ন করেন—তাঁর উচ্চারণে রুশীয় টান।

"তুমি কোন দলের?"

জার্মানটা বল্‌লে "১৩১ নং পদাতিক বাহিনীর পুরোবর্তী স্থাপার দলে আমি কাজ করি।"

স্কাউটেরা ইতিপূর্বেই এই পদাতিক বাহিনীর কথা জেনেছে। সমস্ত বন ছেয়ে আছে তারাই। তারাই বর্তমানে পুরোবর্তী।

ট্রাবকিন ভাল ক'রে বন্দীকে চেয়ে দেখেন। বছর পঁচিশ বয়স

হবে তার—মাথার চুল শণের মত—চোখ জার্মানদের যেমন হয় তেমনই প্যান্‌সে নীলাভ।

কঠোর ভাবে সেই প্যান্‌সে চোখের দিকে তাকিয়ে ট্রাবকিন আবার প্রশ্ন করেন :

"এখানে এস্-এস্"-এর লোক কেউ আছে ?"

জার্মানটা উৎসাহিত হ'য়েই জবাব দেয় -"যথেষ্ট যথেষ্ট—চারিদিকেই।" এত খবর সে জানে সেজন্য সেও একটু খুশি হয়ে ওঠে; একটু সাহসের সঙ্গেই যেন সে তার চার পাশের রুশ মুখগুলির দিকে চেয়ে দেখে, কথা বলে।

ট্রাবকিন আবার জিজ্ঞাসা করেন : "দলের নাম কি তাদের ?"

"ভাইকিং ট্যাংক ডিভিসন—একেবারে স্বয়ং হিমলারের বাছাই করা, নামকরা দল।"

ট্রাবকিন বলেন : "বেশ !"

স্কাউটেরা বোঝে যে লেফ্‌টেনেণ্ট একটা কিছু মূল্যবান তথ্য বার করে ফেলেছেন। বন্দী নিজেও পুরো জানতনা যে ভাইকিং ট্যাংক ডিভিসনের কি ক্ষমতা, কিম্বা কেনই বা সেদল এখানে এসেছে। কিন্তু ট্রাবকিন বুঝলেন—এই খবর পেয়ে তার কি লাভ হল, কতখানি তার ফল হবে। তিনি এক রকম অমায়িক ভাবেই জার্মান যুবার দিকে তাকিয়ে তার কাগজপত্র পরীক্ষা করতে লাগলেন। সহসা এই তরুণ রুশের চোখদুটির মধ্যে একটু কিছু করুণ ভাব আবিষ্কার করায় জার্মানটি যেন আশান্বিত হয়ে উঠল। সত্যিই কি এই সুদর্শন স্নিগ্ধ প্রকৃতি ছেলেটি তাকে মারতে হুকুম দিতে পারবে ?

ট্রাবকিন জার্মান সৈন্যের কাগজ পত্র থেকে চোখ উঠিয়েই ভাবলেন—এবার তো একে সাবাড় করা দরকার। তাঁর মনোভাব বুঝেই যেন লোকটি ধড়ফড় ক'রে উঠে গভীর আবেগের সঙ্গে বলতে লাগল :

"কমরেড কমিউনিস্ট, বিশ্বাস কর, আমি নাৎসি নই। আমি খেটে খাই—আমার হাত দুখানা দেখ। আমি নিজে শ্রমিক—আমার বাপও শ্রমিক।"

আনিকানফ মোটামুটি জার্মানটার কথার ভাব ধরতে পারে—জার্মান 'আরবাইতার' কথাটার অর্থ 'শ্রমিক', তা সে জানত।

আনিকানফ একটু ভেবে বলে: "ওঃ, তাই বুঝি কড়া পোড়ো শক্ত হাত দুখানা দেখিয়ে ও বলছে—'আমি শ্রমিক'। এর মানে ও জানে যে, আমরা শ্রমিককে শ্রদ্ধা করি। এও তা হলে জানে যে ও কাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। কিন্তু জেনেও লড়াই তো করছে।"

ছোটবেলা থেকে ট্রাবকিনও শিখেছেন শ্রমিককে শ্রদ্ধা করতে, ভালবাসতে; কিন্তু আজ এই লাইপৎসিগের ছাপাখানার কর্মীকে তাঁর মারতেই হবে।

জার্মানটি ট্রাবকিনের চোখে, একই সঙ্গে দয়া ও নির্মমতা দেখতে পায়। সে বোকা নয়। ছাপাখানার হরফ বসানো তার কাজ ছিল। তাতে ক'রে অনেক জ্ঞানগর্ভ বই পড়তে পেয়েছে সে। সেও বুঝল যে, কেমন লোকের হাতে সে পড়েছে। মৃত্যুকে সে সামনে দেখল এই সুদর্শন পুরুষের রূপে—একই কালে সে ব্যক্তির দৃষ্টি করুণা-ভরা অথচ কঠোর! কান্নায় সে ভেঙ্গে পড়ল।

৯

কে জানে তাদের মনে কি ছিল। তা বোধহয় তারা নিজেরাও জানত না, জিজ্ঞাসা করলেও বলতে পারতনা। তাদের সব কথা অসংলগ্ন হয়ে গেছে। অতীত তাদের স্মৃতি থেকে মুছে গেছে। যদি বা তা মনে পড়ে সে শুধু ভাসা ভাসা ভাবে—কখনও কখনও। তারা বেঁচে আছে শুধু তাদের লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য—এছাড়া তারা কিছু ভাবেও না।

আনিকানফ আর গোলুব এগিয়ে চলে। তাদের পিছনে আসেন চল্লিশ মিটার দূরে ট্রাবকিন ও সিমিওনফ্‌ তাঁদের সঙ্গে বেতার যন্ত্র। ওদের বাঁদিকে, বড় সড়কের প্রান্তভাগে, ওদের পথ বরাবর চলেছে—মামোচকিন আর বাইকফ্‌, আর দক্ষিণে বরাশ্‌নিকফ সমস্ত দলটিকে বনের দিক থেকে যেন পাহারা দিচ্ছে। তারা চলেছে একটা সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ রচনা করে, ট্রাবকিন আছেন মধ্য বাহুতে আর আনিকানফ তার চূড়োয়। কখনও মনে হয় জার্মানরা বুঝি কাছাকাছি, আর তখনই সমস্ত ত্রিভূজটি গুটিয়ে কাছে স'রে আসে, গতি মন্থর ক'রে নেয়। ওরা শুনতে থাকে কান পেতে নানারকম নৈশশব্দ, পা আপনিই থেমে যায় তাদের। যেই আনিকানফ পাখীর মত একটা ডাক দেয় অমনই যেন আর সকলে যে যার জায়গায় একেবারে জমে যায়।

ট্রাক আর ট্রাকটর রাস্তার বাঁ দিক ধ'রে চলে যেতে থাকে। তারা শোনে জার্মান গান, জার্মান গালি-গালাজ—আর জার্মান কর্তৃপক্ষের আদেশ। কখনও পদাতিক বাহিনী চলে; এতকাছ দিয়ে তারা যায়, এত স্পষ্ট ওরা তাদের কথা শোনে যে, মনে হয় বুঝি হাত বাড়ালে

হাতে ঠেকবে একটা জার্মান মুখ—হয়ত হাত পুড়ে যাবে সেই জার্মানটার মুখের সিগারেটের আগুনে।

ট্রাবকিন মনস্থ করেছেন ইতিমধ্যে আর 'জীভ' কুড়িয়ে কাজ নেই। তিনি বুঝেছেন যে এখন তিনি একেবারে শত্রুদলের মধ্যভাগে। একটি অসাবধান মুহূর্তের নড়াচড়া, সামান্য অর্ধোচ্চারিত একটি শব্দ : সমস্ত এস্-এস্ বাহিনীকে শত্রু অমনি তাদের ওপর লেলিয়ে দেবে। তিনি জানতেন এখানে অন্ততঃ সেই ভাইকিং এস্-এস্ ট্যাংক বাহিনী কেন্দ্রিত হচ্ছে। কিন্তু তিনিও জানতেন না যে, সে বাহিনীর শক্তি সংখ্যা কত, আর উদ্দেশ্যটা কি। অবশ্য সমস্ত দলের মোটামুটি শক্তি একটা তিনি আন্দাজ ক'রেছিলেন সৈন্য ট্যাংক আর কামান ইত্যাদির সংখ্যা গণনা ক'রে। কিন্তু এদের উদ্দেশ্য জানা যেত যদি তেমন কোনও জার্মানকে পাওয়া যেত যে এসমস্ত খবর রাখে। সে রকম খবর পাওয়া যাবে যদি তারা রেল স্টেশনের দিকে লক্ষ্য রাখে তবেই।

কিন্তু ট্রাবকিনের অভিসন্ধি ব্যর্থ হয়ে যায়—অতর্কিতে। বাঁ পাশে একটা আওয়াজ তিনি শোনেন আর মামোচকিন অন্ধকার থেকে বার হ'য়ে এসে ফিসফিসিয়ে বলে :

"রাস্তার ওপরই একটা জার্মান প'ড়ে—মদ খেয়ে পড়ে আছে যেন নবাবজাদা।"

মাতাল লোকটার দিকে একবার তাকিয়েই কি ঘটেছে ট্রাবকিন বুঝতে পারেন। লোকটা অসাবধান হয়েই ঘুরছিল, ঘুরতে ঘুরতে বনে ঢুকে পড়ে—আর মামোচকিনের হাতে প'ড়ে সে এখন অচৈতন্য, হাত নিরস্ত্র।

একটু লজ্জিত ভাবেই মামোচকিন বলে : "কি করি তখন, লোকটা যে একেবারে আমার গায়ে এসে পড়ল।"

আলোচনার অবকাশ নেই আর। তারা বন্দীকে আক্রমণ করে

মেরে বনের মধ্যে আত্মগোপন করল। সেখান থেকে তারা জার্মানদের চীৎকার শুনতে পায়—তাদের হারিয়ে যাওয়া বন্ধুকে ডাক দেবার জন্য সেই চীৎকার। রুশদের কানে অদ্ভুত ঠেকে তা—"উ হু হু হু—উ হু হু হু—"

"উইলিবল্ড—উইলিবল্ড—কই—?"

"হের বেনেশ্, কোথায়!" হ্রদের ধারে ঘাসের ওপর ওরা বন্দীকে শুইয়ে ফেলে। মামোচকিন তার চোখে মুখে জল ছিটিয়ে দেয়। এমনকি, ফ্লাসক থেকে একটু ভডকা ঢেলে তার মুখে দিতেও আপত্তি করেনা। সে অপরিমিত খুশি হয়ে "তার" 'জার্মানকে একেবারে স্বর্গে তুলে ধরে। সোর গোল বাধিয়ে বলে :

"দেখুন সত্যকার এস্-এস্ এর লোক এটা। এর কাছে সব খবর মিলবে। দেখুন, দেখুন কম্রেড লেফটেনেণ্ট—আমি দিব্যি গালতে পারি—এ সাধারণ সৈন্য নয়, কোনও অফিসার নিশ্চয়ই।"

ইউরা গোলুব জার্মানটাকে কৌতুহলী দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে নিজের ক্ষুদ্র নাকটি কুঞ্চিত করে, হতাশ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে ওঠে -"সকলে জীভ ধরল কেবল আমি ছাড়া।"

"পাবে গোলুব পাবে"--দূরে বিলীয়মান কোলাহলটা কান পেতে শুনতে শুনতে আনিকানফ ব'লে ওঠে। "ওরকম অনেক আছে আশে পাশে। তোমার কপালেও জুটবে—দাঁড়াও না।"

লোকটি ছিল এস্-এস্ হাউপটশার-ফ্যুরার। সে সভয়ে ট্রাবকিনের দিকে চেয়ে দেখে। কাঁপতে কাঁপতে তোৎলা হয়ে সে জানায় যে সে ৫নং ভাইকিং এস্-এস্ ট্যাংক ডিভিসনে ৯নং দলভুক্ত রেজিমেণ্ট ওয়েস্টলাণ্ড মোটররেজিমেণ্টে কাজ করে। ঠিক এই 'কথাই' পাওয়া গেল—তার পকেটের দলিল পত্রে, মামোচকিনই সে সব টেনে বার করেছিল। তার কাছে আরও খবর পাওয়া গেল যে, ওয়েস্টল্যাণ্ড বাহিনীর

তিনটি ব্যাটালিয়ন আছে—তার প্রত্যেকটির মধ্যে আছে চারটি করে কোম্পানি, ভারী যন্ত্রপাতির রেজিমেণ্টে আছে ৬ ও ১০ ব্যারেলযুক্ত মর্টার। এসব কোনও দলেই ট্যাংক নেই—অন্য কোথাও আর কোনও দলে আছে কিনা তা সে জানেনা। দলটা এসেছে যুগোশ্লাভিয়া থেকে। দলের প্রধান দপ্তর হলো কাছাকাছি একটা গ্রামে, কিন্তু নামটা তার মনে নেই; কারণ রাশিয়ান কিম্বা পোলিশ নামগুলো মনে রাখা যায়না। তার মনে আছে শুধু মস্কো আর ওয়ারস ঐ দুটো নাম;—সে বেশ একটু চড়া গলায় উচ্চারণ করে ওঠে।

সঙ্গে সঙ্গে তার মালিক মামোচকিন তার গালে এক বিরাট চড় বসিয়ে দেয়। যেটুকু সে সাহস সঞ্চয় করেছিল তা উবে গেল তাতে— এবার জানোয়ারের মত হাঁউ মাউ করে সে চেঁচিয়ে ওঠে। এক কথায় মামোচকিনকে সে মৃত্যুর চেয়েও বেশী ভয় করতে শুরু করেছে। মামোচকিন তার বুকে চেপে বসার উদ্যোগ করে—নাৎসিটা কাঁপতে কাঁপতে সকরুণ চোখে ট্রাবকিনের দিকে চেয়ে প্রাণ ভিক্ষা জানায়।

শেষ পর্যন্ত হাউপটশার ফ্র্যারকে লেকের জলে ছুঁড়ে ফেলে ট্রাবকিন ‘পৃথিবীর’ সঙ্গে বেতার সংযোগ করেন। এবার কথা শোনা গেল খুব স্পষ্ট, আর তিনি সব সংবাদ দিয়ে দিলেন।

পৃথিবী থেকে যে কণ্ঠস্বর আসছিল তাতে ক’রে ট্রাবকিন বোঝেন যে খবরগুলি অপ্রত্যাশিত রকমের মূল্যবান। সর্বশেষে একটি নারীকণ্ঠ শুনে তিনি তা কাটিয়ার স্বর ব’লে চিনতে পারেন। সে ট্রাবকিনকে, দিন যেন ভালোয় ভালোয় কাটে আর শীঘ্র যেন ফিরে আসে, বলে শুভেচ্ছা জানায়।

কাটিয়া কথার শেষে বলে: “আমাদের ভালবাসা জানাচ্ছি—” তার গলা কাঁপে, কারণ ট্রাবকিনের এই সাফল্যে সেও গর্বে চাঞ্চল্যে

অস্থির হয়ে পড়ছে ;—তার এ কথাটার ওপরই যেন সমস্ত কাজ পাকা ভাবে নির্ভর করছে এমন একটা ভাব নিয়ে সে প্রশ্ন করে—

"বুঝতে পারলেন? আমার কথা বুঝেছেন?"

তিনিও উত্তর দেন : "হাঁ বুঝেছি।"

ভোরবেলা স্কাউটেরা একটি রেল স্টেশনের কাছে এক জায়গায় এসে থামে, ঠিক সাত কিলোমেটার দূরেই তাদের ঈপ্সিত স্টেশন। এখানে সাধারণত মালপত্র নেবার জন্য গাড়ি থামে। এখানে হলদে রংএর একটি ইটের ছোট একতলা কোঠাবাড়ি—তার চারপাশে পাইন গাছের বড় বড় গুঁড়ির ডবল-ডবল অবরোধ। রেলের কাঠের পুলও ঠিক এভাবেই ঘেরা। বোঝা গেল এইসব দিয়ে জার্মানরা প্রতিরোধী সৈন্যদের লুঠতরাজের হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছে নিজেদের রসদপত্র।

যেখানে গাড়ি দাঁড়ায় তার সামনে ট্রাকের একটি বিরাট সার দাঁড়িয়ে—তার শেষ গাড়িটা বরাবর চ'লে গেছে—যে বন থেকে স্কাউটেরা এখনই ভোরে বেরিয়ে এল—তার প্রান্ত পর্যন্ত। সেই অতল স্তব্ধতার মধ্যে শোনা গেল টেলিফোনের প্রিংপ্রিং শব্দ আর কর্কশ জার্মান কণ্ঠস্বর।

পুরো দুই দিন বনে বনে ঘুরে ওদের এখন রেলষ্টেশন দেখতে ভাল লাগে—বিস্তৃত, রেলপথ প'ড়ে আছে কুয়াশা সমাচ্ছন্ন ভোরের আলোকে তা অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে; আরও দূরে দেখা যাচ্ছে কালো-কালো পয়েন্টগুলির সুক্ষ্মাগ্রভাগ কিম্বা সংকেতজ্ঞাপক স্তম্ভগুলি।

স্কাউটগুলিকে আগে হ'তে স্থিরীকৃত একরকমের পাখীর ডাক ডেকে আনিকানফ একত্র ক'রে একজায়গায় থামিয়ে রাখল—আনিকানফ শেষ গাড়ি পর্যন্ত বুকে হেঁটে গিয়ে ড্রাইভারের কোঠায় উঁকি মারে। কেউ নেই

কুঠুরিতে, ঘর খালি ;—পাশের দুটো ঘরও পর পর খালি প'ড়ে। ছাদপর্যন্ত শুধু ময়দার খালি থলিয়া দিয়ে ঘর দুটো বোঝাই করা।

আনিকানফ ফিরে এসে ট্রাবকিনকে খবর দেয়—"ওরা বোঝাই করতে এসেছিল, এখন একটা ট্রেনের জন্য অপেক্ষা ক'রে আছে।"

ট্রাবকিন মনে মনে ট্রেন আসার জন্য অপেক্ষা করবেন স্থির করলেন। কিন্তু ট্রেনই আর আসে না। কিছুক্ষণ পরে ড্রাইভারগুলো অর্ধজাগ্রত চোখে বাড়িটার ভিতর থেকে বার হ'য়ে এসে যে যার গাড়ির কাছে চলে যায়।

শান্ত প্রভাতে পরিষ্কার শোনা গেলেও ট্রাবকিন শুধু সেই কথাবার্তার ভাঙ্গা টুকরোগুলো ধরতে পারেন। তা থেকে তিনি বুঝতে পারেন যে—ট্রাকগুলো এখানে বোঝাই হয় না,—বোঝাই হয় স্টেশনেই, এখন ওরা সেদিকেই রওনা হচ্ছে। একটু ভেবে তিনি ঠিক করেন দুজন স্কাউটকে স্টেশনে পাঠানো যাক, আর বাকীরা তাঁর সঙ্গে থাকুক। স্টেশন ভরা নিশ্চয় জার্মান গিজগিজ করছে, সবাই সেখানে গিয়ে সব ক'জনার জীবন বিপন্ন করা ঠিক হবেনা।

তিনি আনিকানফ আর বাইকফকে এ কাজের জন্য বেছে নেন; গোলুব এত মিনতি করে যে শেষ পর্যন্ত তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে গোলুবকে পাঠাতেও মত দিতে হয়।

"চল, চড়ে ঘপ্‌টি মেরে বসা যাক—যেতে যখন হবেই—" আনিকানফ খুব সহজভাবে বলে কাজের লোকের মত কথা।

তিনজনাকেই বুকে হেঁটে শেষের গাড়ি পর্যন্ত গিয়ে তাড়াতাড়ি চ'ড়ে বসে তার মধ্যে। আনিকানফ বাইকফ আর গোলুবকে থলি চাপা দিয়ে তাঁদের পেছনে নিজে লম্বা হ'য়ে পড়ে থাকে—একটা ফাঁক করে নিয়ে দেখতে থাকে, হাতে তার টমি গান তৈরী আছে।

জার্মান ড্রাইভারটা এসে পড়ল ট্রাকের কাছে। চালক-চক্রের

কাছে সে স্বস্থানে ব'সে সামনের গাড়িটা যাবার অপেক্ষা করছে—স্টার্টারে চাপ দিল সুইচ জ্বালিয়ে নিয়ে। গাড়ি হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

সারি সারি গাড়ি চলতে থাকে বনের রাস্তা দিয়ে—খানা ডোবার মধ্যে প'ড়ে লাফিয়ে ওঠে। পনের মিনিটকাল চলার পর হঠাৎ ড্রাইভার ব্রেক ক'ষে দেয়।

আনিকানফ জার্মানদের গলা শুনতে পায়; তারপর দেখে দু দুটো জার্মান ট্রাকে লাফিয়ে উঠল। স্কাউটদের ভাগ্য ভাল যে জার্মানরা পাছে তাদের গায়ে বা কালো এস্-এস্ পোষাকে ময়দা লাগে সেই ভয়েই ব্যতিব্যস্ত ছিল, তারা পেছন দিকের তক্তায়, গিয়ে বসল—থলির সংস্পর্শ বাঁচিয়ে। কিন্তু তাহলেও তো পাশাপাশি বাসিন্দে হিসেবে তারা একটুও পছন্দ করবার মত লোক নয়। ট্রাক দোলা খায়, লাফ দিয়ে ওঠে আর যখন তখন মানুষের আকৃতি স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে থলিগুলির নীচে থেকে, আনিকানফের মনে অস্বস্তি বাড়ে অমনি। হয়ত এই অনাকাঙ্ক্ষিত সঙ্গীরা স্টেশন পর্যন্ত যাবে, আর তাতে ব্যাপারটা আশংকাজনক ভাবেই ঘোরালো হয়ে উঠবে;—সে ভয় পেয়ে যায়।

হঠাৎ একটা গোলমালে তার চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে গেল। ট্রাক থেমে পড়ে, চারদিকে ব্যস্ত সমস্ত হবার সাড়া পড়ে যায়; যে জার্মানরা ট্রাকে ছিল তারা লাফিয়ে নেমে পড়ে মাটির ওপর।

পরক্ষণেই আনিকাফ এ্যারোপ্লেন এঞ্জিনের একটানা গুঞ্জরণ শুনতে পায়। সংস্কার বশতঃ সে মাথাটা লুকিয়ে ফেলে প্রথমে, কিন্তু তার পরেই বুঝতে পেরে হেসে বলে: "আরে, এতো আমাদের প্লেন।"

যেন সোবিয়েত বোমাতে তাদের কিছু হবেনা - এইরকম একটা মনোভাব নিয়ে সে খুশির সুরে মাথা বার ক'রে সহযোগীদের বলে—"আরে—আমাদের উড়োজাহাজ যে, দেখ, দেখ।"

সত্যিই ছ'টা উড়োজাহাজ বনের মাথার ওপর ঘুরে ঘুরে নীচে নামছিল আর ভীষণভাবে গর্জন করছিল।

আনিকানফ চারিদিক চেয়ে দেখল। জার্মানরা তখন সব ঝোপে ঝাড়ে লুকিয়ে গেছে। এঞ্জিনের অসহিষ্ণু ভাবে বেজে-ওঠা বাঁশী শোনা গেল। স্টেশন কাছেই।

আনিকানফ আদেশ দেয়—"আমার পিছু পিছু এস"। তারাও লাফিয়ে নামে।

স্কাউটেরা ট্রাকের ভিতর দিয়ে ঘুরে ফিরে এসে একটা খালের মধ্যে গড়িয়ে পড়ে। সেখান থেকে পাড় বেয়ে উঠে আবার বনের মধ্যে ছুট দেয়। সেই একটা মুহূর্তেই তারা দেখতে পায় খানার মধ্যে একটা জার্মান শুয়ে আর সেও ওদের দেখেছে। এক মুহূর্তের প্রথম বিস্ময়ের চমক কাটিয়ে সে মাথা তুলে মরীয়া হ'য়ে চেঁচিয়ে ওঠে: "উড়ো-জাহাজ থেকে প্যারাসুট সৈন্য নেমেছে। এই যে।"

এলোপাতাড়ি গুলি ছোটে। স্কাউটরাও টমিগান বার কয়েক চালিয়ে তার জবাব দেয়।

বড় মত একটা ফাঁকা জায়গা পার হ'য়ে আনিকানফ দেখল গোলুবের মুখটা সাদা হয়ে গেছে। তারপর ছেলেটা ছোট নাকটি কুঁচকিয়ে মাটিতে প'ড়ে যায়। আনিকানফ যখন তাকে তার বিশাল পৃষ্ঠদেশে তুলে নিল তখন সে শুধু বললে—"আমরা ঐ জার্মানটাকে সাবড়ে দিতে পারতাম।"

আঘাত পাবার পরে আর তার স্বল্পায়ু জীবন শেষ হবার আগে ঐ ক'টিমাত্র কথাই সে বলে। হৃৎপিণ্ডের নীচে তার বুক ফুটো ক'রে দমদম বুলেট বেরিয়ে গেছে। তখনও হৃৎস্পন্দন থামেনি, তবে মন্থর হয়ে আসছে ক্রমেই। তার পর আবার তার জ্ঞান হ'লে সে দেখল মামোচকিনের উদ্বিগ্ন মুখ তার দিকে দুটি বড় বড় সজল চোখে চেয়ে ব'সে আছে।

বনের মধ্যে বিদ্যুৎ-ঝটিকা বইতে থাকে। ওক গাছের ঘন কচি পাতা বাতাসে শন শন ক'রে কাঁপতে লাগল, আর মানুষের পায়ের তলা দিয়ে জলধারা ইঁদুরের মত গড়িয়ে গড়িয়ে যেতে লাগল।

ট্রাবকিন স্থির হয়ে মুমূর্ষু গোলুবের পাশে বসে আনিকানফের অপেক্ষায়। আনিকানফ আবার স্টেশনে গেছে, এবার মামোচকিন তার সঙ্গী। এই ঘটনার পর ট্রাবকিন আর দলটাকে ভাগ করতে চাননি; কিন্তু তবুও গোলুব যতক্ষণ বেঁচে আছে, তাকে ফেলেও তিনি যেতে পারেন না;—অপরদিকে কাজটা হওয়া চাই।

'পৃথিবীর' সঙ্গেও তিনি বেতার সংযোগ স্থাপন করতে গিয়ে পেলেননা। বোধ হয় বায়ু তরঙ্গের অস্থিরতাই বাধার সৃষ্টি করল। বায়ুমণ্ডল কানের কাছে গর্জন করতে থাকল—আর মাঝে মাঝে শুকনো খড় খড় ধ্বনিও শোনা গেল।

পায়ের নীচে নীচে স্রোত বেয়ে চলেছে। বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা ট্রাবকিনের কাঁধে এসে পড়ছে। বৃষ্টির তুমুল স্রোতে ব লকের শক্ত হয়ে-ওঠা মুখের সমস্ত ধুলোমাটি আর ছটফটানি ধুয়ে গেছে, অন্ধকারে মুখখানি ফুটে রয়েছে যেন।

আনিকানফ আর মামোচকিন ঘনিষ্ঠ হয়ে ষ্টেশনের বাড়িটায় পথে বুকে হেঁটে চলে। মুহুর্মুহু উদ্ভাসিত বিদ্যুতের আভাস তাদের চোখে পড়ে। দু দুটো ট্রেন বোঝা খা॰াস করতে এসেছে। একটা প্লাটফর্মে শক্তিশালী সুবৃহৎ ট্যাংকগুলো উঁচু হয়ে রয়েছে।

এঞ্জিন বাষ্প-কুণ্ডলী উদ্গীরণ করছে, লোহার পাতের ওপর ছিটকে পড়ছে আগুনের স্ফুলিঙ্গ। জন কয় লোক কাঁটা-তার ঘেরা গুদাম-ঘরের পাশে হাসছে, কথা বলছে,—তাদের মুখে সেই বিরক্তিকর জার্মান ভাষা। সান্ত্রীরা চীৎকার ক'রে উঠল, তারা তাড়া ক'রে নিয়ে যাচ্ছে একদল ইউক্রেন দেশীয় চাষী মেয়েদের; মেয়েরা রেলরাস্তা

থেকে থলিয়া সরাচ্ছিল। মেয়েদের অভিযোগ আর কান্নার চীৎকারও শোনা গেল :

"কুত্তা, কুত্তা তোরা,—তোদের আর ফিরে যেতে হবেনা দেশে।"

আনিকানফ কেন যেন হঠাৎ নিজের ওপর চটে ওঠে। কেন সে ট্রাকে চড়তে গেল! হয়ত তা না করলে গোলুব মরত না—সাইবিরিয়ার 'তিয়াগার' প্রান্তর জীবনে অভ্যস্ত ছেলে সে, সে গেল কিনা ট্রাকে চড়তে শেষটা!

জার্মানগুলো ট্যাংক নামাচ্ছিল। খুব ভালভাবে বোঝা গেল বেশ বড়-সড় একটি আক্রমণের জন্যই এসব প্রস্তুতি। কিন্তু কোন দিকে সে আক্রমণ হবে, তা বোঝা যায়না যে। যদি আর একটিও জার্মান ধরা যেত তবে বোধ হয় জানা যেত এস্-এস্ ডিভিশনের উপর কি কাজের ভার।

"আচ্ছা, এই তো বহু জার্মান ঘুরছে ফিরছে"—আনিকানফ ভাবে—"কিন্তু কি ক'রে বুঝব এঁদের মধ্যে কোনটি জানে তার দলের লক্ষ্য বস্তুটা কি? হয়ত একটা চুনোপুঁটিকে পাকড়াব, শেষে দেখব কিছুই জানা গেলনা।"

আনিকানফের চোখ পড়ে দুটি দীর্ঘকায় তনুদেহসম্পন্ন জার্মানের ওপর। তাদের সর্বাঙ্গ হাতকাটা কালো কোটে ঢাকা। বিদ্যুৎচমকের মাঝে মাঝে দেখা গেল—কখনও তারা একসঙ্গে আবার কখনও আলাদা হ'য়ে জোর গলায়—খ্যাঁক খ্যাঁক করে কাজের হুকুম চালাচ্ছে। দেখেই বোঝা যায় তারা অফিসার। গুদামঘরের পাশে একটা মোটর গাড়ি দাঁড়িয়েছিল ;—নিশ্চয় এরা তাতে চ'ড়েই এসেছে।

মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। তার মধ্যে কাঁপতে কাঁপতে ভাবে আনিকানফ—আহা গোলুব কি বেঁচে আছে এখনও? বেচারা ছেলেটা বৃষ্টিতে ভিজছে। এই জার্মানগুলোর মত একটা বর্ষাতি কোট তার জন্য পেলে বেশ হত।

মামোচকিনকে জিজ্ঞাসা করে আনিকানফ : "কি, মারবে নাকি একটা অফিসারকে ?"

"কিন্তু লেফটেনেণ্ট যদি কিছু বলেন ? তিনি, 'জীভ' পাকড়ানো সম্বন্ধে কিছু বলেননি।"

আনিকানফ তার সংগীর মুখটা ভাল ক'রে দেখে :—"আমরা অনায়াসে এক মিনিটে একটাকে শেষ করব—তার পরেই পালাব।"

ভাবতেও মামোচকিনের সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে। চারদিকে শত শত জার্মান কর্মরত আর তার মধ্যে তারা মাত্র ত্ব'জন,—তারা ত্বজনে এর ভেতর থেকে একটা অফিসারকে পাকড়াবে ? সে কাঁপতে থাকে। কিন্তু আনিকানফ তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তখনও তাকিয়ে তাকিয়ে বলে :

"হ্যাঁ, আমরা তা এক লহমায় সেরে ফেল্‌ব।"

মামোচকিন মরীয়া হবার ভংগী ক'রে একটা বড়রকম নিঃশ্বাস ফেলে দাঁড়িয়ে ওঠে। নিজের গৌরবে খুশি হ'য়ে সে সেই অঝর-ঝর বৃষ্টির মধ্যে মুখ তুলে বিকার-গ্রস্তের মত দ্রুত বলে ওঠে—

"তাই করি চল, ভ্যানিয়া—তাই করি। ঠিক বলেছ ভ্যানিয়া আমরা পারব বইকি—নিশ্চয় পারব ;—কি বল পারবনা ?"

তারা বুকে হেঁটে গাড়িটার দিকে চলে, কাঁটাতারের বেড়ার ফাঁকে ঢুকে লুকিয়ে থাকে। বৃষ্টি প্রবল বেগে গাড়ির পালিশ করা কাঠামোর ওপর পড়ছে।

মামোচকিন যেন নিজেকে চাগার দিয়ে তুলে চুপিচুপি বলে—"মনে হচ্ছে ত্বটোর একটা ঠিক জেনারেল হবে।"

"ওঃ, তা আর বলতে, নিশ্চয়ই—" আনিকানফ তাকে সান্ত্বনা দিয়েই যেন আস্তে আস্তে বলে।

প্রায় একঘণ্টা বাদে পায়ের শব্দ শোনা গেল। একজন অফিসার ওঠে, "এবার চল সোজা চ'লে যাওয়া যাক।"

সে প'ড়ে গেল আনিকানফের ছুরীর আঘাত বুকে বিঁধে। অপর জন. মামোচকিনের বিরাট বুকে মুখ-চাপা প'ড়ে যাওয়াতে কথা কইতে পারলনা এবং অজ্ঞান হ'য়ে পড়ল।

জার্মানরা তখনও প্রবল বৃষ্টিতে ভিজে কাঁপতে কাঁপতে ইতঃস্তত ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে—একবার গুদাম ঘরে আর একবার ট্রেনের কাছে ফিরে গিয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে।

১০

পাঁচ নম্বর ভাইকিং এস্-এস্ ট্যাংক ডিভিসন এস্-এস্ দলের একটা সেরা ওস্তাদ ডিভিসন।

গ্রুপেনফ্যুরার (এস্-এস্ এর লেফ্‌টেনেণ্ট জেনারেল) হার্বার্ট হিলএর নেতৃত্বে চালিত এই ডিভিসন অন্তর্গত ৯নং ওয়েস্টল্যাণ্ড মোটর রেজিমেণ্ট, ১০নং গের্মানিয়া মোটর রেজিমেণ্ট, ৫নং ট্যাংক রেজিমেণ্ট, ৫নং গোলন্দাজ রেজিমেণ্ট, আর ৫নং ফিল্ড গোলন্দাজ রেজিমেণ্ট এই ক'টি দল সবরকম সাজ-সরঞ্জাম ব্যবস্থা পত্রসহ এই বিশাল বনে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। তাদের মতলব ছিল কোরেল শহরের চারপাশ ঘেরে রাশিয়ান সৈন্য দলের ওপর হঠাৎ আক্রমণ ক'রে তাদের তছনছ ক'রে দেবার; আর রাশিয়ান সৈন্যদলকে বিচ্ছিন্ন করে এদিকে ওদিকে আলাদা করে দশভাগে ছড়িয়ে দিয়ে একেবারে তাদের স্টোখদ আর স্টীর, দুটো বড় বড় নদীর ওপারে হটিয়ে দেওয়া।

নূতন সৈন্যবল পেয়ে আর ষাটটি নূতন বাঘ-মার্কা ট্যাংক পেয়ে দলটায় এখন পনের হাজার সৈন্য,—হের রাইথ মিনিস্টার ট্যাংকগুলির নাম দিয়েছেন 'ট্যাংকের রাজা'। রেজিমেণ্টটি চালনা করেন স্ট্যানওয়ার-টেনফ্যুরার ম্যুলনক্যাম্ফ্ স্বয়ং; নির্মম ও ধড়িবাজ কুচক্রী হিসেবে তিনি এক সার্থক মহারথী, একথা ফ্যুরারের পূর্বতন সহকারী স্ট্যাণ্ডার্টেনফ্যুরার জ্যার্জেইস বারবার উল্লেখ করেছে; হিমলারের 'নেকড়ে দলের' অন্যতম হিসাবেও তাঁর স্থান যুদ্ধবাজদের পর্যায়ে এবং জাতীয় সমাজবাদী দলের মধ্যে বেশ উঁচুতে।

৩৪২নং গ্রেনেডিয়ার ডিভিসনটি পরিচালিত হয় লেপটেনেণ্ট জেনারেল নিকেলের নেতৃত্বে। এদলটি অতি দুর্দম হলেও এর স্থান ভাইকিং-এর চেয়ে একটু কম। ফ্রান্স ফেরৎ দল এটি; এস্-এস্ দল জয়লাভ করার পরে শোষণ ও লুণ্ঠন কার্য এরাই ক'রে থাকে।

কিন্তু এদের সমস্ত চালটাই এখন অত্যন্ত গোপন রাখা হয়েছিল।

"রাশিয়ানরা গবর্নর জেনেরেলের প্রদেশের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে—" এ খবরটি গ্রুপেনফ্যুরার হিল পেলেন তাঁর বড়কর্তা ফন দেম বাখ্-এর কাছে। তিনিও এস্-এস্ দলের একটি বিভাগীয় অধ্যক্ষ; বার্লিনের কাছে প্ফয়েনইন্সেলের ওপর বিরাট প্রাসাদে তিনি হিলকে আমন্ত্রণ করেন। তারপর বলে যান: 'দেখ, পার্টিজেনো হিল, এর মানে তুমি নিজেই তো বুঝতে পার। এর ফল হবে ইয়োরোপের সমস্ত জার্মান-বিরোধী শক্তিগুলি একত্রিত হ'য়ে কাজ করতে থাকবে; হয়ত ইংরেজ আর আমেরিকানরাও অবশেষে বাধ্য হ'য়ে যোগ দেবে। ফ্যুরার তাই তোমার অভিযানের ওপর অনেকখানি গুরুত্ব দেন। হেড কোয়ার্টারের কথামত এ সৈন্যবাহিনী যে পুনঃ সন্নিবিষ্ট হচ্ছে, একেবারে তা গোপন থাকা চাই। যত ভাবে করে পার সাবধান হয়ো।'

এই কোবেল প্রদেশের পশ্চিমে অরণ্যের আবছায়ায় সৈন্য সমাবেশ ক'রে হিল এখন পরবর্তী আদেশের অপেক্ষায় ছিলেন; নিজের সাফল্য সম্পর্কে তাঁর এতটুকুও সন্দেহ ছিলনা। অবশ্য এও তিনি জানতেন যে, তাঁর সৈন্যদল ১৯৪০ এ, কিম্বা ১৯৪৩এও, যা ছিল তা আর নেই। দায়ে পড়ে 'রক্ত ও জাতির বিশুদ্ধিতা সংরক্ষণ' নীতি বর্জন করতে হয়েছে। একেবারে বিরক্তিকর হ'লেও তাঁর দলে আছে ডাচ, হাঙ্গেরীয় এমনকি, পোল আর ক্রোর্টসও। একথা সত্যি যে এসব লোকও বাছাই করা, সমর্থক তারাও এই তাঁদের 'নব বিধানের'; কিন্তু তাহলেও তাদের রক্ত-ধারাটাই যে আলাদা, তারা রাইখের, জার্মান রাষ্ট্রের, ভালমন্দ অতটা বুঝতে অক্ষম। তাছাড়াও, প্রত্যেকের চেহারাটা একেবারে নিঁখুত হবে, এ নীতিও ছাঁটতে হ'য়েছে। ব্ল্যাক কোরের সৈন্যরা আজ সকলেই ছ ফিট লম্বা দৈত্য নয়;—কত ক'রে সমস্ত জার্মানী চুঁড়ে তাদের বার করতে হয়েছিল। এখন তাদের যা নমুনা তা অকিঞ্চিৎকর, তা দেখে গ্রুপেনফ্যুরার হিলের মন তিক্ত হয়ে ওঠে।

গের্মেনিয়া মোটরবাহিত রেজিমেন্ট পরিদর্শন ক'রে তো হিল দস্তুর মত ভয় পান—অনেকের চোখ নেই, কেউ কেউ খোঁড়াচ্ছে, আর একটার বেরুলো পিঠে কুঁজ; দলের অর্ধেকেরও বেশি মাথায় খাটো, বেঁটে ··নাঃ, হিটলারের সেই ল্যাণ্ডসক্নেকটেন, ভৌমিক ক্ষত্রিয়, এরা নয়···যারা রক্তে মাতাল হয়ে, চারদিকে অবাধে লুন্ঠন ক'রে, হল্যাণ্ড ফ্রান্সে আগুন ধরিয়ে, খোলা তরবারি চালিয়ে একদিন ককেশস পর্বতের কাছে এসে পৌছেছিল।

হার্বার্ট হিলের ভাবতেও ভাল লাগে সে সব দিনগুলির কথা। কত সুদূর মনে হয় সেদিনগুলি। ককেশস তাঁর সব চেয়ে ভাল লেগেছে—দক্ষিণী অঞ্চলের উপকথার মত, তার সৌন্দর্য যেন হার মানিয়ে দেয় সুইজারল্যাণ্ডকেও। কখনও কখনও গবর্ণর জেনেরেল হয়ে ওখানেই

শান্তিতে বাস করবেন এমন ইচ্ছেও তাঁর হয়েছে; এজন্য তিনি আভাসে ইঙ্গিতে ফ্যুরারের দলস্থ তাঁর পৃষ্ঠপোষকদের কাছ থেকে ওরূপ নিয়োগপত্রের একটু কথা পেড়ে দেখেছ। কিন্তু আর তিনি ওসব স্বপ্ন পোষণ করেন না, সমস্ত পৃথিবী আজ জানে তাদের অবস্থা।

আশ্চর্য এই যে, সেই বাসন্তী প্রভাতের ঘটনার পর থেকেই তাঁরও মনে স্বস্তি নেই। প্রথমতঃ এল উড়োজাহাজ। সত্য, বোমা তারা ফেলেনি, কিন্তু দেখে তো গেল। রাশিয়ান উড়োজাহাজ বার কয়েক বনে ঘোরা ফেরা করল, রেল লাইন বরাবর গেল বহুবার আর স্টেশনের ওপর যেখানে দরকারী জিনিসপত্র নামছিল সেখানেই কিনা চক্র দিতে লাগল! অবশ্য সৈন্যদলের ছদ্মাবরণ ছিল, তাদের চেনার রাস্তা তাই ছিলনা। কিন্তু রাশিয়ানরা যে এই স্থানটা সম্বন্ধে এত আগ্রহ প্রকাশ করছে সেই লক্ষণটাই যে অস্বস্তিকর।

তাঁর অস্বস্তি আরও বেড়ে যায় যখন তিনি শোনেন, যে ওয়েস্টল্যাণ্ড মোটর রেজিমেন্টের একজন অভিজ্ঞ ভাল যোদ্ধা মেকলেনবুর্গের হপটশরফ্যুরার বেনেথ রাত্রিবেলা যেতে যেতে হঠাৎ হ্রদঅঞ্চলে গায়েব হ'য়ে গেছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা ছোট হ্রদে তাঁর দেহটা পাওয়া গেল—মূল ডিভিসনের ছাউনী থেকে মাত্র আট কিলোমিটার দূরে। হের হপটশফ্যুরারের বুকে একটা ছোরা বেঁধানো – মাথাটা কোনও ভারী বস্তু দিয়ে থেঁৎলে দেওয়া হ'য়েছে।

অবশ্য তার কিছু পরেই সোবিয়েত উড়োজাহাজের গোলা হেড কোয়ার্টার্সের ঘাঁটি যে গ্রামে সে গ্রামে বর্ষিত হয়েছিল; সেই ঘটনার সঙ্গে যদি তিনি গ্রুপেনফ্যুরার বেনেথের মৃত্যুর যোগ দেখতে পান তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তিনি তাই তাড়াতাড়ি দপ্তরটাও বনের মধ্যে তুলে এনে তার চারপাশ ঘেরে তিন প্রস্থ কাঁটা তারের বেড়া দিলেন।

সেই সন্ধ্যাতেই আরও একটা খবর পাওয়া গেল একই ওয়েস্টল্যাণ্ড মোটর রেজিমেন্টের কাছে। হপটশরফ্যুরার ভুহলিবল্ড এর্ন্‌স্ট বেনেকের দেহ যে দুর্ঘটনাস্থলে পাওয়া গেছল তার চেয়ে বেশি দূরেও নয় আর একটি ব্যাপারের সন্ধান মিলল। সৈন্যরা তখন তন্ন তন্ন করে বনটাকে খুঁজে দেখার সময় বাদাম গাছের ঝোপে আরও একটা মৃতদেহ আবিষ্কার করেছে—সে দেহ ১৩১নং পদাতিক বাহিনীর কর্পোরাল কার্ল হিলের। এই নামসাদৃশ্য লক্ষ্য ক'রে হের গ্রুপেনফ্যুরারের মুখটা বিস্বাদ হয়ে যায়। তখনই মাত্র স্টাফ সার্জন ডাঃ লিগেমান তাঁর কাছে ব'সে বেনেখের শবের অবস্থার কথাই বলছেন—আর এখবরটাও এসে গেল।

তারই অল্প কিছুকাল বাদে গের্মেনিয়া মোটর রেজিমেণ্ট অধ্যক্ষ স্ট্যাণ্ডর্টেনফ্যুরার মলেনক্যামফ্‌ তাঁকে টেলিফোন ক'রে স্বয়ং জানালেন যে, একটা ছোটখাট খণ্ডযুদ্ধে অদ্ভুত কয়েকটা সবুজ পোষাক পরা লোক গেসনার ও সেইসনার নামে দুজন সৈনিককে আহত ক'রে স'রে পড়েছে—তাদের মধ্যে গেসনারের প্রাণের আশা কম। স্ট্যাণ্ডর্টেনফ্যুরার আরও একটা অদ্ভুত কথা শোনালেন যে, সব সৈন্যরা বলে তাদের সমস্ত শরীর থেকে বরফ ঝরে পড়ছিল।

গ্রুপেনফ্যুরার প্রত্যেকটি ঘটনাই ভাল মত তদন্ত করতে বলেন—ঐ অজানা লোকগুলোকে ভাল ক'রে খুঁজে বার করার আদেশ দেন। প্রত্যেক দল থেকে একটি ছোট পরিদর্শক বিভাগ তৈরী হয়, আবার তার সঙ্গে যোগ দেয় সমস্ত বিভাগের মূল পরিদর্শক বাহিনী।

গ্রুপেনফ্যুরার শুনে বিরক্ত হন যে সমস্ত সৈন্যদলের মধ্যে সবুজে ভূত সম্বন্ধে একটা ভয়ের সৃষ্টি হয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

ভূতের অপ্রাকৃত অস্তিত্ব সম্বন্ধে গ্রুপেনফ্যুরার হিলের কোনও রকম বিশ্বাসই ছিলনা। তিনি পরিদর্শন বিভাগ ও শত্রু-পরিদর্শন প্রতিরোধ-বিভাগ এই দুই রূপ পরিদর্শনেরই বড়কর্তা ক্যাপটেন

বেরনেরকে ডেকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলেন যে, যুদ্ধের মধ্যে কোনও ভূত আসতে পারেনা—আসে একমাত্র শত্রুই ; তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে খোঁজ ক'রে এই ভূত আবিষ্কার করার জন্য তিনি অনেক উপদেশ খরচ করলেন।

সেই রাত্রিতেই স্টেশনে একটা ট্যাংকের বড় রেজিমেণ্ট নামানো হচ্ছে—; দু ঘণ্টা মাত্র আগে গ্রুপেনফ্যুরার নিজে তা দেখেও এসেছেন কোথাও কিছু ছিলনা ; তারপরই ঠিক স্টুর্মবানফ্যুরার ডিলকে (নামটার সঙ্গে তাঁর নামের আওয়াজ মেলে বলে হের হিলেরও ভয় ধ'রে যায় যেন) হত্যা করা হয়েছে দেখা গেল—সে ছিল এস্-এস্ মেজর ; আবার সেই সঙ্গে এস্-এস্ সিনিয়র লেফটেনেণ্ট আর্তুর বেগুেলও নিখোঁজ হয়ে গেলেন। হের ডিলের বুকে ছুরিটা এমন জোরে বেঁধানো যে তার শরীর এ ফোঁড় ও ফোঁড় হয়ে গেছে। আর ঘটনাটা ঘটেছে কিনা—এক স্টেশন ভরতি কর্মব্যস্ত লোকের চলাফেরার মাঝখানেই।

গ্রুপেনফ্যুরার সমস্ত প্রহরী সান্ত্রীগুলোকে শাস্তিস্বরূপ পনের দিন যে যার কয়েদখানায় বন্ধ থাকার ব্যবস্থা করেন ; ক্যাপটেন বেরনেরের ডাক পড়ে তারপর। দুষ্কৃতকারীদের খুঁজে বার না করার মূলে যে তাঁর চেষ্টার শৈথিল্য বিগুমান, একথা ব'লে তাঁকে বেশ ঝেড়ে ধমকে দিলেন।

এরপর একটা গোলাবারুদে বোঝাই ট্রেন ধাক্কা খেয়ে নষ্ট হল—তার কারণ হয়ত ছিল ভাঙ্গাচোরা পুরানো রেলপথই, অন্য কিছু নয় ; গের্মেনিয়া দলের তিনজন সৈন্য বিষাক্ত খাবার খেয়ে মরল ; ঐ দলেরই দু'জন লোক পালাল ;—আর এসব ঘটনাও জুড়ে দেওয়া হলো সেই সব্জে ভূতের কার্যকলাপের সঙ্গে। মুসকিল বাধল তখন কল্পনা আর সত্য নিয়ে, বাস্তব ঘটনা আর অলস জল্পনায় পার্থক্য নিয়ে ; সব তাল-গোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

এর ফলে কি ঘটতে পারে সে ভেবে ভয় পেয়ে যান গ্রুপেনফ্যুরার

ছিল; তিনি কোর হেড কোয়ার্টারে খবর পাঠান, বিভাগীয় বড়কর্তা ফিল্ড মার্শাল বুসএর কাছেও খবর পাঠান যে রাশিয়ান একদল নাশক-স্কাউট পাঠিয়েছে—জার্মানদের পেছন দিকে ঘাঁটি পেতে তারা এসব নাশক-ক্রিয়া চালাচ্ছে; ১৩১ নং পদাতিক বাহিনীর চোখে ধূলো দিয়ে তারা একেবারে ভাইকিং দলের অবস্থান-কেন্দ্রে ঢুকে পড়েছে এবং সম্ভবত নূতন সমাবেশও আক্রমণের ও লক্ষ্য তারা কতকটা জেনেছে।

খানিকটা ভেবে চিন্তে হের গ্রুপেনফ্যুরার অবশেষে ব্যক্তিগত ভাবে প্রধান সেনাপতি ভন ডের বাখ্এর কাছে বার্লিনে একটা চিঠি লেখেন। খানিকটা তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষকের এ থেকে একটু মজা পাবার জন্য আর খানিকটা, যদি যুদ্ধ হয়, তবুও নিজের কাজটুকু গুছিয়ে রাখার জন্য,—দুদিক দিয়েই তিনি এ চিঠিটা লিখে কাজ সারলেন। বার্লিনে অমন অনেক বড বড় সৈন্যাধ্যক্ষ এখন আরাম করছিলেন বসে বসে; —এখুনি তাঁদের যে কেউ রাজী হয়ে যাবেন হের হিলের স্থলাভিষিক্ত হ'তে।

পরের দিনই গ্রুপেনফ্যুরার সবে ডিনার শেষ করে তন্দ্রা গেছেন হঠাৎ টেলিফোনের একটানা আওয়াজে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়।

ক্যাপটেন বেরনের খবর দিলেন যে এখনই সবুজে ভূতেদের সঙ্গে ছোট একটি প্লেটুনের একটা সংঘর্ষ হয়ে গেল। বিভাগীয় বড়কর্তার আদেশ মত ও দিকটা সৈন্যরা খুঁজতে খুঁজতে একটা প্রান্তে নির্জন চালামত জায়গা দেখতে পায়। তাদের সঙ্গে ছিল এস্-এস্ লেফটেনেণ্ট আলটেনবুর্গ, তাঁর দৃষ্টিও ভালই বলতে হবে; কারণ তাঁর আগে ক'জন লোক যেয়ে কারুকে দেখতে না পেলেও তিনি দেখতে পান যে সবুজ ভূতেরা চালার ছাদের কাছে কাছে লুকিয়ে আছে। সত্যই তারা সেখানে ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে তারা পালাতে পেরেছে। এস্-এস্ লেফটেনেণ্টের দলের ওপর তারা

হাত বোমা ফেলে সাতটা সৈন্য ও লেফটেনেন্টকে ঘায়েল করে পালিয়েছে। তবে প্রথম কথা হল, সমস্ত দলে যে ভয় ঢুকেছে তা এবার শেষ হতে পারবে; কারণ সত্যিই জোর অনুসন্ধান চলেছে। এবার হয় তারা ধরা পড়বে আর নয়ত মরবে। দ্বিতীয় কথা হলো এই যে, ঐ ডাকাত দলের একটা লোক সৈন্যদের হাতে পড়েছে বটে কিন্তু সে বেঁচে নেই এই যা দুঃখ।

একটু চিন্তা ক'রে হিল আবার গাড়ি বার করতে আদেশ দেন; তাঁর আগে আগে একটি ট্যাংক চলতে থাকে; অবশেষে তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছলেন।

বনের প্রান্তে ধ্বসে পড়া একটি চালার পাশে গ্রুপেনফ্যুরার ক্যাপটেন বেরনের ও এস্-এস্ এর লোকদের দেখতে পান।

তাদের অভিবাদনের কোনও উত্তর না দিয়ে নিঃশব্দে হিল গিয়ে দাঁড়ালেন মৃত শত্রুর পাশে। একটি তরুণ রাশিয়ান,—তেইশ বছরের বেশী হবেনা তার বয়স, সোজা শনের মত চুল,—বড় বড় বিস্তৃত মরণমৌন চোখে তাকিয়ে আছে গ্রুপেনফ্যুরারের দিকে। তার পরনে সবুজ আবরণ (সোবিয়েত পরিদর্শক-বাহিনীর গ্রীষ্মকালীন দেহসজ্জা লক্ষ্য করেন গ্রুপেনফ্যুরার); তার গায়ের সোবিয়েত সৈন্যের পোষাকের রং বিবর্ণ, তাতে জুনিয়র সার্জেণ্টএর চিহ্ন ডোরা-কাটা।

এরই একটু দূরে পাশাপাশি পড়ে আছে আট আটটি এস্-এস্ সৈন্যের মৃতদেহ, বুকের ওপর হাত রেখে যেন তারা কি ভাবছে। হের গ্রুপেনফ্যুরার ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে ভাবতে থাকেন—আটটার মধ্যে পাঁচটাই দেখতে বলিষ্ঠ নয়—আর বেঁটেও; এরাই এখন সেই এস্-এস্ ব্ল্যাক কোরের সৈন্য!

জার্মান সৈন্যের মহারথীবৃন্দের এত মাথা ঘামাবার কারণ যে তাঁরাই, সেকথা ট্রাবকিন জানেন না। অবশ্য ফেরার পথে যখনই তাঁরা ত্রিভূজের মত নিজেদের দলটি সাজিয়ে চলতেন তখন প্রায়ই তাঁদের চোখে পড়ত যে, এস্-এস্ সৈন্যেরা যেন কিসের গন্ধ পেয়ে বেড়াচ্ছে—পরস্পরকে ডাকও দিচ্ছে। কিন্তু তিনি ভাবতেন যে এগুলো তাদের শিক্ষণীয় বিষয়ের পুনরভ্যাস মাত্র, ট্রাবকিনদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই এসবের।

জার্মানদের পশ্চাৎভাগে আসার চার দিন পরে স্কাউটরা একটা নির্জন চালা-মত জায়গা পেল। ট্রাবকিন ভাবলেন তাঁর লোকদের একঘণ্টা বিশ্রাম করতে দিয়ে ইতিমধ্যে 'পৃথিবীর' সঙ্গে সংযোগস্থাপনা করবেন। বেশী সাবধান হতে গিয়ে আর কাছাকাছি লক্ষ্য করতে পারবেন ভেবে নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে তাঁরা ওপরে উঠে গেলেন একেবারে কাড়ে। সিঁড়িটা আনিকানফ ওঠার সময় মচমচ ক'রে উঠছিল।

ট্রাবকিন 'পৃথিবী'তে সবে খবরটা দিতে যাবেন যন্ত্রটা ঠিক করে, এমন সময় বরাসনিকফ তাঁকে ডাকে; বরাসনিকফ ছাদের মধ্যে একটা ফাঁক দিয়ে চোখ রেখে প্রহরীর কাজ করছিল। ট্রাবকিন তার কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন প্রায় বিশ জন এস্-এস্ সৈন্য সারি দিয়ে আসছে চালার দিকে।

লোকগুলো যেই ঘুমিয়েছে—এমন সময় কাঁচা ঘুমে লেফ্‌টেনেণ্ট তাদের টেনে তোলেন; কিন্তু তা হলেও আর বনের মধ্যে লাফিয়ে ঢুকে পড়ার সময় নেই। এস্-এস্ লোকগুলিও এসে পড়েছে। চারজন চালার ভেতর ঢুকে এল, সারের একটা স্তূপ নাড়াচাড়া ক'রে দেখে আবার বার হয়ে গেল। কিন্তু তখনই আবার তারা ফিরে এল এবং একজন ভাঙ্গা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল, তার স্বরে অসন্তোষ, প্রত্যেকটি নিঃশ্বাসের সঙ্গে সে গাল-মন্দ করছে।

ট্রাবকিন হাতে রিভলবার বাগিয়ে ধ'রে নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে আছেন। চালায় অজস্র ভাঙাচোরা ছিদ্র—তার ফলে সেটা ভীষণ হালকা হয়ে আছে। তিনি আর একবার তীক্ষ্ণ চোখে তাঁর সৈন্যদের অবস্থাটা দেখেন। হ্যাঁ, দেখার মতনই বটে। চোখ ব'সে গেছে, দাঁড়ি গোঁফে মুখ সমাচ্ছন্ন, ছত্রভঙ্গ গোছের চেহারা; কিন্তু তারা মৃত্যুর সঙ্গেও লড়তে প্রস্তুত। আর একবার সিঁড়িটা মড়মড় করে ওঠে, জার্মানটার অভিশাপও কমে সঙ্গে সঙ্গে।

ভয়াবহ একটা গর্জন। আনিকানফ একটা ট্যাংক-বিধ্বংসী গ্রিনেড্ ছেড়েছে চালার ফাঁকে নীচে এস্-এস্-এর লোকেরা যেখানটায় গোল হ'য়ে দাঁড়িয়ে সেখানে। সেই সময়েই বরাসনিকফ্ও টমিগান দিয়ে এস্-এস্ সৈন্যটার মাথা দরজার ভেতর আসা মাত্রই উড়িয়ে দিয়ে সেই ধূম্রজাল-সমাচ্ছন্ন ধূলো ও বোমার টুকরোগুলির মধ্য দিয়ে নিচে লাফ্ দিলে, তার পিছনে পিছনে অন্যান্য স্কাউটরাও সবাই লাফিয়ে পড়ে নিচে।

চকিতের মধ্যে ট্রাবকিন বোঝেন স্কাউটের বিচারে আনিকানফের এই প্রচেষ্টা কতখানি কর্ম-দক্ষতার পরিচায়ক—বাইরে শত্রু দাঁড়িয়ে, তাদের ওপর বোমা ফেলে নিজেদের পালাবার পথ ক'রে নেওয়া পিছন দিক দিয়ে। চালার ভিতরকার তিনটে এস্-এস্ সৈন্যকে নিকাশ করতে কিছুই লাগ্ল না, তারা বুঝতেই পারেনি কি হলো—বিস্ফোরণের ফলে চারিদিকে বিশৃঙ্খলা।

এক মুহূর্ত পরেই স্কাউটেরা দৌড় মারল বনের ঘন জংগলের দিকে। চারদিকে তখন জার্মানদের ছুটোছুটি চেঁচামেচি, গুলি চলছে; কারণ একটু দেরী হয়ে গিয়েছে। প্রথমটা ট্রাবকিন লক্ষ্য করেননি যে বরাসনিকফ সঙ্গে নেই—সিমিওনফ আর আনিকানফ দু'জনাই আহত। আনিকানফ হাঁপাতে হাঁপাতে বলে যে, পালাবার সময় সে

বয়ানিকফকে প'ড়ে যেতে দেখেছে—চালার বাইরে আসতে আসতে সে লুটিয়ে পড়ল।

ধরপাকড় শেষ হলো না। মনে হলো যেন তাদের খোঁজ হচ্ছে চারদিকে ছেঁকে বেড়াজাল ফেলে। এই চীৎকার ওঠে, এই গুলি ছোটে, সারা বন তোলপাড় ক'রে সে আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়। তারা কুকুরের ডাক শুনতে পায়। তারপর শোনে দক্ষিণ দিকে মোটর সাইকলের ফট্-ফট্ আওয়াজ। আনিকানফের পিঠে আঘাত লেগেছে, সে কষ্টে নিঃশ্বাস ফেলে। সিমিওনফ আরও বেশী খোঁড়াতে থাকে।

বৃষ্টিধোত বনভূমি ফুলের গন্ধে ভরা। ঘাসপাতাগুলি বৃষ্টির জলে ভারী হ'য়ে শীতাবশেষ এপ্রিলের সরস তারুণ্য ছাড়িয়ে উঠ্ছে যেন। এবার সত্যকার বসন্ত এসেছে। ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে বাতাস বইছে, তাও জলসিক্ত ; ধীরে ধীরে পাতাগুলি আন্দোলিত ক'রে সে বাতাস যেন বসন্তের গান ধ'রেছে মৃদু মর্মরে।

ধরপাকড়ের তোড়জোড়ের শব্দ মিলিয়ে আসে ; লোকগুলিকে তাড়াতাড়ি ব্যাণ্ডেজ করে দেওয়া হয়। মামোচকিন বুকপকেট থেকে শেষ ফ্লাস্কটি বার করে, নাড়া দেয় ; তখনও তাতে এক ফোঁটা তলানি পড়ে আছে, সেটা সে আনিকানফের দিকে বাড়িয়ে দেয়।

দেখা গেল বাইকফের পিঠে বাঁধা খবর দেবার যন্ত্রটি অন্ততঃ বারো জায়গায় গুলি বিঁধে ঝাঁঝরা হ'য়ে গেছে। তার প্রাণটা বেঁচে গেলেও জিনিসটা আর ব্যবহারযোগ্য নেই। বাইকফ তার টমিগান দিয়ে সেটা ভেঙ্গে ফেল্‌ল, টুকরোগুলো বনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

উঠে আবার তারা মাতালের মত ধীরে ধীরে টলে টলে হাঁটে।

ট্রাবকিনের পাশে যেতে যেতে মামোচকিন বলে ওঠে হঠাৎ :

"কমরেড লেফ্‌টেনেন্ট, আমায় ক্ষমা করুন্ আপনি। আমি মাফ্ চাইছি।"

তারপরে বুকে অনুতাপসূচক ঘা মারতে মারতে সম্ভবতঃ সে কাঁদে—অন্ধকারে ঠিক তা দেখা গেল না। সে কান্নাভাঙা নীচু গলায় বলে—

"সব আমার দোষ—আমারি দোষ। আমরা জেলেরা যে অকারণে এসব বিশ্বাস করি তা নয়। সব ক্ষেত্রেই এসব বিশ্বাস সত্যি হয়ে ফলে। আমি ঘোড়া দুটো সে গ্রামে ফিরিয়ে না দিয়ে খাবারের জন্ম ভাড়া দিয়েছিলাম।"

ট্রাবকিন কিছু বলেন না।

"ক্ষমা করুন, কমরেড লেফ্‌টেনেণ্ট,—যদি বাঁচি তবে ফিরে গিয়ে—"

"হাঁ, যদি বেঁচে ফিরে যাও, তবে গিয়ে তুমি দণ্ডিত-বিভাগে যোগ দেবে।" ট্রাবকিন বলেন।

"নিশ্চয়, নিশ্চয়, যাব, আমি খুশি হয়েই যাব। জানতাম আমি আপনি ঠিক এই কথাই বলবেন!"—মামোচকিন প্রশংসার স্বরে বলে ওঠে। তারপর সে নিবিড়ভাবে ট্রাবকিনের হাত চেপে ধরে আত্মহারা ভালোবাসায় আর অপরিমেয় কৃতজ্ঞতায়।

মনে হ'তে লাগল তাদের পাশাপাশিই চলেছে তাদের ধরবার আয়োজনও। তারা মাটি আঁকড়ে প'ড়ে থাকে। দুটো সাঁজোয়া গাড়ি তাদের পেরিয়ে যায়। আবার স্তব্ধতার মধ্যে ওরা পথ চলে। সবার সামনে আনিকানফের দীর্ঘ দেহ দুলছে এদিকওদিক। বিশাল দুই বাহু দিয়ে সে সরিয়ে চলেছে শাখাগুলি দুধারে; অতি ধীর গতি তার,—সে যেন প্রাণপণে যুঝে চলেছে—একটা আত্মগ্রাসী বিভ্রান্তি পাছে তাকে পেয়ে বসে, তারই বিরুদ্ধে।

হয়ত এও হতে পারে যে একমাত্র সে-ই তার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারছে যে, এই যে স্তব্ধতা তাদের চারিদিকে এর মধ্যে আত্মগোপন ক'রে আছে বঞ্চনা মাত্র। অবশ্য সেও জানেনা যে, ভাইকিং ডিভিসনের সমস্ত পরিদর্শন-বিভাগ তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে;

৩৪২ দলের পুরোবর্তী বিভাগ জোর কদমে এগিয়ে এল বলে ; ১৩১ পদাতিক বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগ তাদের সন্ধানে বেরিয়েছে। জানেনা সে—সমস্ত ক্ষণ বাজছে টেলিফোনের ঘণ্টা, রেডিওতে খবর চলছে কর্কশ স্বরে সাংকেতিক ভাষায়। তা সত্ত্বেও সে কেমন ক'রে যেন অনুভব করে অনুসন্ধানের নাগপাশ চারদিক থেকে গুটিয়ে তাদের চারদিকে ক্রমশ এগিয়ে আসছে।

তাদের শক্তি অবসন্নপ্রায়। জানেনা তারা আর বার হতে পারবে কিনা, তবুও তারা চলতে থাকে। কিন্তু কিছুতেই কিছু এসে যায়না আর। সব চাইতে যা দরকার ছিল তা নিষ্পন্ন হয়েছে—ভাইকিং দলের ভীষণতম বাহিনী সোবিয়েত দলকে আর বিধ্বস্ত করবে না। তার নিজেরই বিনাশে সে এগিয়ে এসেছে। ঐ ট্রাক, ঐ সমস্ত ট্যাংক, সাঁজোয়া, পোষাক-পরা অস্ত্রবাহক দল, ক্রুদ্ধচক্ষু পাঁশনে-চশমা পরা দলপতি আর এস্-এস সৈন্য দল—টানাগাড়িতে করে জ্যান্ত শুয়োর-বাচ্ছা সমেত জার্মান যাত্রীরা সব, জার্মানগুলো—যারা কথা কইছে, ফ্যাঁচফ্যাঁচ করছে, বনভূমি দূষিত ক'রে তুলছে এরা সব,—ঐ হিল, মলেনক্যাম্ফ্, জ্যার্জেইসের মত ভাগ্যান্বেষীর দল, সমস্ত ঘাতক, অত্যাচারী পামরের গোষ্ঠী—তারা একসঙ্গে চলেছে বনপথ দিয়ে তাদের সম্মিলিত ধ্বংসের দিকে পাড়ি দিয়ে। মৃত্যুর থাবা প্রতিশোধের সংকল্পে উঁচিয়ে উঠ্‌ছে সেই পনের হাজারের ওপর একসঙ্গে পড়বে ব'লে।

১১
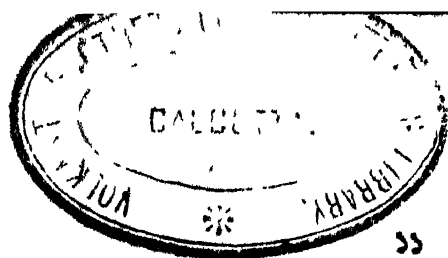
'তারা'র সঙ্গে সংযোগের যন্ত্রটি একটি মাটির ভিতরকার নির্জন কক্ষে রাখা হয়েছিল। জুনিয়র লেফটেনেণ্ট মেশচেরস্কি সেখানে দিন নেই রাত নেই ব'সে থাকে। তার চোখে ঘুম নেই, কেবল মাঝে মাঝে সে দুই হাতে মাথা গুঁজে এক-আধবার গভীর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়। কিন্তু তাতেও সে স্বপ্ন দেখছে যেন বাতাসের কড়কড় আওয়াজ শুনছে কানে। তখনই সে জেগে উঠে দীর্ঘপল্লব সমন্বিত চোখ পিটপিট করে ঘুমজড়ানো স্বরে পাশের পরিচালককে প্রশ্ন করে—"ওরা কিছু বলছে নাকি ?"

পরিচালকরা তিন দফা বদল হ'তো। কাটিয়া কিন্তু তার সময় শেষ হলেও যেতনা। সে মেশচেরস্কির সঙ্গে বসে থাকত; সরু একখানি তৃণশয্যায় বসে সুঠাম মাথাটি রোদে-পোড়া দুই হাতের ওপর রেখে অপেক্ষা করে থাকত। অনেক সময় সে কার্যরত লোকের সঙ্গে রাগ করে ঝগড়া করত। সে বোধ হয় 'তারা'র বায়ুস্তর হারিয়ে ফেলেছে ভেবে হাত থেকে কথা বলার যন্ত্রটি কেড়ে নিত। তারপর সেই নীচু ছাদের মাটির তলাকার ঘরে তার মিনতি-কাতর কণ্ঠ শোনা যেত—"তারা, তারা, তারা, তারা—"

কখনও পাশের বায়ুতরঙ্গ থেকে শোনা যেত কেউ অনবরত জার্মান ভাষায় কথা কইছে; আবার তারই একটু বাদে শোনা যেত মস্কো থেকে কথা কিম্বা গান কিম্বা বেহালার সুর!—মস্কো! সদাজাগ্রত অজেয় মস্কো!

সারা দিনে বার কয়েক আসতেন ডিভিসন কমাণ্ডার এ ঘরে। স্কাউটরা

তাড়াতাড়ি গোলাঘর আর গর্ত দুইএর মধ্যে ছুটোছুটি করতে শুরু করত তখন। লেফ্টেনেন্ট বুগরকফ রোজ আসতেন—সঙ্গে কখনও কখনও থাকত সার্জেণ্ট মেজর মেজিডফ। ঘণ্টা খানেক দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে তিনি পরিচালককে নিঃশব্দে দেখে ফিরে যেতেন।

মেজর লিখাচেফ্ প্রায়ই পরিচালকের কাছ থেকে শব্দ-গ্রহণ যন্ত্র হাতে তুলে নিতেন। কদাচিৎ ক্যাপটেন বারাসকিন কয় মিনিটের জন্য ঘুরে যেতে এসে ছোট জানালাটির পাশে দাঁড়িয়ে তার আঙ্গুলে তাল দিয়ে নিজের সেই নোটবুকের গান ভাঁজতেন। একবার ক্যাপটেন মুশতাকফ ও ক্যাপটেন গুরেভিচ্ জোড়ে এলেন তাদের পুরোবর্তী অবস্থান ছেড়ে—তাঁদের কখনও একা দেখা যেতনা।

সেই মাটির নিচেকার ঘরেই একদিন অতি সাধারণ দাগে-ভরা মুখ আর কপালের নিচে একজোড়া তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি চোখ নিয়ে এলেন ক্যাপটেন ইয়েস্কিন।

মেশচেরস্কিকে তিনি প্রশ্ন করেন: "তুমিই কি পরিদর্শক-বাহিনীর কর্তা?"

"হাঁ, আমিই আপাততঃ কার্যভার পেয়েছি।"

গোয়েন্দা কর্মচারী বলেন, তাঁর কয়েকজনকে কিছু প্রশ্ন করার ছিল; কয়েকজন লোক অন্যায় ভাবে চাষীদের কাছ থেকে ঘোড়া নিয়ে নিয়েছে। সংক্ষেপে তিনি ঘটনাটি বিবৃত করে মেশচেরস্কিকে প্রশ্ন করেন যে, এতে করে সোবিয়েত সৈন্যের সাধারণের কাছে দুর্নাম হ'তে পারে কিনা।

মেশচেরস্কির উত্তরের অপেক্ষা না করেই আবার বলেন তিনি—"আমি এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে চাই স্কাউটদের, বিশেষ করে লেফ্টেনেণ্ট ট্রাবকিন আর সার্জেণ্ট মামোচকিনকে চাই—যারা এই অন্যায় অনুষ্ঠানে লিপ্ত।"

মেশচেরস্কি একটু অসহিষ্ণু ভাবেই বলে ওঠে: "তাঁরা আপাততঃ এখানে নেই।"

"তাদের কেউ নেই?"

"না কেউ নেই।"

"কিন্তু আমি যে তাদের সঙ্গে কথা কইতে চাই। তারা কি শীঘ্র ফিরবে?"

মেশচেরস্কি ধীর স্বরে বলে—"আমি জানিনা।"

হঠাৎ কাটিয়া সেখানে এসে বলে -

"ক্যাপটেন, তারা যেখানে আছে আপনি সেখানে যান, সেখানে গিয়ে তাদের প্রশ্ন করুন না কেন? সেইতো সব চেয়ে ভাল হয়।"

"তারা কোথায়?"—ক্যাপটেন ইয়েস্কিন প্রশ্ন করেন।

"তাঁরা জার্মান সৈন্যের পৃষ্ঠদেশে।"

গোয়েন্দা কর্মচারী কাটিয়াকে শান্ত নির্বিকার দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেন। সেও তাঁর চোখে চোখ রাখে; তার দৃষ্টিতে জয়ের হাসি অথচ ক্রোধের আভাও।

মেশচেরস্কিও হাসেন। কিন্তু তিনি বুঝতেও পারেন যে, এ লোককে যদি তাদের কর্তা জার্মান সৈন্যের পিছনে যেয়ে প্রশ্ন সমাধা করবার হুকুম দেন, এ সেখানেও অনায়াসে যেতে পারে।

ট্রাবকিন যাবার পর তৃতীয় দিনে 'তারা'র কথা শোনা গেল দ্বিতীয়বার। সংকেত ব্যবহার না ক'রেই ট্রাবকিন বারবার বলতে থাকেন।

"৫নং ভাইকিং এস্-এস্ দল এখানে জমায়েত হয়েছে; ১৯নং ওয়েস্টল্যাণ্ড মোটর বাহিনীর এক বন্দী এখবর দিয়েছে।"

তারপর তিনি ওয়েস্টল্যাণ্ড রেজিমেণ্টের অবস্থান, সংগঠন ইত্যাদির খবর দেন; বড় দপ্তরের ঘাঁটি কোথায় জানিয়ে দেন; জোর দিয়ে

বলেন যে সমস্ত দলটি রাতে চলাফেরা করে, মালপত্র নামায়, বোঝাই করে। আবার তিনি বলতে থাকেন বারবার করে: "৫নং ভাইকিং এস-এস ট্যাংক্ ডিভিসন এখানে গোপনে সৈন্য সমাবেশ করেছে।"

ট্রাবকিনের এ খবর পাবার পর গোটা সৈন্যদলে এক সাড়া পড়ে যায়। কর্ণেল সেবিচেংকো যখন স্বয়ং বিভাগীয় সৈন্যাধ্যক্ষ এবং কর্ণেল সিমিয়রকিনকে টেলিফোন করলেন তখন দেখা গেল তিনি নিজেও বেশ উত্তেজিত।

লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল গালিয়েফ্ ঘুম কি তা ভুলে ক্রমাগত টেলিফোন ধরেন—আর জবাব দেন; কখনও সৈন্য বিভাগে, কখনও ছোটখাট দলে আর কখনও বা কাছাকাছি অপর কোনও দলের থেকে টেলিফোন আসছেই তাঁর কাছে। তাঁর কাঁপুনী থেমে গেছে, ভেড়ার চামড়ার কোট তিনি কোথায় খুলে ফেলে দিয়েছেন ইতিমধ্যে। তিনি হাসিতে খুশিতে সরগরম মসগুল হ'য়ে আছেন; লোকে সত্যি কথাই বলে "গ্যালিয়েফ্ হিটলারীদের গন্ধ পায়।"

ইতিমধ্যে হাজারখানা নক্সায় যেখানে ভাইকিং দল জমা হয়েছে সেই স্থানটি নীল পেন্সিল দিয়ে চিহ্ন করা হল। সৈন্য সংস্থানের বড় দপ্তর থেকে এই অতি জরুরী খবরটি পৌছালো অগ্রবর্তী সৈন্য বিভাগীয় দপ্তরে; আবার সেখান থেকে সে খবর গেল মস্কোর সরকারী দপ্তরে।

ট্রাবকিনের খবর যে খুব জরুরী সেকথা ডিভিসন এবং পুরোবর্তী সৈন্যদল স্বীকার করলেও আর্মি হেডকোয়ার্টার সঙ্গে সঙ্গে কিছু স্থির ক'রে ফেল্‌ল না। সর্বাধ্যক্ষ শুধু ডিভিসনে নূতন আসা একটি দলকে পাঠিয়ে দিলেন বাড়তি হিসাবে সেই দিকের ডিভিসনে যারা এস-এস দলের আক্রমণের লক্ষ্য হবে। এছাড়াও কিছু সৈন্যও তিনি ঐ বিপদের সম্ভাবনায় সচকিত অঞ্চলটিতে দিয়ে পাঠালেন।

হেড কোয়ার্টার অবশ্য কোভেল অঞ্চলে যে জার্মানরা চলাফেরা করছে, সে খবরটুকুর সদ্ব্যবহার করল। পুরোবর্তী হেড কোয়ার্টার সেখানে উড়োজাহাজ পাঠালো পরিদর্শন সামাধা করে বোমা বর্ষণ করার জন্য; এছাড়া শক্তি বাড়ানর জন্য তারা আরও গোলন্দাজ ও গোটাকতক ট্যাংক পাঠিয়ে দিলে।

সুপ্রিম কম্যাণ্ডের কাছে বনে-লুকোন এই ভাইকিং ট্যাংক ডিভিসন যৎসামান্য একটা চিহ্ন মাত্র। তাঁরা তখনই বুঝলেন যে এর পেছনে আরও গভীরতর কিছু ব্যাপার আছে। জার্মানরা প্রতি-আক্রমণ করে সোবিয়েত সৈন্যকে পোল্যাণ্ডে ঢুকতে দেবেনা—এই হল আসল উদ্দেশ্য। তখনই আদেশ হয়—পুরোবর্তী দলের বাম কক্ষের জোর বাড়াবার জন্য ট্যাংক রেজিমেণ্ট, অশ্বারোহী দল ও কয়েকটা গোলন্দাজ রেজিমেণ্ট সেখানে যাবে।

এই ভাবে ট্রাবকিনের খবরের বায়ুমণ্ডল বিস্তৃত হ'তে থাকে—মস্কো থেকে বার্লিন অবধি।

ডিভিসনের অন্তর্বর্তী কাজ শুরু হয়ে গেল। একটা ট্যাংক বহর আসে—এক দল প্রহরী সৈন্য আসে রকেট মর্টারের সুপ্রচুর সাজসজ্জা নিয়ে। স্কাউটরাও দলে ভারী হয়।

মেশচেরস্কি তার লোকদের প্রাণপণে শিক্ষা দিতে শুরু করল; তারও অর্ধেক সময় যায় সামনের ঘাঁটিতে শত্রু পর্যবেক্ষণ করার কাজে। বুগরকফ ও তার স্যাপার দল কোথাও মাইন পাততে বাকী রাখে না। মেজর লিখাচেফ দিনে রাতে ছুটোছুটি করেন নূতন নূতন তার, শব্দযন্ত্র ও টেলিফোন বসাবার কাজে। কর্ণেল সেবিচেংকো তাঁর পরিদর্শন কেন্দ্রে গিয়ে স্থান গ্রহণ করেন, আর সেখান থেকে গোটা দলকে নির্দেশ দিতে থাকেন। তিনি আরও গম্ভীর হ'য়ে গেছেন—কিন্তু একটু অল্প বয়স্কও দেখায় তাঁকে; যখনই বড় রকম যুদ্ধ বাধে তখনই

এই রকম তাঁর অবস্থান্তর বটে। সুদীর্ঘকাল তিনি এক একটি নূতন নক্সা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করে দেখেন। এসব নক্সা নূতন এসেছে—এতে পোল্যাণ্ড থেকে ভিস্‌চুলা নদী পর্যন্ত স্থান দেখানো হয়েছে। তিনি এসব দূর দূর জায়গায় গেছেন আগে আগে—সেই ১৯২০তে বুদিয়নীর প্রথম অশ্বারোহী দলের সঙ্গে।

কাটিয়া শুধু সেই বিজন মাটির অভ্যন্তরের কক্ষে একলা ব'সে থাকে।

তার কথার উত্তরে বলা রেডিওতে ট্রাবকিনের সেই শেষ কথাটির অর্থ কি? 'আমি বুঝেছি', একথা কি শুধু কথায় কথা তাঁর? শুধু কি তিনি শুনতে পেয়েছেন তা'ই স্পষ্ট ক'রে বলার জন্যই ও কথাটা বলা, না কি কোন স্পষ্ট অথচ গোপন অর্থ নিহিত আছে ঐ ক'টি কথায়? সব ভাবনা ভুলে এই কথাই তার মনে জেগে থাকে। সে বুঝতে পারে, যেহেতু তিনি চারদিকে মৃত্যুচ্ছায়া-সমাকীর্ণ বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে—, সেইজন্য তিনি মানবীয় অনুভূতিটুকু এখন বুঝতে পারেন। হয়ত রেডিওর ঐ ক'টি কথায় তাঁর মনের সেই পরিবর্তনই সূচিত করে। আবার নিজের চিন্তায় তাঁর হাসি পায়। সৈন্যদলের সহকারী ডাঃ উলিবিশেভার কাছ থেকে সে একটা আয়না এনে অনেকক্ষণ ধরে নিজেকে দেখে; একটা গভীর গম্ভীর ভাব মুখে ফোটাবার চেষ্টা পায়। তার মনে হয় সেই ভাবটিই বীর-পত্নীর উপযুক্ত—কথাটি সে উচ্চারণ করেই ব'লে ফেলে—'বীর-পত্নী।' তারপর আয়না নামিয়ে রেখে আবার বাতাসের কড়কড়ে আওয়াজের ধ্বনি শুনতে শুনতে তার মধ্যেই নিজের মনোভাবানুযায়ী—কখনও খুশি হ'য়ে কখনও ব্যথা পেয়ে—আবৃত্তি ক'রে চলে: "তারা, তারা, তারা—"

সেই স্মরণীয় কথাবার্তার দুই দিন পরে 'তারা' আবার সাড়া দেয়।

"পৃথিবী—পৃথিবী—শুনতে পেয়েছ—আমি তারা কইছি।"

"হাঁ, হাঁ, তারা, এই যে"—কাটিয়া চেঁচিয়ে ব'লে ওঠে। "পৃথিবী বলছে—আমি শুনছি—বল বল আমি শুনছি।"

সে হাত বাড়িয়ে দিয়ে দোর খুলে—সেই আনন্দের ভাগ নিতে আর কেউ আসে কিনা। কিন্তু তখন কাছাকাছি কেউ ছিলনা। লেখার জন্য প্রস্তুত হয়ে সে হাতে একটা পেন্সিল তুলে নিল। কিন্তু কথার মধ্যেই তারা থেমে গেল, আর কথা হলোনা। সারারাত কাটিয়া জেগে ব'সে থাকল, কিন্তু তারার কোনও সাড়া নেই। পরের দিনও তাই, তার পরের দিনটাও একরকমে কেটে যায়। মেশচেরস্কি যখন তখন গর্তে ঢোকেন; আসেন বুগরকফ্ কিম্বা মেজর লিখাচেফ; হয়ত কখনও আসেন ক্যাপটেন-ইয়োরকেভিচ—বারাসকিনের স্থলাভিষিক্ত পরিদর্শন বিভাগের কর্তা—বারাশকিনকে সেখান থেকে বদলি করা হয়েছে। কিন্তু তারা একদম চুপ চাপ।

সমস্ত দিন কাটিয়া ঢুলতে ঢুলতে কানে ফোন ধ'রে থাকে। অদ্ভুত সব স্বপ্ন দর্শন হয় তার। কখনও দেখে ট্রাবকিন বিবর্ণ চেহারা নিয়ে তাঁর সবুজ গাত্রাবরণী পরে দাঁড়িয়ে; কখনও দেখে মামোচকিনকে—ছুটো মানুষ হয়ে গিয়াছে সে—মুখে তার হাসিটি যেন শীতে জমে গেছে; তার ভাই লাইওনিয়াকে দেখে কখনো—কি অজ্ঞাত কারণে একই সবুজ আবরণ সে গায়ে দিয়েছে;—এই সব স্বপ্ন সে দেখতে থাকে। কাঁপতে কাঁপতে সে জেগে উঠে পাছে ট্রাবকিনের কথা না শুনতে পায়, তাই চকিত হয়ে মুখের কাছে যন্ত্রটি উঠিয়ে ডাকতে শুরু করে—"তারা, তারা, তারা।"

কামানের বজ্রগর্জন দূর থেকে তার কানে আসে—যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল আবার। সেসব দিনে মেজর লিখাচেফের একজন রেডিও পরিচালকের জরুরী প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও কাটিয়াকে তার প্রতীক্ষার

পাহারা থেকে সরিয়ে নিতে তাঁর মন চাইল না। প্রায় সবাই তাকে ভুলে গেলেও সে ঠিক একভাবে গর্তে ব'সে থাকল।

কদিন পরে সন্ধ্যার দিকে বুগরকফ এলেন। ট্রাবকিনের কাছে তাঁর মায়ের লেখা একটি সদ্যপ্রাপ্ত চিঠি এনেছেন তিনি। মা লিখছেন যে, তিনি তার ফিজিক্সের লাল রংএর নোটটি পেয়েছেন—ফিজিক্স তার প্রিয় পাঠ্যবস্তু ;—খাতাটি তিনি যত্ন করে রেখে দেবেন। আবার কলেজে গেলে এটি পেলে তার উপকার হবে। সত্যিই নোটবইটি ভালভাবে লেখা ; ছাপালে পরে একটি পাঠ্যপুস্তক হিসেবে চলতে পারে। বিশেষ করে বিদ্যুৎ ও তাপ এই দুটি বিষয় খুব নিখুঁত ও পরিষ্কার করে লেখা হয়েছে।

বিজ্ঞান তার ভালো লাগ্‌ত. তিনিও কত আনন্দ পেতেন তাতে। তার মনে পড়বে কি বছর বারো বয়সে সে কি রকম একটা জলেঘুরানো পেষণ যন্ত্র বানিয়েছিল একবার ? তিনি তার আরও ওরকম প্ল্যান বার করে ফেলে তখন ক্লেভা খুড়ীর সঙ্গে মিলে খুব হেসেছিলেন।—

বুগরকফ্ চেঁচিয়ে চিঠিটা পড়ে। তারপর সে রেডিওর ওপর ঝুঁকে প'ড়ে অবরুদ্ধ স্বরে বলে : "উঃ যুদ্ধটা যদি শেষ হত ! না, না, আমি যে ক্লান্ত সেজন্য বলিনি। শুধু বলছি—এত লোক ক্ষয় হচ্ছে তাই। এবার যুদ্ধ শেষ হওয়া দরকার। আর যেন না লোক মরে।"

হঠাৎ কাটিয়া সভয়ে বুঝতে পারে যে, তার এই অহোরাত্র প্রতীক্ষা-বোধহয় ব্যর্থ—'তারা'কে এত অশ্রান্ত ভাবে ডেকেও আর লাভ হবেনা। তারা অস্তমিত, আর সে আলো দেবেনা।

কিন্তু কি ক'রে ওখান থেকে সে যাবে ?

ধরা যাক যদি ট্রাবকিন কথা কয়ে ওঠেন। হ'তেও পারে যে তিনি বনের মধ্যে কোথাও আত্মগোপন করে আছেন।

আশায় আর কঠিন ধৈর্যে পূর্ণ মনে সে প্রতীক্ষা করে বসে

থাকে। এখন আর সবাই আশা ছেড়ে দিয়েছে—শুধু সে ছাড়া। আর তাই যতক্ষণ না শত্রুকে হটিয়ে দল এগোতে লাগল ততক্ষণ কেউ সে যন্ত্র সেখান থেকে সরানোর কথা ভাবতে পারল না।

কথা-শেষ

১৯৪৪ সালে গ্রীষ্মকালের দিন। সোবিয়েত সৈন্য ক্ষীয়মান জার্মান বাহিনীকে দলিত ক'রে পোল রাজ্যের ভেতর দিয়ে দলে দলে ব'য়ে চলেছে।

মেজর জেনেরেল সের্বিচেংকো জিপে ক'রে যাচ্ছিলেন, একদল স্কাউট তাঁর চোখে প'ড়ে যায়। একের পেছনে আর একজন, তারা সারি দিয়ে রাস্তার পাশ ঘেঁসে চলছে—পরনে সবুজ আঙরাখা; তারা চঞ্চল, সতর্ক; দেখে মনে হয় যে কোনও সময় ওরা অদৃশ্য হ'য়ে যেতে পারে স্তব্ধ মাঠে, কিম্বা বনের ছায়ায়, শুকনো ডাঙ্গায় অথবা সন্ধ্যার বিলীয়মান বিসর্পিত আলোছায়ার মধ্যে।

স্কাউটদলের পুরোভাগে লেফটেনেণ্ট মেশচেরস্কিকে জেনারেল চিনতে পারেন। তিনি গাড়ি থামিয়ে দেন; তাঁর মুখে স্কাউট দেখলেই যেমন খুশির আলো ফোটে তাই ফুটল।

"কি হে সিংহ-শাবকেরা,—সব ভাল তো?"—তিনি বলেন—"দেখ-দেখ, ওয়ারশ তো ঐ আকাশের কোলে। আর বার্লিন মাত্র পঁচিশ কিলোমিটার দূরে। একটা তুচ্ছ ব্যাপার—পিঁপড়ের কামড় মাত্র। আমরা এসে গেছি প্রায়।"

তিনি স্কাউটদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখলেন। তারপর তাঁর যেন কি করুণ কোনও স্মৃতি মনে জাগল, কি বলতে আরম্ভ ক'রে তিনি আবার চুপ করলেন। হাত নেড়ে তিনি বলেন:

"তোমাদের সৌভাগ্য কামনা করি, স্কাউটগণ—"

গাড়ি চলতে থাকে। স্কাউটরা একটি মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে,—ফের কদমে পা বাড়ায়।